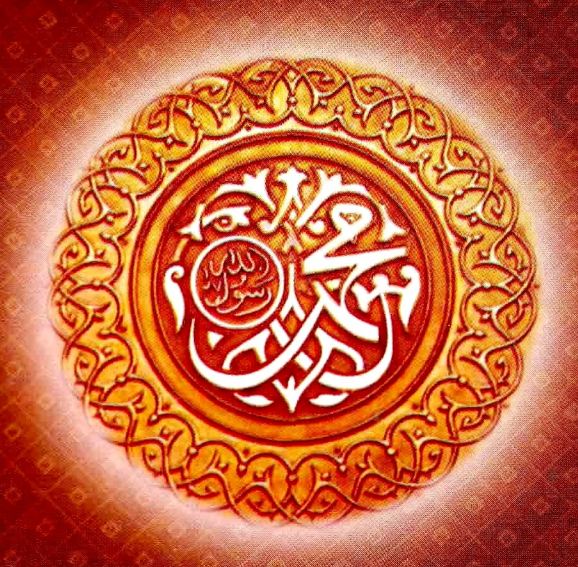


মুফতী এ আযম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকতী রহ.
রচিত মিলাদ ও কিয়ামের দলীল ভিত্তিক এক নূরানী কিতাব

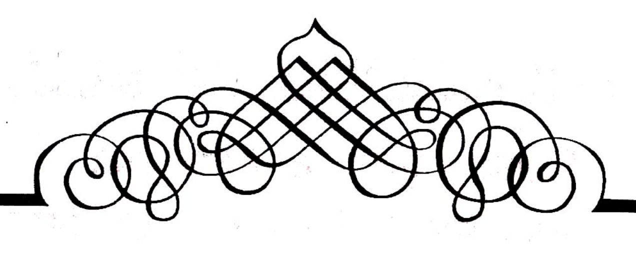
সিরাজাম মুনীরা



অনুবাদ

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী

Mufti E Azam Sayed Muhammed Aminimul Ehasan Barkati (Rahmatullahi Alayhi)



সিরাজাম মুনীরা

এবং মিলাদ নামা

মিলাদ ও কিয়ামের দলীল ভিত্তিক এক নূরানী কিতাব

রচনায়

মুফতী এ আযম

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী

নাকশবন্দী, মুজাদ্দেদী (রহঃ)

কলকাতা নাখোদা মসজিদের দারুল ইফতা'র প্রধান মুফতী,
ঢাকা মাদ্রাসা ই আলিয়ার হেড মাওলানা এবং
বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সর্ব প্রথম খাতীব

অনুবাদ

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী

পরিচালক: মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী



সিরাজাম মুনীরা ও মিলাদ নামা

মিলাদ ও কিয়ামের দলীল ভিত্তিক এক নূরানী কিতাব

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদী

প্রকাশক

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ঈয়ামান

কম্পোজ

এম. হক কম্পিউটার্স

প্রথম প্রকাশ

রমজান ১৪৩৩ হিজরী, August 2012, শ্রাবণ ১৪১৯

প্রাপ্তিস্থান

আন্ নূর পাবলিকেশন্স
৫২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সনজরী পাবলিকেশন্স
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, ঢাকা

আফতাব বুক হাউস
কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

হাদিয়া : ১৩০ টাকা (মাত্র)

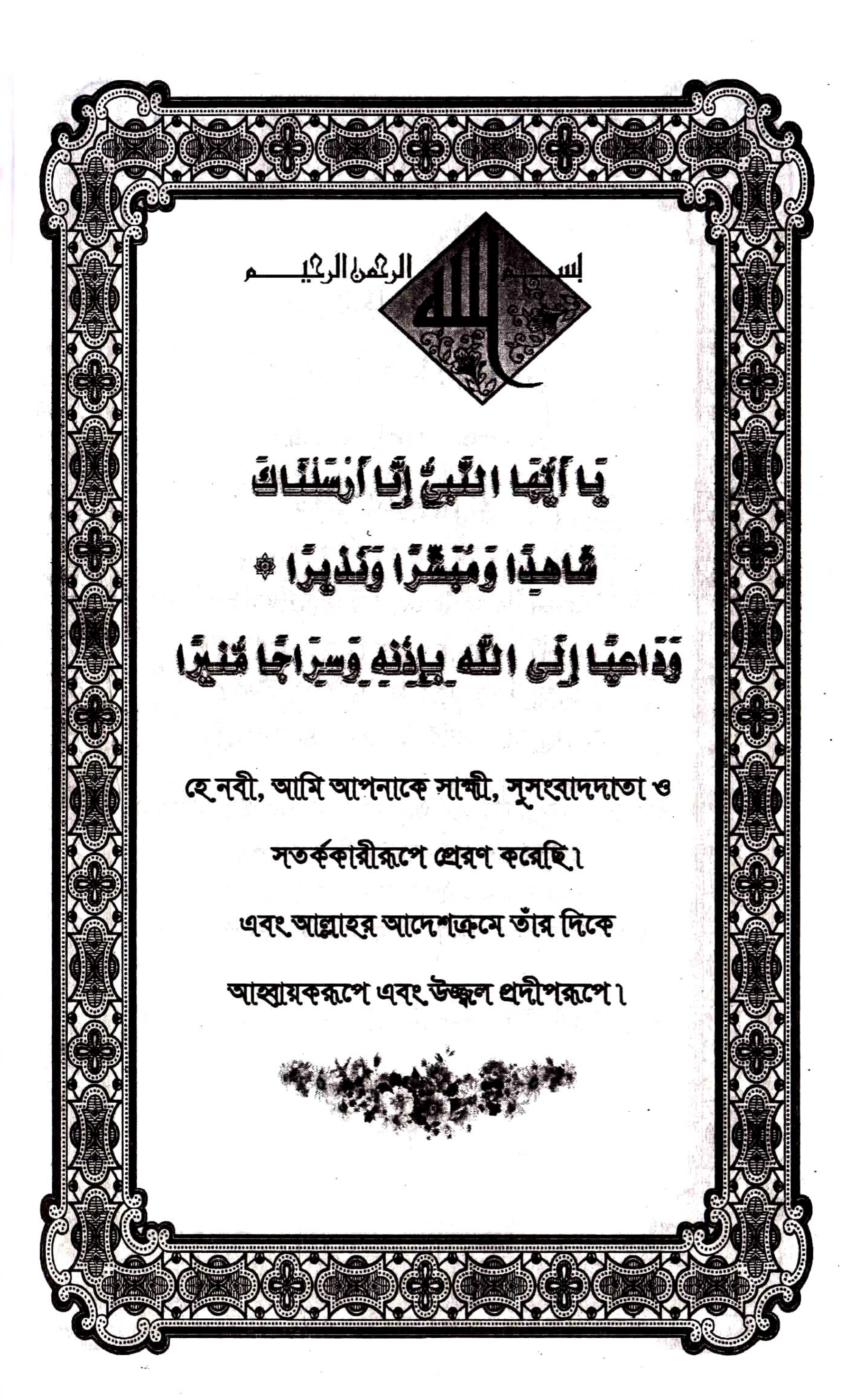
USD : 4.00 $

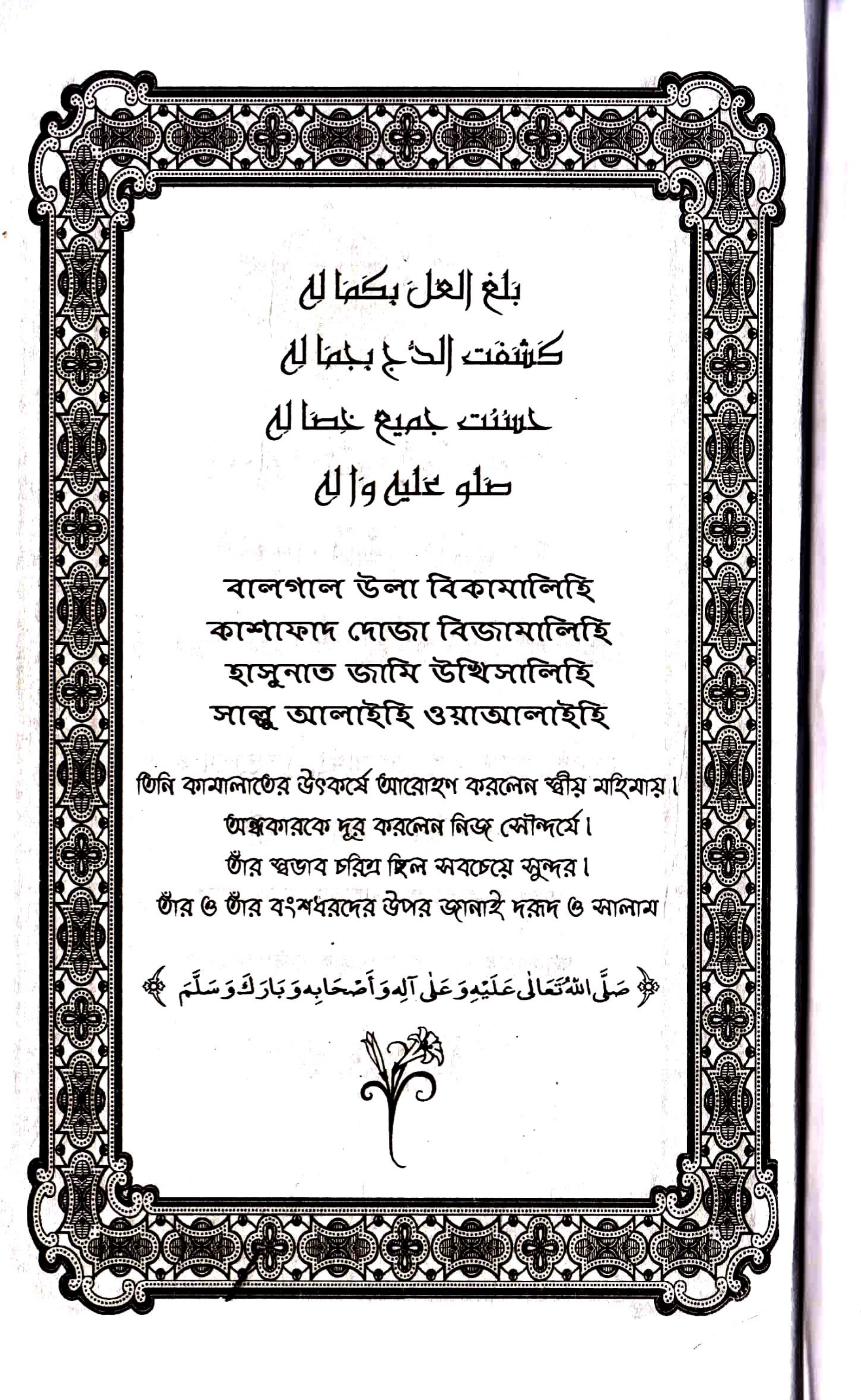
Sirajam Munira and Milad Nama

Written by: Mufti–E-Azam Sayed Muhammad Amimul Ehasan Barkati, **Translated & Explained By:** Sayed Muhammad Naimul Ehasan Barkati,
Published by Sayed Muhammad Yaman

Mufti Amimul Ehasan Academy

14/1 Tanogang lane, Kolutola, Sutrapur, Dhaka -1100
Phone # 088 0192-1696558, 088 0155-2314557
Email: muftiamimulehasanacademy@gmail.com





بلغ العلى بكماله
كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله
صلوا عليه وآله

বালগল উলা বিকামালিহি
কাশাফাদ দোজা বিজামালিহি
হাসুনাত জামি উখিসালিহি
সাল্লু আলাইহি ওয়াআলাইহি

তিনি কামালাতের উৎকর্ষে আরোহণ করলেন স্বীয় মহিমায়।
অন্ধকারকে দূর করলেন নিজ সৌন্দর্যে।
তাঁর স্বভাব চরিত্র ছিল সবচেয়ে সুন্দর।
তাঁর ও তাঁর বংশধরদের উপর জানাই দরূদ ও সালাম

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

প্রারম্ভিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحٰبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

আমার সম্মানিত ভাই হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) একজন সত্যিকারের আলেম দ্বীন ছিলেন যিনি সর্বদা ইশকে রাসূলে বিভোর থাকতেন। তাঁর স্বভাব ও চরিত্র, কাজ ও কর্মে ইত্তিবায়ে রাসূল বা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ পরিলক্ষীত হত। বিশেষ করে ওয়াজ নসীহত ও মিলাদ মাহফিলে তাঁর গভীর আবেগ অবিস্মরণীয়। "সিরাজাম মুনীরা " নামক কিতাবটি এই বিষয়েরই পরিচয় বহন করে। প্রকৃতপক্ষে ইশকে রাসূলই ঈমানের মূল ভিত্তি। বরং একথা বলাই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হবে যে ইসলামী জীবনের ইলম ও আমলের মধ্যে ইশকে রাসূলই প্রাণশক্তি। হযরত ভাইজান কেবলার লেখা ও কথা থেকে এই বিষয়টিই ফুটে উঠে। "সিরাজাম মুনীরা " এই কিতাবটি ও নুর এবং হিদায়াতের উৎস। প্রিয়নবী ﷺ এরশাদ করেছেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - (متفق عليه)

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পরাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানবজাতির মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় না হই। (বুখারী, মুসলিম)

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.)
খাতীবে সানী,
মসজিদে মুফতি-এ-আযম
ভাই ও খলিফা,
মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.)

সম্পাদকীয়



In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى . اَمَّا بَعْدُ–

বাংলাদেশের প্রথিতযশ আলেমে দ্বীন যার রচিত নামাযের চিরস্থায়ী নামাযের সময়সূচীর ভিত্তিতে প্রত্যেক মসজিদের নামাযের সময়সূচী ঠিক করা হয়, অর্থ্যাৎ মুফতী-এ-আযম হুযুর হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহঃ)। তাঁর রচিত কিতাব সমূহ সারা জাহানে পরিচিত পেয়েছে এবং পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ) সারা জীবনে কিছু না কিছু লিখেছেন। এইগুলো যদি তাঁর জীবনের উপর ভাগ করা হয় তবে দেখা যাবে তাঁর জীবনে এমন কোন দিন নেই যে দিনে তিনি কয়েক পৃষ্ঠা লিখেন নাই।

হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ) এর রচিত কিতাব সমূহের মধ্যে অসংখ্য কিতাব হুযুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সীরাত সম্পর্কিত রয়েছে। হুযুরের প্রথম কিতাব ছিল (او جز السیر) আওজাযুস সিয়ার। এই বইটি আরবী ভাষায় এবং খুবই সংক্ষেপে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী বর্ণনা করেছেন। এই কিতাবটি আরব দেশেও প্রচার পেয়েছে এবং বাংলা ভাষায় কয়েকজন আলেমে দ্বীন এটাকে বাংলায় তর্জমা করেছেন। এছাড়াও উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন (سیرت حبیب اله) সীরাতে হাবিবে ইলাহ এবং এই কিতাব তিনি (سراج منیر اور میلاد نامہ) সিরাজাম মুনীরাও মিলাদনামা। পাঠকবৃন্দের হাতে যে বইটি রয়েছে সেটা হুযুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পাক মওলুদ সম্পর্কিত যেখানে তাঁর জন্মলগ্নে সারা জাহানের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের সুসংবাদকে সত্য প্রতিপন্ন করেছেন, এবং মানবজাতিকে হিদায়তের পথ দেখিয়েছেন। যেই নূরের আশায় সমগ্র মানবজাতি অপেক্ষমান ছিল সেই মহামানবের যখন এই দুনিয়াতে আগমন ঘটেছিল তখন থেকেই বিশ্বে বুক থেকে কুফর এর আধাঁর বিদায় নিতে থাকে এবং ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হতে থাকে।

এই বিষয়টি হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ) তাঁর কিতাব (سراج منیر اور میلاد نامہ) সিরাজাম মুনীরাও মিলাদনামা কিতাবটিতে আলোচনা করেছেন যা বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ হয়েছে, সেটাকে বাংলায় তর্জমা করার সৌভাগ্য লাভ করেছে আমার স্নেহভাজন হযরত মুফতী সাহেবেরই পৌত্র সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী। হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ) কিতাবের জন্য এই খিদমত করার জন্য নাঈম সাল্লামাহু এবং প্রকাশনার জন্য তাঁর পিতা, আমার ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ঈয়ামানকে মুবারাকবাদ জানাচ্ছি। এবারের অনুবাদ সংখ্যায় আরো স্থান পেয়েছে হযরত মুফতী সাহেবের পরিবারবর্গের বিভিন্ন ব্যাক্তিবগ। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই খিদমত কবুল করুন এবং দ্বীন ও দুনিয়ার নেয়ামত থেকে মালামাল করুন। এই মওলুদে পাকের পাঠকদের জন্য আল্লামা ইকবাল এর এই পয়গাম দিয়ে শেষ করছি-

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست

আসলে সুন্নাত জুয মুহাব্বাত খেয় নিসত্
সুন্নতের মূল এছাড়া কিছুই নেই যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালেবাসা

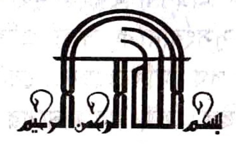
দোয়াগুজার

মাওলানা মুহাম্মদ সালেম ওয়াহেদী

খলিফা ও ভাগ্নে, মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.)

সভাপতি, মসজিদে মুফতি-এ-আযম

শুকরিয়া ও মোবারকবাদ



মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি উদ্দেশ্য, সেটি হচ্ছে তার এবং শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত বন্দেগী করা। মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ○ (سورة الذاريات ٥٦)

অর্থ: আর আমি মানব ও জ্বিন জাতি সৃষ্টি করেছি কেবলই আমার ইবাদত করার জন্য ।-(সূরা আয্ যারিয়াত : ৫৬)

এই জন্য মুসলমান হিসেবে আমরা যা কিছু করিনা কেন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সেটা হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করা। দুনিয়াবী কাজও যদি আমরা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক করি তবে সেটাও ইবাদত হিবেবে গণ্য হবে

একজন মুসলমানকে শরীয়তের বিভিন্ন কাজ পালন করতে হয়। কিন্তু কোন কাজ আল্লাহ তাঁর বান্দাকে করতে বলার আগে নিজে করে দেখাননি। যেমন পুরো কুরআনে কোথাও এরকম নেই যে আল্লাহ বলছেন যে আমি আল্লাহ নামায পড়ি তাই তোমরাও নামায পড়, আমি আল্লাহ রোযা রাখি তাই তোমরাও রোযা রাখ অথবা আমি আল্লাহ যাকাত দেই তাই তোমরাও যাকাত দাও এরকম নেই। কিন্তুর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা এমন একটি আমল যা সর্বপ্রথম আল্লাহপাক নিজে করেছেন এরপর ফেরেশতাদের তার সাথে নিয়ে নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন এবং পরিশেষে তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে এই কাজ করার হুকুম দিয়েছেন।

তাইতো মহান আল্লাহ এরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا○ (سورة الأحزاب ٥٦)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহপাক ও তাঁর ফেরেশতাগণসহ মহানবীর প্রতি দরূদও সালাম (রহমত) বর্ষণ করছেন। অতএব হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করো। (সূরা আল-আহযাব-৫৬)

তার দরূদ শরীফের মর্তবা সম্বন্ধে হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَّى وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عُشْرُ دَرَجَاتٍ ○ (رَوَاهُ ان النَّسَائِي)

অর্থ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পেশ করবে আল্লাহপাক এজন্য তার আমলনামায় দশটি নেকী দান করবেন, দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। (নাসায়ী)

অর্থ্যৎ দরূদ ও সালাম পেশ করার, সাথে সাথে পাব তিনটি পুরস্কার

- দশটি নেকী
- দশটি গুনাহ মাফ
- দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি

অন্যদিকে যারা প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে না। তাদের সম্পর্কে হাদীসে এসেছে :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلبَخِيْلُ اَلَّذِ مَنْ زُكِرْ تُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ○ (تر مزى)

অর্থ : হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বখিল বা কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। (তিরমিযী)

এইজন্য যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবেন।

এরকইম একজন প্রথিতযশ ও বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন ছিলেন আমার বড় চাচা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ:)। খুব অল্প সময় আমি তার সোহবাত, সান্নিধ্য পেয়েছি। কিন্তু এই অল্প সময়ে তার সাথে যে সকল মাহফিলে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে, প্রতি বারই তার মধ্যেকার গভীর নবী প্রেমের সন্ধান পেয়েছি। তিনি মিলাদ মাহফিলকে পছন্দ করতেন, মিলাদ ও কিয়াম করতেন এবং এইজন্য তিনি রচনা করেছেন- سراج منیر اور میلاد نامہ সিরাজাম মুনীরাও মিলাদনামা। এই কিতাবই আমাদের মিলাদও কিয়ামের দলীল সম্পর্কিত এক অমুল্য কিতাব যেখানে মুফতি সাহেব হুজুর মিলাদ ও কিয়ামের বিভিন্ন নাত ও সংকলন করেছেন।

মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতীর রচিত কিতাবের চাহিদা সবসময়ই থাকে। তারপর যদি সেটা মিলাদ ও কিয়ামের দলীল বিষয়ে হয় তবে তো তার কথাই আলাদা। এইজন্য অনেক বছর আগে আমার আব্বাজানের তত্ত্বধানে আমিও আমার চাচাত ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ শাকরান বারকাতী মিলে এটিকে পুনরায় প্রকাশ করি। আলহামদুলিল্লাহ আমার স্নেহস্পদ আমার ভাতিজা নাঈমুল ইহসান বারকাতী এটাকে এমন বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশিত করেছে। মহান আল্লাহ তার এই শ্রম কুবল করুন এবং তাকে এর উপযুক্ত বিনিময় দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় বান্দা হবার এবং তাঁর নবীর আশিক হওয়ার তৌফিক দান করুন। কারণ অন্তরে ইশক রাসূল না থাকলে কবরেও নিস্তার নেই, পরকালেও মুক্তি নেই। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন-

کی محمد ﷺ سے وفا تونے ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں

মুহম্মাদ ﷺ-কে ভালোবাসো তবে ভালোবাসা পাবে আমার,

'লওহ-কলম' হবে তোমার, মাটির পৃথিবী সে কোন ছার!

মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী

খাতীব, মসজিদে মুফতি-এ-আযম

১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১৮১৬৭০৪৬

শুকরিয়া ও মোবারকবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আসমান ও জমীন ও জগত সৃষ্টির অনেক পূর্বে মহান আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবের নূর সৃষ্টি করেন। মহান আল্লাহ পাকের একটিমাত্র কথা (كُنْ فَيَكُوْنُ) কুন ফায়াকুন বলার সাথেই সমগ্র সৃষ্টি শুরু ও সম্পূর্ণ হয়েছে। মানব জাতির সৃষ্টির পরই তাদের হেদোয়াতের জন্য তিনি নবী পাঠিয়েছেন। অনেক অনেক বৎসর পার হয়ে সভ্যতার ক্রমবিকাশের পর সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক মানব জাতির জন্য ইসলামকে মনোনীত করেন। সুন্দরতম জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি পবিত্র আল কুরআন নাযিল করেন। পবিত্র আল কুরআনের সম্পূণ প্রতিচ্ছবি ও বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ রূপকার ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাকে সৃষ্টি না করা হলে কোন কিছুই সৃষ্টি হত না, তাকে ভালবাসাই হলো ঈমানের অঙ্গ। বান্দা কিভাবে মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হবে সে কথা পবিত্র আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (سورة آل عمران ٣١)

অর্থ: বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন পরম ক্ষমাকারী ও দয়ালু।

(সূরা আলে-ইমরান: ৩১)

অথ্যাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ভালবাসলেই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। পবিত্র আল কুরআনে রাসূলে পাক ﷺ এর শানে বলা হয়েছে:-

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○ (سورة الأحزاب ٥٦)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহপাক ও তাঁর ফেরেশতাগণসহ মহানবীর প্রতি দরূদও সালাম (রহমত) বর্ষণ করছেন। অতএব হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করো।

(সূরা আল-আহযাব-৫৬)

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শানে রচিত **সিরাজাম মুনীরা** রচনা করেছেন ইমামুল আউলিয়া প্রথিতযশ আলেমে দ্বীন হুযুর হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান নাকশবন্দী মুজাদ্দেদী বারকাতী (রহ:)। এই কিতাব পড়ার পর দেখা গেল যে এতে রাসূলে পাক ﷺ এর শান, মান মর্যাদা সমূহের কুরআনের আয়াতসহ বর্ণনা, মহান আল্লাহ পাকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সর্ম্পক কতখানি, রাসূলে পাক ﷺ এর চেহারা মুবারকের বর্ণনা, মিলাদের ফযীলত, দাঁড়িয়ে কিয়াম করা যুক্তি সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক অজানা তথ্য যেমন জানা যাবে তেমনি রাসূলে পাক ﷺ এর শান, মান মর্যাদা সমূহের পবিত্র কুরআনের দিক নির্দেশনা জানা যাবে। বইটির বাংলা অনুবাদ যেভাবে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। তার এই ঈমানী দাওয়াতের প্রচেষ্টা সফল হোক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সেই প্রত্যাশাই করছি।

সৈয়দ মুরাদুল্লাহ আহমাদ সালামী বারকাতী
পীর সাহেব
নারিন্দা খানকাহ শরীফ

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُه وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم وَعَلٰى آلِه وَأَصْحَابِه وَبَارِكْ وَسَلِّمَ - امَّا بَعْدُ :

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মুসলমান হওয়ার এবং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মতী হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। লাখো ও কোটি দুরুদ ও সালাম দয়ার সাগর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি যাকে সবচেয়ে অধিক ভালোবাসা মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত।

মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) ইসলামী ইলম এর জগতে এমন এক উজ্জল দীপ্তীমান নক্ষত্রের নাম যাকে নতুন করে পরিচয়ের কোন দরকার নেই। ইসলমী জ্ঞান চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে অগাধ পান্ডিত্য। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, এবং যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ। নিজ সূতীক্ষ্ণ মেধা, নিরলস অধ্যাবসায় ও সুউচ্চ যোগ্যতার মাধ্যমে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরব জগতকেও মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। এইজন্য ১৯৩৫ সালে কলকাতা সরকার তাকে একটি বিশেষ সীলমোহর প্রদান করে যাতে লেখা ছিল গ্রান্ড মুফতী অফ কলকাতা GRAND MUFTI OF Calcutta। তখন থেকে আজ অবধি মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী অধিক সমাদৃত হন **মুফতী-এ-আযম** উপাধি এর মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনে ইসলামের মধ্যে মহান আল্লাহপাকের নৈকট্য হাসিলের প্রধান উপায় হচ্ছে তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে অনুসরণ ও মুহব্বত করতে হবে। তাইতো কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (سورة آل عمران ٣١)

অর্থঃ বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন পরম ক্ষমাকারী ও দয়ালু। (সূরা আলে-ইমরান: ৩১)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঐশী বাণীর বাস্তবায়ন নিজের জীবনে সার্থকভাবে করে নিয়েছেন হুযুর মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) । হযরত বড় দাদাজানের জীবন একজন খাঁটি মুমিনের জীবন ছিল। ইশকে রাসূলের আদর্শে উজ্জ্বল মহান আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা সব সয় মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান পালন করতেন এবং শরীক থাকতেন। মিলাদ মাহফিলের দলীলের বৈধতার সারসংক্ষেপ, মিলাদ ও কিয়াম পড়ার বিভিন্ন কাসীদাকে একনিষ্ট করে তিনি রচনা করেনে, سراج منیر اور میلاد نامہ সিরাজাম মুনীরাও মিলাদনামা । এই কিতাবে রয়েছে সৃষ্টির সূচনা থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নবী রাসূলদের আগমনের ধারাবাহিকতা। এছাড়াও কিতাবের শেষ দিকে মুফতী সাহেব হুজুর তাঁর মরহুম আব্বাজান ও আমার পিতামহ মরহুম মাওলানা সাইয়্যেদ হাকিম আব্দুল মান্নান (রহ.) এর রচিত একটি চমৎকার উর্দু নাম (معراج نامہ) মিরাজনামা এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মীর আবদুদ দাইয়্যান (রহ.) এর রচিত একটি নাতে রাসূল ও রয়েছে। সিরাজাম মুনীরা কিতাবটির উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর শানে উচ্চারিত বিভিন্ন নামে-রাসূল ও কাসীদা। এটি পুরো কিতাবকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য শব্দগত অর্থের চেয়ে ভাবগত অর্থই অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যাতে পাঠকবৃন্দ মূল কিতাবের আসল স্বাদ উপলব্ধি করেন।

কিতাবের শেষে অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। হযরত মুফতী সাহেব হুজুরের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে যেখানে তাঁর শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, কলকাতা থেকে ঢাকায় হিজরত ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া তাঁর পিতা-মাতা, চাচা, ভাই সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করার প্রয়াস করেছি। এছাড়াও আমাদের সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া, বারকাতীয়া এর শাজরা শরীফও সংযুক্ত রয়েছে যেটা হযরত বড় দাদাজান হুজুর নিয়মিত পড়ে দুআ করতেন। আর গত ১০ই শাওয়াল ১৪৩২ হিজরী, ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ আসর মসজিদে মুফতী আযমে মুফতী সাহেবের উরস উপলক্ষে প্রদত্ত ওয়াজ ও সংযোজিত করা হয়েছে।

হযরত বড় দাদাজান হুযুর এমন একজন আলেমে দ্বীন যার কেবল নামই যথেষ্ট আমার জন্য এবং এই অভিজ্ঞতা আমার অনেক দিনের। এই তো গেল ২৬ই এপ্রিল ২০১২ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁও অবস্থিত প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে আমার দাওয়াত ছিল, সেই মাহফিলের সূচনা আমিই করেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে পরিচিতি পর্বে সবাই যখন নিজ নিজ পরিচয় দিচ্ছিল সে সময়ে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু নিজ নামটুকু বলার পর বললাম ***"যে আমার আর কোন বিশেষ পরিচয় নেই শুধু এইটুক ছাড়া যে আমি হুযুর হযরত মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) এর পৌত্র"***। আমার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অনুসন্ধিসু ব্যক্তিবর্গ আমার ব্যপারে জানার জন্য উৎসুক হয়ে পরে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত একজন অতিথি সাবেক সচিব সৈয়দ মার্গুব মোরশেদ সাথে সাথে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন মুফতী সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ ভাই সাইয়্যেদ গোফরান বারকাতী তোমার কে হন? তখন আমি বললাম তিনি আমার নানা হন। এই পরিচয় জানার সাথে সাথে তিনি আমার সাথে মুসাহফা ও আলিঙ্গন করলেন এবং অনেক কথাবার্তা বললেন। আরেক জন চিনতে পেয়ে আমার চাচা সাফওয়ান নোমানী খোজঁখবর নিলেন। সেই অনুষ্ঠানে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের বর্তমান খাতীব প্রফেসর মাওলানা মুহাম্মাদ সালাহ উদ্দীন সবার সাথে আমার পরিচয় করান এবং মাহফিল শেষে তিনিই দোয়া করেন।

এইরকম অভিজ্ঞতা আবারও হয়েছিল যখন যাত্রাবাড়ীর বিখ্যাত জামেয়া কওমী মাদ্রাসার খতমে বুখারীর মাহফিলে ছিলাম। সবচেয়ে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল হযরত বড় দাদাজান হুযুর এক মুরীদ মরহুম আব্দুল মান্নান সাহেবের কুলখানির মাহফিলে যখন গিয়ে ছিলাম তখন মরহুম আব্দুল মান্নান সাহেবের ছোট ছেলে আমার পরিচয় দিলেন তখন যাত্রাবাড়ী খানকায়ে মুহাম্মাদীয়ার এক মুরীদ মুহাম্মদ মুনির আমার কাছে ছুটে আসেন এবং বলেন মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) এর সম্বন্ধে অনেক কথা আমি আমার পীর সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি, তখন থেকে ইচ্ছা ছিল তার কোনো ওয়ারিস বা বংশধরের সাথে সাক্ষাৎ করার, আজকে আল্লাহ পাক আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করলেন যখন আপনার সাথে আমার দেখা হল।

اللهُ اَكبر ,سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে হযরত বড় দাদাজান এরকম এক সাইয়্যেদের বংশ থেকে দুনিয়াতে আসার তৌফিক দিয়েছেন।

একজন মুসলমান দুনিয়ায় যতই আমল অর্জন করে যাক না কেন সে কখনই জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর জন্য সুপারিশ না করেন। এটি প্রত্যেক মুসলমান যে জান্নাতের বাসিন্দা হতে চায় তার একান্ত কর্তব্য প্রিয়নবীকে মুহাব্বত ও তাঁর সুন্নাতের ইত্তেবা করা। মুসলমান হিসেবে সার্থকতা অর্জনের এই উপায় সঠিকভাবে স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন আমার বড় দাদা হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.), দাদাজান হযরত সাইয়্যেদ নোমান বারকাতী (রহ.) এবং নানা হযরত সাইয়্যেদ গোফরান বারকাতী (রহ.)। ইসলামের নূরে আলোকিত এই তিন ভাই আজীবন মিলাদ, কিয়াম করেছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ তাঁদের ইন্তেকালের পরও তাদের বাস ভবনে এখনো মিলাদ মাহফিল এর ধারা জারী আছে। মহান আল্লাহ এদের কবুল করে জান্নাতুল ফেরদাস এর বাসিন্দা করুন। (আমীন)

আমি আন্তরিক ভাবে শুকরগোজার আমার দুই শায়খ মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদী ও মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী যারা এই কিতাবের অনুবাদকে সার্থক করার জন্য আমাকে প্রতিটি ধাপে সাহয্য করেছেন। আরো শুকরিয়া জানাচ্ছি নারিন্দার পীর সাহেব সৈয়দ শাহ মুরাদুল্লাহ আহমাদ যিনি বইটি দেখেছেন এ সম্পর্কে নিজের মূল্যবান অভিমত দিয়েছেন এবং তাঁর প্রিয়ভাজন জনাব নাসিম আলী খান এর "The permissibility of Mawlid and the glory of Eid-e-Milaadan Nabi" শীর্ষক নিবন্ধ দিয়ে এই কিতাবকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। আমার আব্বা-আম্মার কাছেও কৃতজ্ঞ ও ঋণী আমাকে সঠিক সহযোগিতা ও প্রেরণা যোগানোর জন্য। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় বান্দা হবার তৌফিক দান করুন।



সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী

পরিচালক

মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী

১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা,

সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯২১৬৯৬৫৫৮

Email : naimulehasan@gmail.com

প্রকাশকের কথা



মহান আল্লাহর খেদমতে জানাচ্ছি অসংখ্য শুকরিয়া যে তিনি আমাকে তাঁর প্রিয়নবী হুযুর হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শানে ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় এই কিতাবটি প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। আমার শ্রদ্ধেয় বড় চাচা হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) ছিলেন একজন খাঁটি আশেকে রাসূল। সেই ইশকে রাসূলের নজরানা স্বরুপ তিনি সিরাজাম মুনীরা নামক এই অন্যন্য কিতাব রচনা করেছেন।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ছেলে সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নাঈমুল ইহসান বারকাতীকে বইট অনুবাদের উদ্যোগ নেয়ার এবং কৃতজ্ঞ আমার ফুপাতো ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদী ও অনুজ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী যারা তাকে এই কাজের তত্ত্বধান করেছে।

আখেরী যুগে ফিতনা আমাদের যুগ। এই যুগে নিজ ঈমান ও আমল ঠিক রাখাই যেখানে মুশকিল সেখানে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর মুহাব্বত ও সুন্নাতের পতাকা সমুন্নত রাখা কোন জিহাদের চেয়ে কম নয়। মহান আল্লাহপাক আমাদের এই মহতি উদ্যোগ কবুল ও মঞ্জুর করুক এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করুন।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে নিবেদন যে আমাদের এই মেহনত কবুল করুন যাতে তা আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওয়াসিলা হয়। মহান আল্লাহ পাক যাতে আমার মরহুম আব্বা-আম্মাকে জান্নাত নসীব করুন এবং আমাদের সবাইকে খাঁটি মুমিন ও আশেকে রাসূল হিসেবে জীবন যাপনের তৌফিক দান করুক।

امين ! ياراب العلمين

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ঈয়ামান

১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৫৫২৩১৪৫৫৭, ০১৬৭৬৭৬০৭১৫

গ্রন্থ পর্যালোচনা



মুফতী আযম হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী আন নাকশবন্দী, আল মুজাদ্দেদী, আস সা'দী, আল হানাফী রচিত ৪৮ পৃষ্ঠার এই সিরাজাম মুনীরা কিতাব তার জীবদ্দশাতেই পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত হয়। তার ওফাতের পর তার ভাই ও খলিফা আমার শ্রদ্ধেয় দাদাজান হযরত সাইয়্যেদ নোমান বারকাতী (রহ.) এর আরেকটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সবই উর্দু ভাষায় থাকায় স্থানীয় বাংলাভাষীদের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল বাংলায় এই অনুবাদ করা। মহান আল্লাহপাকের দরবারে লাখো কোটি শোকর যে তিনি তাঁর বান্দা ও প্রিয় হাবীবের এই সামান্য গোলামকে এটা অনুবাদ করার তৌফিক দিয়েছেন।

মিলাদ মাহফিল হচ্ছে এমন এক নূরানী মাহফিল যেখানে নবী প্রেমের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই একজন খাঁটি মুমিন কখনও নিজেকে মিলাদ কিয়ামের মাহফিল থেকে দূরে থাকতে পারে না। মিলাদ মাহফিল ও প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ প্রতি দুরুদ ও সালাম পেশ করা, কিয়াম করা এগুলো ইসলামী শরীয়তের কোন বাধ্যতামূলক আমল নয় যা না করলে কেউ গোনাগার হবে, বরং এটি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে মুহাব্বত প্রকাশের একটি সুন্দর ও সুগঠিত নিয়ম।

বাজারে মিলাদ-মাহফিলের অসংখ্য কিতাব পাওয়া যায় যাতে মিলাদের নামে কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ও দলীল ভিত্তিক আলোচনা রয়েছে। সেদিক দিয়ে সিরাজাম মুনীরা স্থান ব্যতিক্রম। হযরত বড় দাদাজান হুজুর এই কিতাবে সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে আলোচনা করেছেন এবং এ ছাড়া প্রয়োজনীয় যে সকল কিতাবের সহায়তা নিয়েছেন তার প্রত্যেকটি রেফারেন্স পাদটীকায় সংযুক্ত করেছেন। এ ছাড়াও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে। সেটাও তিনি উল্লেখ করেছেন। পাশপাশি সৃষ্টির সূচনা থেকে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আ) পর্যন্ত অনেক নবী রাসূলের ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে।

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর ওয়াজ ও নসীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল "বিন্দুর মাঝে সিন্দুর অভিব্যক্তি"। অর্থাৎ অল্প কথার মাধ্যমে বিরাট বিরাট বিষয় বুঝিয়ে দিতেন। প্রিয়নবীর এই পন্থা অনুসরণ করেছেন আমার বড় দাদাজান হুজুর। মাত্র ৪৮ পৃষ্ঠার কিতাবের মধ্যে তিনি যে চমকপ্রদভাবে মিলাদ ও কিয়ামের বৈধতা তুলে ধরেছেন সেটা অনন্য। যদি কোন জ্ঞান পিপাসু পাঠক মিলাদ মাহফিল এর বৈধতা ও এর সম্বন্ধে আরোপিত আপত্তি সমূহ এবং তার জবাব সম্বন্ধে আরো ব্যাপকভাবে জানতে চান তাদেরকে অনুরোধ করবো আমার এবং আমার শ্রদ্ধেয় চাচা মাওলানা সাফওয়ান নোমানী রচিত "ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল" শীর্ষক কিতাব পর্যবেক্ষণ করার।

সিরাজাম মুনীরা কিতাবটি হযরত বড় দাদাজান হুজুর শুরু করেছেন উম্মুল কুরআন রূপে খ্যাত সূরা ফাতিহা দিয়ে। এরপর মহান আল্লাহ তা'আলার হামদ বা প্রশংসার মাধ্যমে গ্রন্থের সূচনা হয়েছে। এরপর ধারাবাহিকভাবে সৃষ্টির সূচনা থেকে শুরু করে মানব জাতির হেদায়েত এর জন্য বিভিন্ন নবী, রাসূলের ভূমিকা ও সংগ্রাম এর সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে দ্বিতীয় আদম হিসেবে খ্যাত হযরত নূহ (আ.) এর ইতিহাস এবং তাঁর সময়কার বন্যার কথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর রাসূলের জীবনীর আলোচনা কখনোই পূর্ণতা পাবে না যতক্ষন না মুসলমানদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর আলোচনা না হয়। তাই এই কিতাবেও শ্রদ্ধেয় বড় দাদাজান হুজুর হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর তাঁর আওলাদ ও বংশধরদের সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পবিত্র কাবা শরীফ, জমজম কুয়া , বনু হাশেম ও মদীনার বনু নাযযার গোত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করার পর মহানবী হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশের একমাত্র নবী ও দুনিয়ার সর্বশেষ নবী হিসাবে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ দেখানো হইয়াছে। শেষনবীর দুনিয়াতে আগমন কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলার সে সময় আরবের জমিনে খুশির ঢল নেমে ছিল তাহার বর্ণনাও রয়েছে। সেই বৎসর সর্বত্র খুশি ও আনন্দ প্রকাশিত হওয়ায় সেটা খুশির বৎসররূপে পরিচিত ছিল। অতঃপর মা আমেনার গর্ভাবস্থায় যেসব অলৌকিক ঘটনা তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, গায়েব থেকে যা শুনে ছিলেন এবং তাঁর জন্মের সময় বিশ্বময় যেসব ঘটনা ঘটিয়াছিল, যার বর্ণনা প্রাচীন সীরাত ও তাওয়াল্লুদ গ্রন্থগুলিতে বিবৃত আছে, তাহার সার-সংক্ষেপ তিনি উল্লেখ করেছেন। সীরাতে ইবনে হেশাম, যুরকানী, আবু নোআইম, ইবনে সাঈদ প্রমুখের গ্রন্থগুলির থেকে মুফতী সাহেব হুজুর উল্লেখ করেছেন।

হাবিবে ইলাহ ﷺ-এর জন্মের বিভিন্ন তারিখ সম্পর্কে বইটিতে আলোচনা হইয়াছে। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্ম অতীতের মহান নবীগণের দোয়া ও সুসংবাদের ফল, তাও আলোচিত হয়েছে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া, হযরত মূসা (আ)-এর খবর, হযরত দাউদ (আ)-এর প্রশংসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ ছিল সব ছিল আখেরী নবীর জন্য। এছাড়াও প্রিয়নবী যে সকল নবী ও রসূল (আ)-এর গুণে গুণান্বিত ছিলেন, সেইসব কথাও গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ)-এর ইজ্জত সম্মান, উচ্চ বুজর্গী ও বিনয় এবং আল্লাহর জন্য হিজরত, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য, হযরত দাউদ (আ)-এর সালতানাৎ, হুকুমত, বিজয় ও বীরপনা, হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর তাকওয়া পরহেযগারী ও আন্তরিকতা, হযরত মূসা (আ)-এর গাম্ভীর্য ও তেজস্বিতা, সালতানাৎ ও হুকুমত, হযরত ইউসুফ (আ)-এর অপূর্ব রূপ সৌন্দর্য, ক্ষমা ও দয়াগুণ, হযরত ইসহাক (আ)-এর আল্লাহতে আনুগত্য ও ধৈর্য, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ত্যাগী মনোভাব ও সত্যের আনুগত্য, হযরত আইয়ুব (আ)-এর সবর, হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর অপূর্ব আল্লাহ-নির্ভরতা, উত্তম ভাষণ-শক্তি সিরাজাম মুনীরা কিতাবে আলোচিত হয়েছে।

সিরাজাম মুনীরা কিতাব রচনায় হযরত বড় দাদাজান হুজুর (রহ.) তাঁর উর্দু ভাষার গভীর দক্ষতার ও পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক উর্দূ শের ও নাতে রাসূলের সংযোজন করেছেন। এই কিতাবে তিনি প্রাচীন আরবের শোচনীয় অবস্থা তুলে ধরেছেন। মাওলানা আলাতাফ হোসেন হালী (রহ.) এর বিভিন্ন শের এর মাধ্যমে। এছাড়াও তাঁর আব্বাজান মৌলভী হযরত সাইয়্যেদ হাকীম আব্দুল মান্নান (রহ.) রচিত নাত মিরাজ নামা (معراج نامہ), তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মীর আবদুদ দাইয়্যান (রহ.) এর রচিত একটি নাতে রাসূল ও রয়েছে। এছাড়ও তাঁর নিজ রচিত মহান আল্লাহর নাম সংবলিত একটি দুআও রয়েছে। কিতাবের শেষে মিলাদ ও কিয়ামে পড়ার জন্য তিনি ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খান বেরলভী (রহ.) আল কাদেরী (রহ.) কর্তৃক রচিত অনবদ্য কলাম مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام এবং তার একটি দুআ یا الٰہی ہر جگہ تیری عطاء کا ساتھ ہو রয়েছে। মূল কিতাবটি তিনি শেষ করেছেন মাহের আল কাদরী রচিত একটি নাতে রাসূলের মাধ্যমে।

উর্দু সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ করে নাতে রাসূল সমূহের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ দেখা যায় যেখানে নাত পেশকারী বিভিন্ন জায়গায় নিজ নাম যোগ বা নিজ পিতা-মাতার নাম যোগ করে মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করছেন। যেমন :

আসেরা হে আবদে মান্নান কো তেরা	آسرا ہے عَبدِ منّان کو ترا
আনতা রাব্বি আনতা হাসবি আয় খোদা	انت ربّیِ انت حسبی اے خدا

এছাড়া একটি স্থনে নিজ চাচা এবং নিজের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন এভাবে-

মীর সাইয়্যেদ কো মিলে বখতে সাঈদ	میرے سید کو ملے بخت سعید
বখশ দে মুফতী কো রাব্বুল আলামীন	بخش دے مفتی کو ربّ العالمین
আয তোফাইলে রহমাতাল লিল আলামীন	از طفیل رحمۃ للعالمین

এই সবকিছুই প্রমান করে যে, হুজুর হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হওয়ার পাশাপাশি এমন একজন ভাষাবিদ ছিলেন যার আরবী, উর্দু, ফার্সী সকল ভাষায় অসামান্য দখল ছিল।

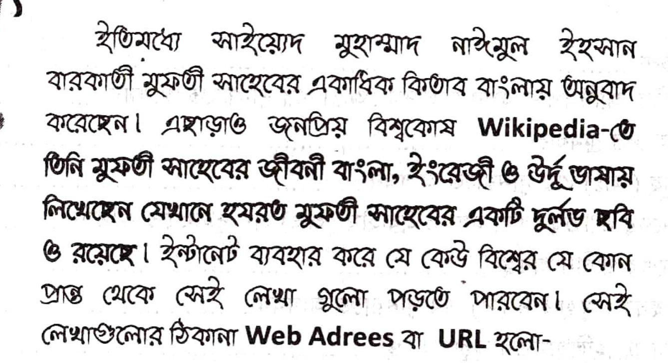
অতএব সার্বিক দিক বিবেচনায় সিরাজাম মুনীরা কিতাবটি যেমন মিলাদ ও কিয়ামের দলীল ভিত্তিক ছোট কিন্তু গুরুতপূর্ণ কিতাব তেমনি অসংখ্য নাতে রাসূল সংম্বলিত আশেকে রাসূলদেও জন্য একটি আদর্শ কিতাব। পাশাপাশি অত্যন্ত উচু ভাবের উর্দূ সাহিত্যের সমম্বয় ও ঘটেছে এই কিতাবে । কিতাবটি অনুবাদের সময় সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি মূল কিতাবের ভাবকে অক্ষুন্ন রাখার। পাঠক সমাজে আমার এই খেদমত গৃহীত হলেই আমার প্রয়াস সার্থক হবে।

-অনুবাদক



মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী

একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের উপর আমৃত্যু কায়েম থাকা এবং নিজের সর্বস্ব দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা। এরকমই এক জন দা'য়ী ইলাল্লাহ ছিলেন মুফতী আযম হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহঃ)। তিনি ইসলামের সবচেয়ে বড় খেদমত করেছেন কিতাব রচনার মাধ্যমে। তাঁর রচিত বিভিন্ন কিতাব অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ নতুন আঙ্গিকে ১৯৯০-৯১ এর দিকে শুরু করেন মুফতী সাহেবের মেজ ভাই হযরত সাইয়্যেদ নোমান বারকাতী (রহ.) এবং তার ছোট সাহেবজাদা মুফতী সাহেবের ভাতিজা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী এবং গড়ে তুলেন **মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী**। বর্তমানে এই সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, ফকীহ লেখক এবং হযরত মুফতী সাহেব হুজুর এর ভাগ্নে মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদী। পরিচালনায় আছেন মুফতী সাহেবের মেজ ভাই হযরত সাইয়্যেদ নোমান বারকাতীর পৌত্র সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী।


ইতিমধ্যে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী মুফতী সাহেবের একাধিক কিতাব বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও জনপ্রিয় বিশ্বকোষ **Wikipedia**-তে **তিনি মুফতী সাহেবের জীবনী বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় লিখেছেন যেখানে হযরত মুফতী সাহেবের একটি দুর্লভ ছবি ও রয়েছে**। ইন্টানেট ব্যবহার করে যে কেউ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে সেই লেখা গুলো পড়তে পারবেন। সেই লেখাগুলোর ঠিকানা **Web Adrees** বা **URL** হলো-

১) বাংলা ভাষায়

➲ http://bn.wikipedia.org/wiki/মুফতী_আমীমুল_ইহসান

২) ইংরেজী ভাষায়

➲ http://en.wikipedia.org/wiki/Mufti_Amimul_Ehasan

৩) উর্দু ভাষায়

➲ http://ur.wikipedia.org/wiki/مفتی_عمیم_الاحسان

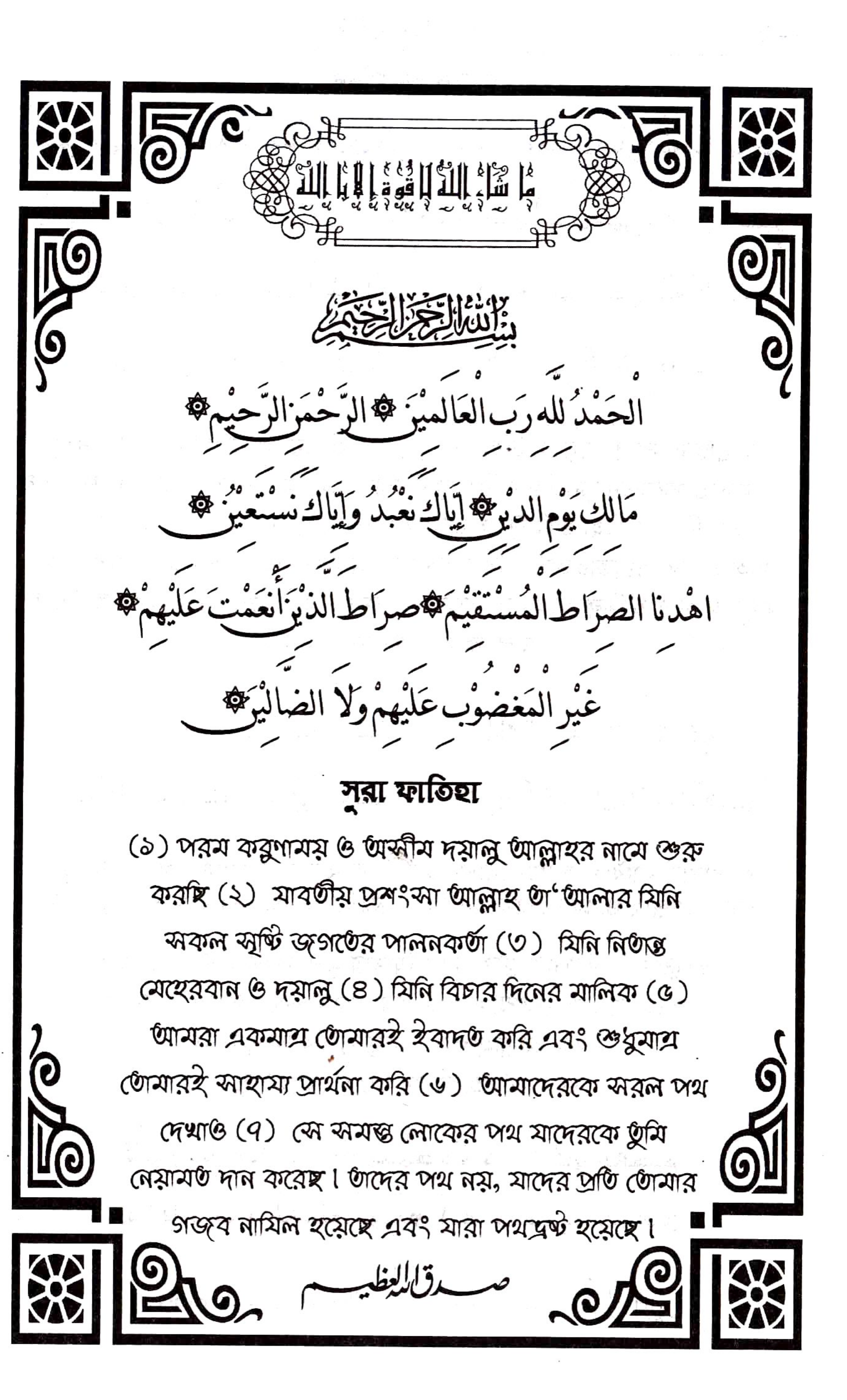
হযরত মুফতী সাহেবের উরস মোবারক ও ঈসালে সওয়াবের জন্য প্রতি বছর ১০ই শাওয়াল বাদ আসর তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে মুফতী-এ-আযমে ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ শরীফ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পূণ্যময় মাহফিলে আপনাদের সবাইকে শরীক থাকার আমন্ত্রণ থাকল।

-প্রকাশক

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪



দরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদাওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদাওঁ সালাতুন তুনাজ্জিনা বিহা মিন জামিয়্যিল আহওয়ালি ওয়াল আফাত ওয়া তাক্বজিলানা বিহা জামিইল হাজাত ওয়াতুতাহহিরুনা বিহা মিন জামিয়্যিস সাইয়্যিআত ওয়াতারফাউনা বিহা ইনদাকা আলাদ্দারাজাত ওয়াতুবাল্লিগুনা বিহা আক্বছাল গ্বায়াত মিন জামিয়্যিল খাইরাতি ফিল হায়াতি ওয়াবাদাল মামাতি ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির ।

زبانم قابل حمد خدا شد کہ بانام محمد آشنا شد
تعالی اللہ زہے عالم پناہے زمین و آسمان را قبلہ گاہے

জাবানাম কাবিলে হামদে খোদা শুদ কে বানামে মুহাম্মাদ আশে না শুদ
তায়া আল্লাহে জাহে আলম পানাহে জমীন ও আসমান রা কিবলা গাহে

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় আমার মুখ যোগ্যতা লাভ করেছে,
তাই তো হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর নামের সাথে পরিচিত হয়েছে।
মহান আল্লাহপাক সমস্ত সৃষ্টির আশ্রয়স্থল
জমিন ও আসমান তাঁরই কেন্দ্র বিন্দু।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ
وَاٰلِ اِحْسَانِ الْعَمِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ

সৃষ্টির সূচনা

পেহলে কুচ ভী না থা ইয়ে আরদ ও সামা پہلے کچھ بھی نہ تھا یہ ارض و سما
জালওয়া ফরমা থা বাস খোদা হী খোদা جلوہ فرما تھا بس خدا ہی خدا
থা ওহী এক লা শরীকা লাহু تھا وہی ایک لا شریک لہ
ওয়াদাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া وحدہ لا الہ الا ھو

ছিলনা কিছুই এখানে এই জমিন ও আসমান,
একমাত্র আল্লাহই ছিলেন বিরাজমান।
তিনি ছিলেন তিনিই এবং একক, যাবতীয় শরীকামুক্ত,
তাঁর ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

প্রথমে মহান আল্লাহপাক তাঁর এবং ও একক স্বত্তা নিয়েই বিরাজমান ছিলেন। এই আসমান, জল স্থল, মানব- দানব পশু পাখি, দুনিয়ার কোন কিছুই ছিল না। এই পবিত্র মহান সত্ত্বা নিজ কুদরতে দুনিয়া ও দুনিয়ার সব বস্তু সৃষ্টি করেন। আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী এই বিরাট জায়গায় তিনি এত প্রাণী ও প্রাণ ও নিস্প্রান এত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন যার প্রকৃত সংখ্যা মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যখন মানব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে মহান আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) কে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের মধ্যে আনেন এবং ভূপৃষ্ট এদের বংশ বৃদ্ধি করান, যা পরবর্তীতে হাজার হাজার গোত্রের/বংশের মধ্যে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতে লাগল।

খোদা নে হযরত আদম কো দুনিয়া কি খিলাফত দি خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی
জাঁহা মেঁ আপনা নায়েব করকে ভেজা ইয়ে সায়াদত দি جہاں میں اپنا نائب کر کے بھیجا یہ سعادت دی

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ:) কে দুনিয়ার খিলফত দান করেন
যেখানে তিনি তাকে স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করে এ সৌভাগ্য প্রদান করেন।

মানবজাতির আদি পিতা
হযরত আদম (আঃ) এর দুনিয়াতে আগমন

মহান আল্লাহ মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) নিজ খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে সৃষ্টি করেন এবং এই খিলাফতও চিরকালের জন্য তাদের আওলাদদের জন্য ন্যাস্ত করলেন। ফলে পৃথিবীর শাসনভার তাদের হাতে আসে। সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয় এবং পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুকে তাঁদের অনুগত করা হয় যাতে তারা এদের কাছ থেকে উপকৃত হয়। (এই সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য ছিল) সকলেই যেন তাদের স্রষ্ঠাকে মানে, তার শোকার গোজারী করে, তার ইবাদত বন্দেগী করে, তাঁর অনুগত হয়, তাঁর সাথে (আল্লাহর সাথে) কাউকে শরীক না করে এবং দুনিয়ার মধ্যে যাতে নিরাপদ ও শান্তিময় পরিবেশ কায়েম করেন, কিন্তু মানুষ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে নি, খিলাফতের হকসমূহের মূল্যায়ন করেনি। কিছু সময় পর তারা কুফর, গোমরাহী, ফ্যাসাদ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে দুনিয়াকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

زمیں پہ رفتہ رفتہ بڑھ چلی جب نسل انساں کی
জমিন পে রফতা রফতা বড চলি যব নসলে ইনসান কি

حسد کا چل گیا جادو بن آئی خوب شیطان کی
হাসাদ কা চল গিয়া যাদু বন আয়ি খুব শয়তান কি

بدی نے چار سو کچھ اس طر پھیلائی گمراہی
বদী নে চার ছো কুচ ইসতরাহ পেলায়ী গুমরাহী

کہ آئی قبضہ ابلیس میں انساں کی شاہی
কে আয়ী কবজায়ে ইবলিশ মেঁ ইনসান কি শাহী

পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে মানববংশ বিস্তার লাভ করেছে
হিংসার প্রচলন হয়েছে এবং শয়তানের কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিভ্রান্তি ও পাপাচার চতুর্দিকে এমনভাবে বিস্তার লাভ করল
যে মানুষের রাজত্বে শয়তানের কবজায় চলে আসল।

মহান আল্লাপাকের এটা চিরচিত নিয়ম যে যখন মানবজাতির মধ্যে কোন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ধর্মীয় ও পার্থিব নৈতিক ও আত্মিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়, তখন সেই মানবগোষ্ঠীকে উদ্ধার, পরিস্থিতি থেকে পরিত্রান লাভ এবং তাদেরকে সৎপথের হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী রাসূলদের প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ও উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মানুষকে তারা মহান আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদের শিক্ষা দিবেন, আল্লাহর কথা বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে

দিবেন এবং জানিয়ে দিবেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিকট কি চান, কি কি কথার হুকুম দেন এবং কি কি কাজ তিনি অপছন্দ করেন। যারা নবীদের কথা মেনে নেবে, মহান আল্লাহপাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যারা নবীদের কথা মানবে না তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হোন। অনেক জাতি নিজ নিজ নবী রাসূলদের অনুসরণ করে সাফল্যে ও উন্নতির চূড়ায় আরোহন করেছে, এবং নিজেদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছে। আবার অনেক জাতি নিজ নিজ নবী রাসূলদের নাফরমানী করে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

নবী রাসূলদের ক্রমধারা

এই দুনিয়াতে অসংখ্য নবী রাসূল আগমন করেছেন। যেমন হযরত আদম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইদ্রীস (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত শোয়াইব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) সহ অন্যান্য নবী আলাইহিস সালাম প্রমুখগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হন। নবুওয়াতের এই পবিত্র ধারা সম্পন্ন ও পূর্ণতা দান করার জন্য মহান আল্লাহপাক বিশ্বজগত সৃষ্টির মূল, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিয়িল মুজনাবীন, সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা ওয়া মালজানা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ কে নির্বাচিত করেন। এবং সমস্ত মানবজাতির হিদায়াতের জন্য তাকে আখেরী নবী হিসেবে প্রেরণ করেন।

محمد مرکز خیر دو عالم مخزن خوبی
মুহাম্মদ মরকযে খায়রে দো আলম মাখযানে খুবি

ہمہ اخلاق اور احسان ہمہ حسن محبوبی
হামা আখলাক আউর ইহছান হামা হুসন আউর মাহবুবি

وہو ما مور من اللہ مذہب اسلام کے ہادی
ওয়াই মামুর মিনাল্লাহে মাযহাবে ইসলামকে হাদী

دلانے آئے تھے بندوں کو غیر اللہ سے آزادی
দেলানে আয়ে থে বান্দোকা গায়রুল্লাহছে আযাদী

محمد نے دیا انساں کو جوہر حق نیوشی کا
মুহাম্মাদ নে দিয়া ইনসান কো জো হার হক নিউশি কা

کہ شب ٹھٹھری ہوئی تھی مہر چمکا گرمجوشی کا
কে শব ঠটরী হোয়ী থী মেহের চমকা গরমজোশীকা

দেমাগ ও ফিকরকো ইলম ও আমলকো জিন্দেগী বখশী — دماغ و فکر کو علم و عمل کو زندگی بخشی

খেয়াল ও রূহ জান ও জিসিমকো পাকিজেগী বখশী। — خیال و روح جان و جسم کو پاکیزگی بخشی

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
উভয় জগতের ও কল্যাণের কেন্দ্র।
তিনি সমস্ত চরিত্রাবলী (আখলাক), সৌন্দর্য্য বদান্যতা ও প্রেম-ভালবাসার খনি।
তিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও নির্দেশিত, ইসলাম ধর্মের পথ প্রদর্শক।
তিনি বান্দাদেরকে গায়রুল্লাহ থেকে মুক্তি দানের জন্য এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন।
হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতিকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন।
অন্ধকার রজনী পরিণত হয়েছে পূর্ণিমা স্নাত কর্মতৎপরতার রজনীতে।
মেধা ও মননশীলতায় জ্ঞান ও কাজে প্রাণসঞ্চার করেছে।
ভাবনা ও আত্মায় দেহ ও মনে পবিত্রতা এনে দিয়েছে।

رَبِّ سَلِّم عَلٰى رَسُوْلِ الله   مرحبا مرحبا رسول الله

হযরত নূহ (আঃ) এর দুনিয়াতে আগমন

হযরত আদম (আঃ) এর আওলাদদের মধ্যে একজন বিখ্যাত নবী ছিলেন হযরত নূহ (আঃ)। যখন মানবজাতির মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটল, মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটল তখন তাদের হিদায়াতের জন্য আবির্ভূত হন হযরত সাইয়েদুনা নূহ (আঃ)। তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর ধরে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেন। তাদের হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য প্রানান্ত চেষ্টা করেন কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া যখন সকল লোক সহজ সরল পথে চলেনি তখন মহান আল্লাহর আযাবে এলাহী তুফান (মহাপ্লাবন) বন্যা আগমন করে এবং হযরত নূহ (আঃ) এর অবাধ্য সম্প্রদায়ের সকল লোকদেরকে চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। এবার হযরত নূহ (আঃ) এর আওলাদ ও বংশধর পৃথিবীর বুকে বিস্তার লাভ করে[১]।

মুসলমানদের জাতির পিতা
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দুনিয়াতে আগমন

হযরত নূহ (আঃ) এর বংশধরদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম পয়গাম্বর হন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইরাক (প্রাচীন অঞ্চল) এ জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তিনি প্রতিপালিত হন। সেই বাবলে অর্থ্যাৎ ইরাকে মূতিপূজার ব্যাপক প্রচল ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই মূর্তিপূজার বিরোধীতা করেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও তাওহীদের পথ দেখান এর ফলে সমগ্র জাতি তার শত্রুরূপে পরিণত হল। সেখানের বাদশাহ নমরুদ তাঁকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করল। কিন্তু মহান আল্লাহপাকের হুকুমে আগুন সাইয়েদুনা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্য নিরাপদ শীতলে পরিণত হয়। তারপরও শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, এমনকি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের কারণে বাধ্য হয়ে তিনি সিরিয়ার দিকে হিজরত করেন। তার দুই স্ত্রী ছিলেন[২]। হযরত সারা যার ঘরে হযরত ইসহাক (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন এবং হযরত হাজেরা (আঃ) যার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। হযরত ইসহাক (আঃ) সিরিয়ার বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁর আওলাদ ও বংশধরেরা সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরকে বনী ইসরাঈল[৩] বলা হয়। তাদের মধ্য থেকে শত শত নবী রাসূলদের আগমণ ঘটেছে। হযরত ইসমাঈল এবং তাঁর মাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আরবের এলাকা হিজাজের ভুখণ্ডে আবাদ করেন। তাঁর বংশধরদের বনী ইসমাইল বলে অভিহিত করা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) পিতা-পুত্র এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব, সেখানে (হিজাজে) শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য গৃহ নির্মাণ করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম আল্লাহর ঘর ছিল। এটিই পবিত্র কা'বাগৃহ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। এ শহরের নামকরণ করা হয় মক্কা। পিতা-পুত্র এই দুই মনীষী বায়তুল্লাহ নির্মাণের সময় এভাবে দোয়া করেছেন-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - رَبَّنَا

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ -(سورة البقرة :١١٩-١٢٧)

অর্থ :হে পরওয়ারদেগার, আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। হে পরওয়ারদেগার, আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। হে পরওয়ারদেগার, তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ কর- যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন, নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা।

(সূরা বাকারা : ১২৭-১২৯)

আরবদেশের প্রাচীন অবস্থা

আরবদেশে পানির প্রচণ্ড অভাব। মহান আল্লাহপাক নিজ অসীম কুদরাতের মাধ্যমে সেখানে যমযম কূপ প্রদান করেন। সে সময় বনু কাহতান গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ইয়ামেন ঘোরে ফেরে সেখানে পৌছান। পানি দেখে তারা সেখানে থেকে যান। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর জননী হযরত সাইয়্যেদা হাজেরা এর অনুমতিক্রমে তারা মক্কায় বসতি স্থাপন করেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বিয়েও সেই গোত্রের লোকদের মধ্যে হয়। পরবর্তীতে বনী ইসমাঈল পর্যায়ক্রমে বংশবৃদ্ধি করে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সকল গোত্র সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত, মর্যাদাবান ও অভিজাত বংশ ছিল কুরাইশ। গোত্রটি বিশেষ করে মক্কায় আবাদ হয়। পবিত্র কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষন ও হিফাজতের কারণে আরবের অন্যান্য সকল লোকেরা এই গোত্রকে (কুরাইশ) খুবই সম্মান ও ইজ্জতের দৃষ্টিতে দেখতেন। এই গোত্রের অধিকাংশ লোক ব্যবসা পেশায় জড়িত ছিল্ কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রসমূহের মধ্যে কয়েকটি বড় বড় পরিবার ছিল। এই পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবার ছিল বনু হাশিম। বনু হাশিমের পরিবারের সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ সর্দার হাশিম মক্কা থেকে ৩৭০ মাইল দুরবর্তী ইয়াসরিব (বর্তমান মদীনা) শহরের বনু গাতফান খান্দানের মধ্যে বিয়ে

করেন। তাঁর থেকে যে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাঁর নাম রাখা হয় শায়বা। কিন্তু তিনিই পরবর্তীতে আব্দুল মুত্তালিব নামে অধিক পরিচিতি লাভ করেন।

সর্দার আব্দুল মুত্তালিব বড় হয়ে ব্যপক সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন পবিত্র কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) হন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময়কার যমযম কুপটির পাড় যেটি হারিয়ে গিয়েছিল সেটা আব্দুল মুত্তালিব সংস্করণ করেন।

সর্দার আব্দুল মুত্তালিব এর সময় আসহাবে ফীলের (হস্তীওয়ালাদের) ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাকালে ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা তার হস্তীবাহিনী নিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের উপর আক্রমণ করে যাতে তিনি সেটা নির্মূল করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহপাক সেই আক্রমণকারীদেরকে আবাবীল নাম ক্ষুদ্র ছোট পাখীর ঠোঁট দ্বারা নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বারা হামলা করেন এবং তারা শোচনীয়ভাবে অপরাজিত হয়।

সর্দার আব্দুল মুত্তালিবের দশজন নওজোয়ান পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে পিতার সবচেয়ে প্রিয়জন ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ। সকল ভাইগণ তাকে অধিক মুহাব্বাত করতেন। তিনি উত্তম আদব ও আখলাকের জন্য সবার নিকট প্রিয় ছিলেন। সতের বছর বয়সে বনু জোহরা নামক কুরাইশের সম্ভ্রান্ত বংশে পবিত্র মহিলা হযরত বিবি আয়েশার সাথে তার শাদী মোবারক অনুষ্ঠিতি হয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিয়ের দুই মাস পর পিতার থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গমন করেন। সিরিয়া থেকে ফিরতি পথে অসুস্থ অবস্থায় মদীনায় তার মায়ের গৃহে অবতরণ করেন এবং সেখানেই তার ওফাত হয়। মৃত্যুর সময় তিনি একটি দাসী উম্মে আয়মান, পাঁচটি উট, বারোটি ভেড়া রেখে যান।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুনিয়াতে আগমন

হযরত আব্দুল্লাহ এর ইন্তেকালের সাত মাস পর সৌভাগ্যের নতুন সকাল উদিত হয়। মাতলায়ে আনওয়ারে কদম সাইয়্যেদ বনী আদম, নবীয়ে উম্মী, রাসূলে আরাবী, রুহী জাদ্দী ওয়া আবী ওয়া উম্মী ফিদায়া (আমার জান- প্রাণ, আমার মা বাবা, আমার পূর্ব পুরুষ আপনার জন্য নিবেদিত) সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা ওয়া মালযানা ওয়া মালজানা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে আব্দুল্লাহ, নুরুন মিন নুরিল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন।

সালাম আয় আমেনা কে লাল মাহবুব সোবহানী	سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی
সালাম আয় ফখরে মওজুদাতে ফখরে নুয়ে ইনসানী	سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی
সালাম আয় নুরে রহমানী সালাম আয় নুরে ইয়াজদানী	سلام اے نور رحمانی سلام اے نور یزدانی
তেরা নকশ কদম হ্যায় জিন্দেগী কি লওহে পেশানী	ترا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی

হে আমেনার দুলাল,আল্লাহ পাকের মাহবুব! আপনার উপর সালাম অবতীর্ণ হোক।
হে বিশ্বজগতের, সমগ্র মানবজাতির গৌরব আপনার উপর সালাম হোক।
হে দয়ালু আল্লাহর নুর। হে খোদার জ্যোতি!
আপনার উপর সালাম অবতীর্ণ হোক।
তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ জীবনের ভাগৌন্নয়েনের চাবিকাটি।

رب سلم علی رسول الله   مرحبا مرحبا رسول الله

আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতের করুণ অবস্থা

আন্ধীরা ছা ছুকা থা কুফরা কা দুনিয়া রহতি পর	اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیا ہتی پر
জবর দস্তী তাসল্লুত পা ছুকী থী জেরেদস্তী পর	ز بردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر

পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকাবস্থায় কুফরীর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল
দুর্বলের উপর সবলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর পূণ্যময় আবির্ভাবের সময় পৃথিবী অতীব ধ্বংসময় সময় পার করছিল। হযরত ঈসা (আঃ) এর (বিদায় গ্রহনের) পাঁচশত বছরেরও অধিক সময় পার হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র বিশ্বব্যাপী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কোন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী সত্যবাদী (হেদায়াতকারীর) পথে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। পৃথিবীর সর্বত্রই তাওহীদের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল।

রোম, পারস্য, এথেন্স, মিশর ভারতবর্ষের সর্বত্রই চন্দ্র-সূর্য, বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র, প্রকৃতি ও দেব-দেবতার পূজার প্রচলন ছিল্ এ সবের অনেকই আবার অসহায় মানুষকে বলি দেয়া হত। বৌদ্ধধর্মালম্বীরা, হিন্দু যোগীদের মত ধ্যান ও সন্নাসী থেকে কর্মহীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের কাছে খোদার ধারণা ভুলে গিয়ে স্বয়ং বৌদ্ধের পূজা করতে লাগল। ইরানের লোকেরা অগ্নিপূজায় লিপ্ত ছিল। তারা ইয়াজদান (ভাল কাজের খোদা) ও আহার রোমান (মন্দ কাজের খোদা) দু'টি পৃথক খোদার প্রবক্তা ছিল। তারা সর্বোচ্চ কলুষতা ও মলিনতায় নিয়োজিত ছিল। ইয়াহুদীগণ (বনী ইসরাঈল) এমন এক জাতি যাদেরকে আল্লাহপাক এক সময়ে সামাজ্র, রাজত্ব, শাসন ক্ষমতা, নবুওয়াত ও রিসালাত প্রত্যেক প্রকারে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী বরকত দ্বারা সমৃক্ত করেছিলেন।

হযরত ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) পর্যন্ত তাদের বংশে সহস্রাধিক নবী আগমন করেন। তাওরাতের মত পবিত্র ধর্মগ্রন্থের তারা অধিকারী হন। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের অবস্থা এই ছিল যে, তাদের অন্তর থেকে তাওহীদ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর ইবাদত থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছিল। তাদের ধারণাসমূহ ছিল ভ্রান্ত, আকাঈদ ও বিশ্বাস সমূহ বাতিল ও বিভ্রান্তিমূলক, কর্মকাণ্ড সমূহ ঘৃনিত ও লজ্জাজনক, স্বভাব ও চরিত্র ছিল নাপাক ও অপবিত্র। তাদের মধ্য থেকে একটি দল হযরত উযায়ের (আঃ) কে খোদার পুত্র মনে করত (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি, বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তন, সত্য গোপন, সুদী নিজাম অন্যায়প্রীতি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) এর বিশ্বাসী খৃস্টানগণ নিজ যুগে হযরত ঈসা (আঃ) কে খোদার পুত্র এমনকি খোদা বলে মনে করল। এক খোদার পরিবর্তে তারা তিন খোদার উদ্ভাবকরূপে পরিণত হয়। সন্ন্যাসী ও বৈরাগী জীবন যাপন তাদের ধর্মের মূল ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। সে যুগে দুনিয়ার নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা খুবই করুন ছিল। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নিম্নস্তরের মানুষদের সাথে পশুর চেয়েও জঘন্য আচরণ করা হত। সে সময়ে দুনিয়াবী রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ইতিহাসে এই যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত (অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ) বলা হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই অশান্তি ও গৃহযুদ্ধ বিস্তার করেছিল।

সুতরাং মূল কথা হল এই যে তৎকালীন ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া যতটুকু ঐতিহাসিক বর্ণনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এর মাধ্যমে এটিই পরিস্কার হয় যে, দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি অংশ শিরক কুফর অজ্ঞতা-মূর্খতা, অশান্তি ও অরাজকতার অতুল সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। বিশেষ করে জাজিরাতুল আরাব (আরব উপদ্বীপ

সমূহ) যা পৃথিবীর একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, সেখানে অসংখ্য বনী ইসমাঈল আবাদ ছিল, যাদের উচিত ছিল দ্বীনে ইব্রাহীম (আল্লাহর একত্ববাদ) এর প্রতিষ্ঠিত থাকার কিন্তু বড়ই আফসোস এর বিষয় সেটাই গুমরাহী, মূর্খতা, ফিতনা-ফ্যাসাদ এবং সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতের করুণ অবস্থার কাব্যিক বর্ণনা

চলন যেতনে উনকা থা সাব ওয়াহশিয়ানা	چلن جتنے ان کے تھے سب وحشیانہ
হর এক লুট আউর মার মেঁ থা ইয়াগানা	ہر اک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ
ফ্যাসাদুঁ মেঁ কটতা থা উন কা যামানা	فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ
না তা কোইয়ী কানুন কা তাজিয়ানা	نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ
ওয়ে তে কাতল ও গারত মেঁ আযাদ আয়ছে	وہ تھے قتل وغارت میں چالاک ایسے
দারিন্দে হোঁ জাঙ্গল মেঁ আযাদ যায়ছে	درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے
কহেঁ আগ পুজতি থী ওয়াঁ বেমহাবা	کہیں آگ پوجتی تھی واں بے محابا
কহেঁ থা কাওয়াকেব পুরস্তী কা চর্চা	کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا
বহুত ছে থে তাছলীল পর দিল ছে শায়দা	بہت سے تھے تثلیث پر دل سے شیدا
বুঁতু কা আমল ছু বছু সাবজা থা	بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا
কিরিশমুঁ কা রাহেব কে থা সায়দ কুওয়ী	کرشموں کا راہب کے تھا صید کوئی
তিলছেমুঁ মেঁ কাহেন কে থা কায়দ কুওয়ী	طلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی
জুয়া উনকি দিনরাত কি দিল্লগী থী	جوا انکی دن رات کی دل لگی تھی
শরাব উনকি ঘাট্টি মেঁ গোয়াঁ পড়ি থী	شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی

তায়ায়ুশ তা, গাফলত থী, দীওয়ানগী থী	تعیش تھا غفلت تھی، دیوانگی تھی
গারজ হর তারাহ উন কি হালত বুরী থী	غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی
বহুত ইসতারাহ উনকো গুজরী থী সদিয়া	بہت اس طرح ان کو گزری تھیں صدیاں
কে ছায়ী হোয়ী নেকীইউঁ পরথী বদিয়াঁ	کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں

আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতের করুণ অবস্থার কাব্যিক বর্ণনা

মাওলানা আলতাফ হোসেন হালী (রহ.)

চালচলন তাদের ছিল সবকিছুই অসভ্য ও বর্বর,
প্রত্যেকেই জড়িত ছিল লুটপাট ও সংঘর্ষে।
যুগটি ছিল তাদের সন্ত্রাস ও ফ্যাসাদের মধ্যে,
ছিল না আইনের কোন বিধি বিধান।
হত্যা ও লুটতরাজে তারা এমন স্বাধীন ছিল,
যেন -জঙ্গলে হিংস্র প্রাণীগণ যেরূপ স্বাধীন।
কেউ ছিল আগুন পূজায় নির্দ্বিধায় লিপ্ত ছিল,
অপর কেউ নক্ষত্র পূজায় চর্চা লিপ্ত।
অনেকে ছিল ত্রিইশ্বরবাদের ভক্ত,
অনেকে ছিল মূর্তিপূজায় ব্যস্ত।
কেউ ছিল পাদ্রীদের ধুম্রজালের শিকার,
আর কেউ ছিল জ্যোতিষীদের মায়াযাদুতে বন্দী।
জুয়াখেলা ছিল তাদের দিবারাত্রির প্রিয় কাজ,
তাদের থলিতে থাকত সর্বদা মদের আনাজ।
অবস্থা ছিল তাদের বিলাসিতা, অমনোযোগিতা ও উন্মাদনায় পূর্ণ,
চতুর্দিকে থেকে ছিল তাদের শোচনীয় দশা।
শত সহস্র বছর তারা অতিবাহিত করেছিল এভাবে,
যে, নেকীর উপর পাপাচার ছেয়ে গিয়েছিল।

আসলে দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুমরাহী এবং মানুষের ব্যাপক ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক ধ্বংস ও ভগ্নদশার সময় আবশ্যক ছিল যে, বিপথগামী

বান্দাদেরকে হেদায়াতের সরল পথ দেখানোর জন্য এক নবী যিনি বিশ্বের সমগ্র জাতির পথপ্রদর্শক, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবের আগমণ করে মানবজাতিকে সংশোধন করেন। তাদেরকে মানবতা ও আল্লাহর ইবাদতের শিক্ষা দান করে বিশেষ করে আরবের অবস্থা এর জন্য অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল যে নবুওয়াতের সূর্য আরবের আঁকাশে উদিত হয়ে প্রথম আরব ভূখন্ড এরপর সারা বিশ্বকে আলোময় করে তুলে।

رب سلم علی رسول اللہ   مرحبا مرحبا رسول اللہ

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রহমতের ছায়া

ইয়াকায়ক হুয়ী গায়রতে হক কো হরকত — یکایک ہوئی غیرتِ حق کو حرکت

বড়া জানেব বু কুবাইছ আবরে রহমত — بڑھا جانبِ بو قبیس ابرِ رحمت

আদা খাকে বুতহানে কি ওয়ে ওয়াদীয়াত — ادا خاکِ بطحا نے کی وہ ودیعت

চলে আথে থে জিস কি দেতে শাহাদাত — چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت

হোয়ে পহলুয়ে আমেনা ছে হোওয়াদা — ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا

দোয়ায়ে খলীল আউর নবীদে মসীহা — دعائے خلیل اور نویدِ مسیحا

ওয়ে নবীয়্যুঁ মেঁ রহমত লকব পানেওয়ালা — وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا

মুরাদে গরীবুঁ কি বর লানেওয়ালা — مرادیں غریبوں کی بر لانے والا

মুসীবত মেঁ গায়রাঁ কে কাম আনেওয়ালা — مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا

ওয়ে আপনে পারায়ে কা গাম খানেওয়ালা — وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا

ফাকীরুঁ কা মালজা যয়ীফুঁ কা মাওয়া — فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماویٰ

ইয়াতিমুঁ কা ওয়ালী গোলামুঁ কা মাওলা — یتیموں کا والی غلاموں کا مولیٰ

ওয়ে বিজলী কা কড়কা থা ইয়া সওতে হাদী — وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی

আরব কি জমিন জিসনে সারি হেলা দি — عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

নয়ী এক লগন সব কে দিল মেঁ লগা দি — نئی اک لگن دل میں سب کے لگادی

এক আওয়াজ মেঁ সোতী বাস্তী জগা দি — اک آواز میں سوتی بستی جگادی

পড়া হর তরফ গুল ইয়ে পয়গাম হক ছে — پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے

কে গুঞ্জ উঠে দাশতে ও জবল নামে হক ছে — کہ گونج اٹھے دشت و جبل نامِ حق سے

আচমকাই আল্লাহর করুণার জাগরণ ঘটল,

আবু কোবাইস পাহাড়ের দিকে রহমতের মেঘ ভাসল।

এমন একটি আমানত গচ্ছিত ছিল মক্কার জমিনে,

যার সাক্ষ্য যুগে যুগে দিয়ে আসছিল।

আমেনার গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হন তিনি,

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া হযরত ঈসা (আঃ) এর সুসংবাদ তিনি।

তিনি নবীগণের মধ্যে রহমতের আধার খেতাব প্রাপ্ত,

গরীবদের উদ্দেশ্য পূরণকারী।

তিনি সংকটঘন মুহূর্তে অন্যদের সাহায্যকারী,

তিনি অপরিচিতদেরও সহমর্মী।

গরীবদের সহায় তিনি, দুর্বলদের আশ্রয়স্থল,

ইয়াতীমদের অভিভাবক, গোলামদের মাওলা মুনীব।

তিনি ছিলেন বিদ্যুতের বজ্রধ্বনির ন্যায় কিংবা হিদায়তকারীর আওয়াজ,

যিনি সমগ্র আরবের জমিনকে আন্দোলিত করে তুলেন।

নতুন এক ভালবাসার সম্পর্ক জুড়লেন সবার মনে,

এক আওয়াজে ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করে তোলেন।

ধ্বনিত হল চতুর্দিক থেকে এটাই আল্লাহর বাণী,

পাহাড় পর্বত ও আল্লাহর নামে প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

رب سلم علی رسول اللہ   مرحبا مرحبا رسول اللہ



نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم



حضرت مولانا سید شاہ عبد الدیان صاحب قبلہ مسر سید مذدی برکتی

بیان ہو کس زبان سے وصف اس محبوب داور کا	বয়ান হো কিস যবান ছে ওয়াছফ ইছ মাহবুব দাওর কা
وجو و قدس جس کا نور تھا خلّاق اکبر کا	উজুদে কুদস জিস কা নুর থা খাল্লাকে আকবর কা
گواہی دیتے تھے رنگ و شجر جس گل کے آمد کی	গাওয়াহী দেতে থে রঙ্গ ও শাজার জিসগুল কে আমদ কি
شمیم راہ دیتی تھی پتہ رفتار سرور کا	শমীমে রাহ দেতি থী পাক্তা রফতারে সরওয়ার কা
ہلال ناخن حضرت مقابل اپنے جب دیکھا	হিলালে নাখুনে হযরত মুকাবিল আপনে যর দেখা
خجل ہو کر ہوا دو ٹکڑے دل ماہ منوّر کا	খাজল হোকর হোয়া দু টুকড়ে দিল মাহে মুনাওয়ার কা
نہ تھا سایہ قد ذیبائے سلطان دو عالم کا	না তা ছায়া কদে জিবায়ে সোলতানে দু'আলমকা
پسینہ مشک سے بڑ کر تھا خوشبو جسم اطہر کا	পসিনা মুশক ছে বড় কর থা খুশবু জিসমে আতহার কা
فرشتے جبہ سائی کرتے تھے چوکھٹ پہ آآ کر	ফেরেশতা জুব্বা ছায়ী করতে থে চৌকট পে আ আকর
کہ جلوہ شاید آجائے نظر اس روئے انور کا	কে জলওয়া শায়েদ আজায়ে নজর উস রুওয়ে আনওয়ার কা
ملائک فرش سے تا عرش ہو جاتے ہیں صف آرا	মালায়েক ফরশ ছে তা আরশ হো জাতে হেঁ সফআরা
بیان ہوتا ہے جس جا عصف کچھ ذلف عمبر کا	বয়ান হোতা হে জিস জা ওয়াছফ কুচ জুলফে আম্বর কা
کہاہیں حضرت عشاق آئیں سر کے بل چل کر	কাঁহা হেঁ হযরত উশশাক আঁয়ে সর কে বার্ল চালকর
کہ ہوتا ہے یہاں کچھ تذکرہ محبوب داور کا	কে হোতা হে ইয়াহাঁ কুচ তাযকেরা মাহবুবে দাওয়ার কা
نقیبان شہنشاہ جہاں کہتے ہیں مت گھبرا	নকীবানে শাহিনশাহ জাঁহা কহতে হেঁ মত ঘাবড়া
صلہ مل جائے گا سید تجھے نعت پیغمبر کا	ছেলা মিল জায়েগা সাইয়্যেদ তুজে নাতে পয়গম্বর কা

নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ আব্দুদ দাইয়্যান সাহেব কিবলা
মীর সাইয়্যেদ মুজাদ্দেদী বারাকাতী

কোন ভাষায় বর্ণনা করব এ মাহবুবে খোদার মাহাত্ম্য ও গুণ,
যার পবিত্র সত্ত্বার অস্তিত্বই ছিল সুমহান স্রষ্টা আল্লাহ পাকের নূরের জ্যোতি।
সাক্ষ্য দিচ্ছিল পাথর ও বৃক্ষ যে ফুলের আগমনের,
সেই পদযাত্রার সুবাস সন্ধান দিচ্ছিল সরওয়ারে দু'আলম এর গতির।
আকাশের নতুন চাঁদের প্রতিবিম্ব যখন দেখেন নিজ হস্তের নখদর্পণে অবলোকন করলেন,
লজ্জাবনত হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূ-তলে পড়ে গেল আলোকোজ্জ্বল চাঁদ ।
ছিল না কোন ছায়া দু'জাহানের বাদশাহর , সরকারে রিসালতের ,
তাঁর পবিত্র দেহের ঘাম মুবারক মুশক ও আম্বরের চেয়েও অধিক সৌরভময়।
ফেরেশতাগণ তাঁর দরবারে এসে আয়নায় তাদের ছায়া প্রতিবিম্বিত করেন,
আশায় থাকতেন যে, তাঁর নূরানী চেহরায়ে মুবারকের দীপ্তিময় আকৃতি দেখতে।
জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ফেরেশতারাজি সারিবদ্ধ হয়ে দাড়াঁয়,
সেখানে যেখানে তাঁর শান ও মাহাত্ম্যের মাহফিল হয় ।
কোথায় আশেকীনদের দল? তাযীম ও আদবের সাথে চলে আস,
এখানে মাহবুবে খোদার আলোচনা করা হচ্ছে।
বাদশাহর মন্ত্রীগণ বলেন— ভয় কর না,
নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বনবীর নাত পেশ করার প্রতিদান লাভ করবে সাইয়্যেদ
(সাইয়্যেদ আবদুদ দাইয়্যান)

ربِّ سلم علی رسول اللہ   مرحبا مرحبا رسول اللہ

খাদের দামদ আজ শবম বেহঁই তীরা শবি
خادر دمد از شبم باین تیرہ شبی

কাওসার চাকাদ আজ লবম বেএঁই তৃষ্ণা লবি
کوشر چکد از لبم باین تشنہ لبی

আয় দোস্ত আদব কেঁ দর সীনায়ে মা আস্ত
اے دوست ادب کے در سینہ ماست

শাহিনশায়ে কাওনাইন রাসূলে আরবী
شاہنشہ کونین رسول عربی

বেসদ আন্দাজ রেয়নায়ে বেগায়ত শানে জিবায়ী
بصد انداز رعنائے بغایت شان زبیائی

আমিন বন কর আমানত আমেনা কে গুদমেঁ পায়ী
امین بن کر امانت اٰمنہ کے گود میں پائی

বাহার ছু নুগমায়ে সাল্লে আলা গোঞ্জা ফাযাউঁ মেঁ
بہر سو نغمہ صل علی گونجا فضاؤں میں

খুশীনে জিন্দিগী কি রূহ দৌড়া দি ফাযাউঁ মেঁ
خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی فضاؤں میں

মোবারক হো খতমুল মুরসালীন তাশরিফ লে আয়ে
مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے

জনাবে রহমতুললিল আলামীন তাশরিফ লে আয়ে
جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے

অন্ধকার এ রজনী থেকে রঙিন হয়েছে নিকষ কালো মেঘমালা থেকে
তৃষ্ণা মিটেছে আমার এ কাউসার আস্বাদন করে ।
ওহে প্রিয় বন্ধু! আমাদের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্যবোধ রয়েছে,
তা শুধু উভয় জগতের সম্রাট আরবীয় রাসূলের জন্য।
শত ভাগ সৌন্দর্য নিশ্চিত করে, চূড়ান্ত লালিত্য পূর্ণ করে,
"আমিন" (বিশ্বস্ত) রূপে আমানত হয়ে আমেনার ক্রোড়ে আগমন করেন।
সকল দিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে "সাল্লে আলা"র মধুর সুর,
জীবনের সকল দিকে আনন্দ দিগন্তের নব প্রাণ সঞ্চার করেছে।
আগমন শুভ হোক, সর্বশেষ রাসূলের আগমন করেছেন,
রহমতুললিল আলামীন পদার্পণ করেছেন।

رب سلم علی رسول الله   مرحبا مرحبا رسول الله

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বত্তোম বংশধারা

খ্রীষ্ঠীয় ৬ষ্ট শতাব্দীর চির সংকটময় মুহূর্ত ছিল যখন পরম করুণাময় মহান আল্লাহপাক তাঁর রহমতের সাগর উন্মুক্ত করলেন । তাঁর আদি ও অসীম দয়া ও করুণার দাবী যে মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্য হিদায়াতের নুর আবারো প্রজ্বলিত হবে, উঠবে রিসালাতের সূর্য । সুমহান সংস্কারক, সারা দুনিয়ার পথ প্রদর্শক, সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী এবং প্রদীপ্ত নুর পৃথিবীতে আগমন করেন[৪] । যেমন এ নূরে মুহাম্মদী যার শান أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِى ছিল ।[৫] (আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন) এবং যিনি আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) হতে বারবার পাক ঔরসে এবং পুত পবিত্র গর্ভে ধারাবাহিক স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসছিলেন ।[৬] এবং মক্কার অভিমুখে এগিয়ে আসেন এবং পৃথিবীর অভিজাত ও শরাফতের অধিকারী কুরাইশ খান্দানের[৭] বনু হাশিম গোত্রের সর্দার আবদুল মুত্তালিবের প্রিয় পুত্র আবদুল্লাহ নামক (আল্লাহর বান্দা) এর গৃহ আলোকিত হয় ।

رب سلم علی رسول الله   مرحبا مرحبا رسول الله

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী

যেভাবে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব সুবহে সাদিকের আলো এবং অতঃপর শাফাক রক্তিম দুনিয়াকে সূর্য্যোদয়ের সুসংবাদ দেয় অনুরূপভাবে যখন নবুওয়াতের সূর্য্যোদয় হলো তখন পৃথিবীর আনাচ-কানাচ থেকে অসংখ্য অসাধারণ অস্বাভাবিক অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়ে ।[৮] এ সকল ঘটনাবলী তাঁর শুভ আবির্ভাবের সংকেত দেয় । মুহাদ্দিসগদের পরিভাষয়া এ সব ঘটনাগুলিকে 'ইরহাচ' বলা হয় এবং নবুওয়াতের ঘোষণার পর এ অসাধারণ স্বাভাবিক ঘটনাবলীকে 'মুজিযা' নামে অভিহিত করা হয় ।

নির্ভরযোগ্য হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে যে,[৯] মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ- এর শুভ বিলাদাতের বৎসর বিশেস করে ঐ রাত্রে অসংখ্য বিস্ময়কর ও অসাধারণ অস্বাভাবিক ঘটনাবলী, অগণিত আনোয়ার

ও বরকত সমুদয় এবং পৃথিবীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটনাবলী প্রতিভাত হয়।

কুরাইশগণ কয়েক বৎসর হতে কঠিন দূর্দিন, দূর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির মধ্যে নিপতিত ছিল। হুজুর হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মওলুদের বছরে আপাদ মস্তক মূর্ত প্রতীক সাইয়্যেদে লওলাক[১০] এর শুভ জন্মের বরকতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এর ফলে দূর্ভিক্ষ দূরীভূত হয় এবং সবদিক থেকে আনন্দ ও স্বচ্ছলতার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ বর্ষের নামরাখা হয় 'সানাতুল ফতহে ওয়াল ইবতেহাজ (سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْاِبْتِهَاجِ) খুশী ও বিজয়ের বৎসর।[১১]

رب سلم علی رسول الله مرحبا مرحبا رسول الله

হুজুর আকরাম ﷺ এর আম্মাজান সাইয়েদা আমেনা (রাঃ) তাঁকে হামলকালীন সময়ে অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলী অবলোকন করেন। অসীম কুদরত ও শক্তির কারিসমা দেখতে পান। তিনি বর্ণনা করেন- কখনো আমি স্বপ্ন দেখতাম এবং কখনো আমি গায়বী আওয়াজ শুনতাম যে,

"হে আমেনা? আপনি বড় ভাগ্যবান যে আপনার গর্ভে রয়েছেন সর্দারে দো আলম এবং আদম সন্তানগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। যখন তিনি পয়দা হবেন, তাঁর নাম মুহাম্মাদ রাখবেন।[১২]

رب سلم علی رسول الله مرحبا مرحبا رسول الله

কখনো কখনো হযরত আমেনা এর একটি এমন অনেক জ্যোতি প্রকাশ পেত যে এ জ্যোতিরাজির আলোতে সিরিয়ার বাসরা শহরের ইমারতসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়ে যেত[১৩] আবার কোন সময় তাঁর চোখের পর্দা এমনভাবে উন্মুক্ত ও অবরিত হয়ে যেত যে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্য্যন্ত পৃথিবীর সবিকছু দেখতে পেতেন। যেমন সাহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে আমি আমার পিতা ইব্রাহীম (আ) দোয়া ও আশীর্বাদ[১৪] ঈসা মসীহ (আ) এর সুসংবাদ[১৫] এবং আমার মায়ের স্বপ্ন যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সকল নবীগণের জননীগণ এরূপ দেখতে পেয়েছেন। হযরত আমেনা (রাঃ) মহানবীর বিলাদতের সময় এমন একটি উজ্জল জ্যোতি দেখেন, যার আলোতে সিরিয়ার উচ্চ দালানগুলি তাঁর দৃষ্টিতে ভেসে উঠে।[১৬]

রাসূলে পাক ﷺ এর চাচা সাইয়েদুনা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় একটি সুদীর্ঘ নাতিয়া কসীদায়[১৭] (তিনি এটি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় হুজুর ﷺ এর সম্মুখে পাঠ করেছিলেন) বলেন-

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ -:- فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ

فَنَحْنُ فِي ذَٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ -:- وَفِي سُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

জো পয়দা হোয়ে ওয়ে শাহে ইনছওজান	جو پیدا ہوئے وہ شہ انس و جان
মুনাওয়ার হোয়া সব জমিন ও জামান	منور ہوا سب زمین و زماں
হামারে লিয়ে উনকে আনওয়ার ছে	ہمارے لئے ان کے انوار سے
হিদায়েত কি রাহী হোয়ী হেঁ এয়াঁ	ہدایت کی راہیں ہوئی ہیں عیاں

যখন আপনি ভূমিষ্ট হন তখন সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠে
আপনার জ্যোতিতে দুনিয়ার সকল দিগন্ত জ্যোর্তিময় হয়ে উঠে
তাঁর এ আলো ও জ্যোতিতে
আমরা হিদায়তের পথ দেখতে পাই।

رب سلم علی رسول الله مرحبا مرحبا رسول الله

অবশেষে সোমবার দিনে রবিউল আওয়াল মাসে[১৮] সুবহে সাদিকের সময়ে সাধারণ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের মতে ৮ তারিখ, আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী গবেষকগণের মতে ৯ তারিখ[১৯] ইমামুল মাগাজী মুহাম্মদ বিন ইসহাক এর সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনানুসারে ১২ তারিখ হস্তী ঘটনার (আমুল ফীল) বর্ষ ঋতু রাজ বসন্ত কালে রিসালতের বৃহত্তর উজ্জল জ্যোতিষ্ক, নবুওয়াতের জগতের দীপ্তমান সূর্য্য আরবের আকাশে উদিত হয়। যাঁর আলোকচ্ছাটায় দুনিয়ার অন্ধকারসমূহকে বিদুরিত করে পৃথিবীর সর্বত্র জ্যোর্তিময় হয়ে উঠে। যাঁর নূরানী কিরণসমূহের

বাস্তব প্রতিচ্ছবি মরুভূমির প্রতিটি ধূলিকনাকে চমকিত করে তুলেছে। এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তি, পাহাড়-পবর্ত, মরু প্রান্তর সবকিছু তাঁর দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। দুনিয়ার অন্ধকার ও তমাসার স্থলে নুরুন আলা নুর এর মনোহর দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

সেই চির শ্বাশ্বত নূরের উৎস, সাইয়্যেদে বনি আদম[২০] সরওয়ারে দো জাহান, রাসূলে আরবী, নবীয়ে উম্মী, রূহী ওয়া জাসাদী ওয়া আবি ওয়া উম্মি ফেদাহু ﷺ (আমার মা-বাপ, আমার রূহ ও দেহ প্রিয়নবীর জন্য কুরবান)। তিনি জগত সৃষ্টির উপলক্ষ, দিবারাত্রির পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য, কিশতীয়ে নূহ রক্ষার রহস্য, ইব্রাহীমের আগুন শীতল ও নিরাপদের প্রকৃত কারণ।[২১]

সাইয়্যেদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) যাঁকে প্রেরণের জন্য দোয়া করেছিলেন।[২২] তিনিই মহান সত্ত্বা যাঁর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন সাইয়্যেদুনা মুসা কলীমুল্লাহ(আ)।[২৩] তিনিই মহান ব্যক্তি যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাইয়্যেদুনা হযরত দাউদ (আ)। তিনিই সেই মহান মনীষী যাঁর সুসংবাদ দিয়েছে সাইয়্যেদুনা হযরত ঈসা (আ) এবং যাঁকে এ জগতের সর্দার বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৪] সালাওয়াতুল্লাহে আলা জমিয়িল মুরসালীন।

يا صاحب الجمال ويا سيدا البشر -:- من وجهك المنير لقد نور القمر

لا يمكن الثناء كما كان حقه -:- بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

হে সুদর্শন মহাপুরুষ, হে মানবজাতির সর্দার,
আপনার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও আলোকিত
প্রিয়নবীর প্রশংসা তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী বয়ান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।
কিন্তু একথা অতীব বাস্তব যে, আল্লাহ পাকের পর আপনিই শ্রেষ্ঠ

رب سلم على رسول الله   مرحبا مرحبا رسول الله

প্রিয়নবীর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী রাসুলের গুণাবলীর পুরোধা

তিনি আদম সন্তানগণের সর্বশেষ নবী এবং বনি ইসমাঈলের একমাত্র পয়গাম্বর। যাঁর মহান অস্তিত্বকে আল্লাহ তাআলা ঐ সকল যাবতীয় ফাযায়েল, অলৌকিক অস্বাভাবিক ঘটনাবলী ও মুজিযাসমূহের সমষ্ঠিরূপে বানিয়েছিলেন। যেগুলি পূর্ববর্তী নবীগণের পৃথক পৃথক গুণাবলীল ধারক বাহক ছিল।

খত্ব সবজ ও লবে লাল ওয়া রুখে জিবায়ে দারী — خط سبز ولب لعل ورخ زیبائے داری

হুসনে ইউসুফ দমে ঈসা ইয়াদে বয়জাদারী — حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری

খুবী ওয়া শিকাল ওয়া শামায়েল হরকাত ওয়া সেকানাত — خوبی وشکل وشمائل حرکات وسکنات

আন্‌ছে খুবাঁ হামা দারান্দ তো তানহা দারী — آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

আপনি সুন্দর দেহ, রঙিন ওষ্ঠ (লাল সাদৃশ্য) ও সুদর্শন মুখাবয়বের অধিকারী,
ইউসুফের সৌন্দর্য্য, ঈসার সৌষ্ঠব ও মুসার সূর্য্যসম হস্তের অধিকারী।
সকল নবী রাসূল যত দৈহিক সৌন্দর্য ও অনুপম মানসিক গুণাবলীর অধিকারী।
আপনি একাই এ সকল সৌন্দর্য ও গুণাবলীল অধিকারী।

তিনি সেই মহান সত্ত্বা যাঁকে আল্লাহ তাআলা যাবতীয় উত্তম গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত করেছেন। যাঁর মধ্যে সাইয়্যেদুনা ইব্রাহীম (আ) এর মহত্ব ও অন্তরঙ্গতা, সাইয়্যেদুনা ইউসুফ (আ) এর শৌয্যবীর্য্য ও তাঁর সৌন্দর্য্য ও রূপ, সাইয়্যেদুনা মুসা (আ) এর ভীতি ও বুজুর্গী, সাইয়্যেদুনা দাউদ (আ) ও সোলায়মান (আ) এর রাজত্ব ও শাসন, সাইয়্যেদুনা ইয়াহিয়া (আ) এর সংগ্রাম ও মেহনত এবং সাইয়্যেদুনা ঈসা মসীহ (আ) এর তাওয়াক্কুল ও সন্ন্যাসী তথা প্রত্যেকের মহোত্তম ও রূপসী শান ও গুণাবলী পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

সেই মহান ব্যক্তি যাঁর চরিত্রে রয়েছে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) এর নম্রতা ও বিনয়তা, সাইয়্যেদুনা ইসহাক (আ) এর সহনশীলতা, সাইয়্যেদুনা ইসমাঈল (আ) এর আত্মত্যাগ ও সত্যানুরাগ, সাইয়্যেদুনা ইয়াকুব (আ) এর শোকর ও কৃতজ্ঞতা, সাইয়্যেদুনা আইউব (আ) এর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, সাইয়্যেদুনা ইউসুফ (আ) এর দয়া ও ক্ষমা, সাইয়্যেদুনা ইয়াহিয়া (আ) এর সহানুভূতি ও রোধন স্পৃহা এবং সাইয়্যেদুনা হযরত মসীহ (আ) এর মত নিরাংহার ও বিনয়তা প্রভৃতি গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ।

সেই মহান মনীষী যিনি হযরত নুহ (আ) এর মত ওয়ায়েজ ও উপদেশকারী, হযরত ইব্রাহীম (আ) এর মত মুহাজির, হযরত মুসা (আ) এর মত শাসন ও ক্ষমতার মালিক, হযরত দাউদ (আ) এর মত বিজেতা, হযরত সোলায়মান (আ) এর মত যাহেদ ও দরবেশ এবং হযরত ঈসা এর মত মুতাওয়াক্কেল ও নির্ভরশীল ছিলেন।[২৫]

হিজরতের পর উম্মে মা'বাদ তাঁকে এক ঝলক দেখে তাঁর গুণকীর্ত্তন এভাবে চিত্রিত করেছেন পবিত্র আকৃতি, প্রশস্ত চেহরা ও উত্তম স্বভাবের অধিকারী। তাঁর পেট দেহ থেকে উঁচু নয় এবং না তাঁর মাথা চুলগুলি অগোছালো। অপূর্ব সুন্দর রূপের অধিকারী, চোখগুলি কাল ও প্রশস্ত চুলগুলি দীর্ঘাকারের ও ঘন, আওয়াজ তাঁর সুউচ্চ, ঘাড় বুলন্দ, উজ্জল ত্বকের অধিকারী, চোখগুলি সুরমামিশ্রিত ও পাপড়িগুলো পাতলা ও সংযুক্ত, কাল কুঞ্চিত চুলবিশিষ্ট। নীরব, ধীর, স্থির ও শান্ত স্বভাব, কথাগুলি আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রহী, দূর থেকে তাঁকে দেখতে খুবই সুন্দর ও প্রিয় লাগে। কাছ থেকে দেখলে তাঁকে নেহায়ত আনন্দদায়ক ও অপূর্ব গুণাবলীর অধিকারী মনে হয়। মিষ্টিভাষী, মধুর কণ্ঠের অধিকারী, তাঁর বচনগুলি সুস্পষ্ট, কম বেশী পরিমাণের শব্দমালা থেকে মুক্ত। তাঁর কথার বচনগুলি মুক্তার মালায় গ্রথিত। মধ্যমাকৃতির না দীর্ঘাকারের না খাটো। অপরূপ সুন্দর ও সম্মানওয়ালা, তাঁর সাথী মহল তাঁর পার্শ্বে সব সময় উপস্থিত থাকতেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন সকলেই পিনপতন নীরবতা পালন করতেন। যখন তিনি কোন কাজের নির্দেশ দিতেন তখন কাজটি সম্পন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতেন। তাঁর খেদমত ও আনুগত্যে সকলেই নিয়োজিত থাকতেন। তাঁর দেহের গঠন খাটো ছিল না। তিনি অতিরিক্ত ভাষী ছিলেন না।[২৬]

তিনি কুরআন ও হিকমতের শিক্ষক, অন্তর পরিশুদ্ধকারী[২৭] যার রিসালত ও নবুওয়াত ছিল সমগ্র জাহানব্যাপী বিস্তৃত[২৮] যার হাতে দ্বীনের পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যাঁর মহান সত্ত্বার উপর নবুওয়াতের ধারা সম্পন্ন করে দেয়া হয়েছে[২৯]। যাঁকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান ও এমন একটি সুদৃঢ় শরীয়ত দান করা হয়েছে যেখানে মানব জীবনের যাবতীয় পার্থিব ও ধর্মীয়, দৈহিক ও আত্মিক, চারিত্রিক ও নৈতিক এবং জাতীয় প্রয়োজন সমূহের যথেষ্ট ও যাবতীয় দিক নির্দেশনা রয়েছে। এটার নাম ইসলাম। এটার মানার উপর মুক্তি নির্ভরশীল[৩০]। যাঁর ভালবাসাই প্রকৃত ঈমান[৩১] যার আনুগত্যে আল্লাহর প্রিয় ও মাহবুব বানিয়ে দেয়[৩২]। যার স্মরণ আল্লাহর স্মরণের পরিপূরক[৩৩]। যার শান (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) ওয়া রাফা'না রাকা যিকারাকা (আমি আপনার স্মরণকে সর্বোচ্চমানে সমুন্নত করেছি) যাঁর অঙ্গিকার (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) ওয়া লাছাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা "আপনার রব আপনাকে এমন দান করবেন তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবে")।

আল্লাহর সেই মাহবুব ও প্রিয় যাঁর উপর স্বয়ং আল্লাহ পাক দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন, সেই আল্লাহ তাঁর প্রিয় মাহবুবের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশকারীদের উপরও অফুরন্ত রহমত নাযিল করেন[৩৪]।

এক তেরী উজুদ হে ওয়াজেহ কারারে দোজাহান	ایک ترا وجود ہے وجہ قرار دو جہاں
এক তেরী নমুদ হে লুতফে খোদায়ে লা মকান	ایک تری نمود ہے لطف خدائے لامکاں
এক তেরী দরূদ পার সিজদা গুজারে আসমান	ایک ترے درود پر سجدہ گزار آسماں
এক তেরী দরূদ হে দরদে জবান ইনস ও জান	ایک ترے درود ہے وردِ زباں اِنس وجاں

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

তেরী হে দম ছে হে জিনাতে বজমে কায়েনাত	تیرے ہی دم سے ہے زینت بزم کائنات
কওন মকান হে নুর ছে আয়েনায়ে তাজাল্লীয়াত	کون ومکاں ہے نور سے آئینہ تجلیات
দাহর মে তু সাব সে বাড়া তুজছে বড়ি খোদা কি যাত	دہر میں تو سب سے بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات
ভেজ রহা খোদা ভী হেছু তুজপে দরূদ আউর সালাম	بھیج رہا خدا بھی تجھ پہ درود اور سلام

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(হে রাসূল) আপনার অস্তিত্ব উভয় জগতের শান্তির কারণ

আপনার আগমন মহান সৃষ্টিকর্তার দয়ার বহিঃপ্রকাশ।

(হে রাসূল) আপনার দরূদের মধ্যে আকাশ বাতাস সেজদারত

আপনার দরূদ হল মানব দানবের মুখের তসবিহ

আপনার সৌন্দর্যেই সৌন্দর্য্য পেয়েছে এ সৃষ্টি জগত

আপনার নূরের দ্বারাই আসমান জমিন নূরানী আয়না সাদৃশ।

সৃষ্টির মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ, আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লাহপাক এর সত্ত্বা

সেই আল্লাহপাক ও আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছেন

আকায়ে নামদার, ওয়ালীয়ে রাহমাত, সরকারে আলী, সাহেবে খালকে আজীম, মুহসিনে আমীম, রাউফুর রাহীম, সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, সাইয়েদেনা ওয়া নাবীয়্যনা, ওয়া শাফিউনা ওয়া হাবীবানা ওয়া মাওলানা, ওয়া মালাজানা, ওয়া মালাজানা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ নূরুম-মিন- নুরিল্লাহ ওয়া আলা জামিউল মুরসালীন আলমে আরওয়া (রূহ জগত) থেকে এই দুনিয়াতে তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং ইজ্জত, সম্মান, বুজুর্গী ও গৌরবময় সৌভাগ্যের অধিকারী হন।

মুবারক হো রাসূলে কিবরিয়া তাশরিফ লায়ে হেঁ	مبارک ہو رسول کبریا تشریف لائے ہیں
জাহাঁ মেঁ সরগোরুহে আম্বিয়া তাশরিফ লায়ে হেঁ	جہاں میں سر گروہ انبیا تشریف لائے ہیں
মুসলমানো উঠো খুশিয়া মানাও ওয়াক্ত জাগা হেঁ	مسلمانو اٹھو خوشیاں مناؤ بخت جاگا ہے
জাহাঁ মেঁ শাফেয়ে রোজা জাজা তাশরিফ লায়ে হেঁ	جہاں میں شافع روز جزا تشریف لائے ہیں

মুবারকবাদ, মহান আল্লাহর রাসূল এ জগতে তাশরিফ আনয়ন করেছে।

নবীদের দলপতি এ জাহানে শুভ পদার্পণ করেছেন।

মুসলমানগণ! উঠ, আনন্দ ও খুশীর উৎসব উদযাপন কর[৩৫] ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে

এ জগতে কিয়ামত দিবসের সুপারিশকারী তাশরিফ এনেছেন।

পাদটীকা

---

[১] এইজন্য হযরত নূহ (আ.) কে দ্বিতীয় আদম ও বলা হয়।

[২] এছাড়াও হযরত সারা এর ইন্তেকালের পর হযরত ইব্রাহীম (আ.) কাতুরা নামক মহিলাকে বিয়ে করেন। তার থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কয়েক সন্তান ছিল।

[৩] হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পৌত্র এবং হযরত ইসহাক (আ.) এর ছেলে হযরত ইয়াকুব (আ.) এর আরেক নাম ছিল ইসরাঈল। এজন্য তাদের বনী ইসরাঈল বলা হয়।

[৪] আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۝ (سورة الأحزاب ٤٥)

অর্থ ঃ হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আলাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপেএবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (সূরা আল-আহযাব-৪৫)

[৫] শায়খ আবদুল হক মহাদ্দিস দেহলভী স্বীয় মাদারেজুন নবুওয়াত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠায় বলেন- বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (أول ما خلق الله نورى) আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নুরকে সৃষ্টি করেন। শরহু যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে-

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاق بِسَنَده عَنْ جَابِر قَالَ قُلْت : يَا رَسُوْلَ الله، بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّىْ، أَخْبِرْنِى عَنْ أَوَّلَ شَيْئٍ خَلَقَهُ اللهُ قَبْلَ الأَشْيَاءِ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاء نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِه– (الحديث)

হযরত আবদুর রাজ্জাক স্বীয় সূত্রে হযরত জাবের (রঃ)হতে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক আপনি বলুন আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কোন বস্তুকে সৃষ্টি করেন। উত্তরে তিনি বলেন- হে জাবের! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নুর থেকে তোমার নবীর নুরকে সবপ্রথম সৃষ্টি করেন।

[৬] عن عَلي ﷺ قَالَ : إِنَّ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ : خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وِلَمْ أَخْرَجْ مِنْ سَفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدْنِي أَبِى وَأُمِّي، فَلَمْ يُصِبْنِى، إِلاَّ مُحَمَّدُ بنْ جَعْفَر مُتَكَلَّمٌ فِيْه–

وَصَحَّحَ لَهُ الْحَاكَم وَعَنْ اِبن عَبَّاسْ أَنَّ قَالَ : قَالَ ﷺ لَمْ يَلْقَ أَبْوَاىَ قَطُّ عَلَى سَفَاحٍ وَلَمْ يَزَلَ اللهُ يُنْقِلُنِى مِنْ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَ ةِ مُصَفًّى مُهَذَّباً لَا تَنْشَعِبُ شُعْبَتَانِ إِلاَّ كُنْتُ فِي خَيْرِ هِمَا(وَرَوَاهُ أَبُو نَعِيْمُ الْمَوَاهِبُ وَشَرْحه للزُّ رْ قَانى ١/٢٢، والأنوار المحمدية– ص ٤٠)

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেন- আমি বৈবাহিক ধারায় পৃথিবীতে আগমন করেছি। আদম থেকে আমার পর্য্যন্ত বিবাহসূত্রের বাইরে আমার জন্ম হয়নি। এ হাদীসের রাবী মুহাম্মদ বিন জাফর বিতর্কিত অন্যদিকে ইমাম হাকিম এ হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস হতে বর্ণিত- তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- বিবাহ সূত্রে আল্লাহ তাআলা আমাদের পূর্বপুরুষদের পবিত্র ঔরসে পুত্র ও নিষ্কলুষ গর্ভের মাধ্যমে আমাকে হস্তান্তর করেন। পিতা ও মাতা উভয়দিক দিয়ে আমার সকল বংশ পরম্পরা উত্তম ও পবিত্র। আবু নুইয়ম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলমাওয়াহেব ও শরহুল মাওয়াহেব কৃত যুরকারীন, ১ম খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা, আল আনোয়ারুল মুহাম্মদীয়া, পৃষ্ঠা-৪০

عَنْ وَاثِلَة بنْ الأسقع ﷺ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ قال : إِنَّ اللّهَ اَصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيْلَ قُرَ يْشاً وَإِصْطَفَى مِنْ قُرَ يْشاً مِنْ كِنَانَة وَإِصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ نِى بَنِى هَا شِمِ وَاَصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِم ۝

وَفِى الدَّلَائِلِ لأَبِى نَعِيْمٍ عِنْ عَايِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَحَمد اللهُ عَنْهَا ﷺ عَنْ جِبْرَئِيل قَالَ قَلَبْتُ مَشَارِقُ الْأَرْضَ وَمَغَارِبِهَا فَلَمْ اَجلاً أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدِ ﷺ وَلَمْ أَرَيْ بَنِى اَبِ اَفْضَلُ مَنْ بَنِى هَاشِمٍ– (المواهب ١/٦٨ السيد محمد عميم الأحسان غفرالله له)

সাহীহ মুসলিম গ্রন্থে হযরত ওয়াছেল বিন আল আসকা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- নিঃসন্দেহ আল্লাহ তাআলা ইসমাঈলের বংশধর হতে কিনানা গোত্রকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি কিনানার বংশধর হতে কুরাইশ বংশ হতে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আবু নুঈম এর দালায়েল গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত- হুজুর ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করেন। তিনি জিব্রাঈল (আ) হতে বর্ণনা কনে। তিনি বলেন- আমি পৃথিবীর প্রাচ্য প্রতীচ্য ঘুরে দেখেছি কিন্তু আমি মুহাম্মদ ﷺ হতে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি দেখেনি

এবং বনু হাশিম হতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন বংশ দেখতে পাইনি। -মাওয়াহেব, ১ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

[৮] বিস্তারিত বিবরণ মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, শরহে যুরকানী, মাদরেজুন নবুওয়াত, মাসাবাতা বিস সুন্নাহ প্রভৃতি গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

[৯] শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র. মাসাবাতা বিসসুন্নাহ গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন-

لَمَّا حَمَلَتْ آمِنَةُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ظَهَرَ بِحَمْلِه عَجَائِبُ وُجُدَهُ مِنْهُ غَرَائِبُ ذُكِرْتُ فِى كُتُبِ السِّيَرِ وَوَرَدَتْ بِه اَلْأَخْبَارُ وَنَحْنُ اقْتَصَرْنَا مِنْهُ مَا يُعْرَفُ بِهِ اَصْلُ الْقَضِيَّةِ وَوَارَدْنَا مِنَ الْاَخْبَارِ مَا وَرَدَ وَصَحَّ مِنَ الطَّرِيْقِ الْمُتَعَارِفْ بِهِ فِى رِوَايَةِ الْحَدِيْث

যখন রাসূলে পাক ﷺ আমেনার শেকাম মুবারকে আসেন, তাঁর গর্ভকালীন সময়ে অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশিত হয় এবং অসংখ্য বিরল ঘটনাবলী তাঁর গর্ভাবস্থায় দেখা যায়, যা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রয়েছে। আমি এখানে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলী সংক্ষেপে আলোকপাত করেছি।

[১০] أَخْرَجَ الْبَيهَقِى وَالطَبرَانِى وَصَحَّحَهُ حَاكِمْ عَنْ عُمَرَ بِنْ الْخَطَّاب حَدِيْثًا طَوِيلاً وَفِيْهِ لَوْلاَ مُحَمَّدُ مَا خَلَقْتُ، وَلِلْحَاكِم وَصَحَّحَهُ نَحْوَهُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَفِيْهِ لَوْلاَ مُحَمَّدُ مَا خَلَقْتُ آدَم، الْحَدِيْث (الْمُسْتَدرَك ٦١٥/٢) وأعلهما الذَّهَبِى وَوَسَمَهُمَا بِالْوَضْعِ، وَفِى الْمَوضُوعَاتِ الْكَبِيْر ص ٥٩ حَدِيْث لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاَك،

قَالَ السَنْعَانِى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ كَذَا فِى الْخُلاَصَة لَكِنَّ مَعَنَاه حَدِيْثُ فَقَدْ رَ وَى الدَّيْلَمِى عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا أَتَانِى جِبْرَ يِل فَقَال : يَامُحَمَّدُ لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ النَّارِ وَفِى رِوَايَةِ اِبْنِ عَسَاكِر لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا–

إنتهى

ইমাম বায়হাকী ও ইমাম তাবরানী হযরত ওমর বিন খাত্তাব (র) হতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম এ হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যদি মুহাম্মদ না হতেন তাহলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না। ইমাম

হাকেম সাহীহ সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে- যদি মুহাম্মদ না হতেন? তাহলে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না (আল মুস্তাদরাক ২য় খন্ড, ৬১৫ পৃষ্ঠা)। ইমাম যাহাবী এ হাদীস দুটিকে মুয়াল্লাল ও মওজু বলে উল্লেখ করেছেন। মওজুয়াতুল কবীর গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে- যদি আপনি না হতেন, তাহলে আমি আসমান সৃষ্টি করতাম না। সানয়ানী বলেছেন- এ হাদীসটি মওজু। অনুরূপভাবে খুলাসা গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস হতে মরফু সুত্রে বর্ণনা করেছেন- জিব্রাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলেন- হে মুহাম্মদ! যদি আপনি না হতেন তবে আমি বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করতাম না। ইবনে ইসহাকের এর বর্ণিত হাদীসে আছে- যদি আপনি না হতেন তবে আমি পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না।

[১১] মা-সাবাত বিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৬৭, আলমাওয়াহেব ও শরহে মাওয়াহেব, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।

[১২] আবু নুঈয়াম ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন অনুরূপ মাওয়াহেব, ১১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। ইবনে হিশাম স্বীয় সীরাত গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

[১৩] সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৫৪, মাওয়াহেব মায়াজ জুরকানী ১ম খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা, আবু নুঈয়াম ও ইবনে সা'দ এর সূত্র সম্পর্কিত।

[১৪] সূরা-বাকারা, রুকু-১৫

[১৫] সূরা বাকারা, রুকু-১ম

[১৬] ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে ৪র্থ খন্ড ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থের ২য় খন্ড ৬০০ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটিকে সাহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম যাহাবী স্বীয় তালখীসে এটিকে সাহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারমী, তিবরানী, আবু নুত্তায়াইম, বায়হাকী, বাজ্জার, ইবনে হিব্বান স্বীয় সাহীহ গ্রন্থে, ইবনে আসাকের ও ইবনে সাদ প্রমুখগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অসংখ্য ইমামগণ এটিকে সাহীহ বলে মত ব্যক্ত করেছেন দ্রষ্টব্য- আল খাছায়েছুল কুবরা কৃত সয়ূতী ১ম খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা। মাওয়াহেব মায়াজ জুরকানী- ১১৬ পৃষ্ঠ ১ম খন্ড।

[১৭] ইমাম তিবরানী, আবু বকর শাফেয়ী, ইবনে আবি খায়ছামা, ইবনে শাহীন ও বাজ্জার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদুল বর এ হাদীসটিকে স্বীয় আল এস্তেয়াব গ্রন্থের ১ম খন্ড ১৬৫ পৃষ্ঠায়, ইবনুল আছীর স্বীয় উসুদুল গাবা গ্রন্থের ২য় খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠায়, ইমাম কুস্তালানী স্বীয় মাওয়াহেব গ্রন্থের ১ম খন্ড ১১৭ পৃষ্ঠায় এবং শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) স্বীয় মা সাবাতা বিস সুন্নাহ গ্রন্থসহ প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে বর্ণনা করেছেন।

[১৮] মাওয়াহেব গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত- এ মাসের কোন দিনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এ দিনটি অনির্দিষ্ট। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামদের মতে এ দিনটি নির্দিষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন, ২রা রবিউল আওয়াল, কেউ কেউ বলেছেন, ৮ই রবিউল আওয়াল, শায়খ কুতুবুদ্দিন কুস্তলানী বলেছেন, এ মতটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) ও জুবাইর বিন মাতয়াম নওফলী হতে বর্ণিত, এটি এমন অধিকাংশ ওলামাদের অভিমত, যাদের ব্যাপারে অগাধ পান্ডিত্য রয়েছে। হুমায়দী ও তাঁর শায়খ ইবনে হাজম এ মতটি গ্রহণ করেছেন। কুযায়ী উয়ুনুল মায়ারেফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এটির উপর জ্যোতির্বিদগণের ঐকমত্য রয়েছে। যুহরী মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মাতায়াম হতে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুহাম্মদ বিন জুবাইর) আরবের বংশবিদ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে বিজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা জুবাইর থেকে এ বিদ্যা অর্জন করেন। তিনি বলেছেন, রবিউল মাসের ১০ তারিখে কেউ কেউ বলেছেন, ১২ তারিখ। এটির উপর মক্কাবাসীদের আমল রয়েছে এবং এ তারিখে তাঁরা তাঁর মওলুদ স্থানে যিয়ারত করতে।

[১৯] সীরাতুন্নবী ১ম খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত, তাঁর বিলাদতের তারিখ সম্পর্কে মিসরের বিখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা ফালকী একটি রিসালা লিখেছেন। এতে তিনি গণিত শাস্ত্রের দলীলাদি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর বিলাদত ছিল ৯ রবিউল আওয়াল, সোমবার মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রীঃ তারিখে।

[২০] ইমাম মুসলিম স্বীয় সাহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামে গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। أنا سيدنا ولد ادم ولا فخر আমি আদম সন্তানকুলের সর্দার। তবে আমি এর জন্য অহংকার করি না।

[২১] হযরত সাইয়্যেদুনা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের কসীদায় বর্ণিত আছে-

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي -:- مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ

ثُمَّ هَبَطْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ -:- أَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقُ

بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِيْنَ وَقَدْ -:- أَلْجَمَ نَسْرًا وَأَهْلَهُ الْغَرَقُ

تُنْقَلُ مِنْ صُلْبٍ إِلَى رَحِمٍ -:- إِذَا مَضَى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ

خَنْدَقَ عُلْيَاءَ شَحْطَهَا النُّطُقُ -:- وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ

-ইতিপূর্বে আপনি অন্ধকারের সৌন্দর্য্য ছিলেন এবং গচ্ছিত স্থানে যেখানে পত্র ঝড়ে। অতঃপর আপনি মক্কা নগরীতে অবতরণ করেছেন মানুষ কিংবা মাংসপিন্ড বা জমাট বাধা

রক্ত হিসেবে নয় বরং এমন শুক্রাণু রূপে অধিকারী (অন্ধকারে) নিমজ্জিত, যা স্থানান্তরিত পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে মায়ের গর্ভাশয়ে যখন আপনার মহান বাড়ি পরিখা থেকে সুউচ্চ ভবনে পরিণত হয়েছে এবং আলোচনায় পূর্ণ হয়েছে। তখন আপনি জন্মেছেন এ পৃথিবীকে সম্মানিত করেছে (আলোকিত করেছেন)।

[২২] তাওরাত কিতাব পয়দাইশ, বাব-১৭, আয়াত-১২-২০

[২৩] তাওরাত কিতাবে ইস্তেইনা, বাব-২৩, আয়াত-২, বা-৩৪, আয়াত-১০।

[২৪] জবুর, মবতুয়া মির্জাপুর, বাব-৪৫, তাওরাত, গজলুল গজলাত হযরত সোলায়মান, বাব-১৫, দরস- ১-১৬।

[২৫] ইঞ্জিল মুত্তা, বাব-৩, আয়াত-২, বাব-১৪, আয়াত-১৭, বাবা-১০, আয়াত-৭, ইঞ্জিল ইউহান্না বাব-১, আয়াত-১৯-২৭, বাব-১৪, আয়াত- ৫,১৬,২৬। বাব-১৬, আয়াত-৭, বাব-১৭, আয়াত-২৬, কিতাবুল উম্মাল, বাব-৩, আয়াত-২১,২২,২৩,২৪। ইঞ্জিল ইউহান্না বাব-৫,১৫, আয়াত-৩০।

[২৬] যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা।

[২৭] আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قَلَ الله تعا لى: لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(سورة آل عمران ١٦٤)

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের প্রতি এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে তিনি একজন নবী বানিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪)

[২৮] আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ○ (سورة الأنبياء ١٠٧)

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতি রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

[২৯] আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ○

(سورة المائدة ٣)

অর্থ : আজকের দিন আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে তথা জীবনবিধানকে পরিপূর্ণ করলাম, আর আমার নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করলাম ও ইসলামকেই তোমাদের জন্য দ্বীন জীবনবিধানরূপে মনোনীত করলাম। (সূরা আল মায়েদা : ৩)

[৩০] আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ○ (سورة آل عمران ٨٥)

অর্থ: যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তার থেকে সেটা গ্রহণ গ্রহণ করা হবে না । (সূরা আলে-ইমরান : ৮৫)

[৩১] রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

(متفق عليه)

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পযন্ত মুমিন হতে পরাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানবজাতির মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় না হই । (বুখারী, মুসলিম)

[৩২] আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (سورة آل عمران ٣١)

অর্থ : বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন । আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু । -(সূরা আলে-ইমরান : ৩১)

[৩৩] আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ○(سورة الأحزاب ٤٠)

অর্থ: মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী । আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত । (সূরা আল আহযাব: ৪০)

[৩৪] আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

(سورة الأحزاب ٥٦)

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণসহ নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম, (রহমত) বর্ষণ করছেন, অতএব হে ঈমানদার বান্দাগণ, তোমরাও তার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ কর ।" (সূরা আল-আহযাব-৫৬)

[৩৫] فى السيرة الحلبية (١/٩٣) وَمِنْ الْقَوَائِدَ أَنَّهُ جَرَتْ عَادَةٌ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ اذَا سَمِعُوْا بِذِكْرِ وَسَفه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَقُوْمُوا تَعْظِيْمًا لَهُ وَهَذَا الْقِيَامُ بِدْعَةُ لَا أَصْلَ لَهَا أَى لَكِنْ هِىَ بِدْعَةُ حَسَنَةٌ الخ وَفِيْه قَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْبِدْعَةُ الْحَسَنَة مُتَّفَقْ عَلَى نَدبِهَا وَحَمَلَ الْمَوْلُدُ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَالِكُ أَى بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَمِنْ ثُمَّ قَالَ الْامَام أَبُو شَامَةَ شَيْخ الْامَام النَّوَوِى وَمَن احْسَنُ مَا ا بْتَدَ عَ فِى زَ مَا نِنَا مَا يَفْعَلُ كُلُّ عَا مِ الْمَوَ ا فِق لِيَوْ مِ مَوْلِدِ ه مِنَ الصَّدَ قَا ت وَالْمَعْرُوْف وَاظْهَارا لزِيْنَة

সীরাতে হালাবীয়াহ এর ১ম খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে এ কথা প্রমাণিত যে, অধিকাংশ লোকদের নিকট একথা প্রচলিত যে যখন লোকেরা মহানবী ﷺ এর প্রশংসা শুনলে তাঁর প্রতি সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন । ইবনে হাজার এ সম্পর্কে বলেছেন- সারকথা হলো এই যে, বিদায়াতে হাসানহ মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত্য রয়েছে মিলাদের আমল এবং উপলক্ষে লোকদের সমাবেশ ও অনুরূপ অর্থাৎ বেদায়াতে হাসানাহ । এজন্য ইমাম নববী এর শায়খ ইমাম শামা বলেছেন যে, মিলাদ দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর যে দান খয়রাত ও পূণ্যময় কাজের আয়োজন করা হয় এবং খুশী প্রকাশ করা হয়, তা আমাদের যুগের উত্তম প্রথা ।

قَالَ السَّخَاوِى : لَمْ يَفْعَلْهُ اَحَدٌ مِنَ السَّلَف فِى الْقُرُوْنِ الثَّلْثَة وَإِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ ثُمَّ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْاسْلَام مِنْ سَا ئِرِ الْأَ قْطَار وَالْمُدَن الْكِبَارْ يَعْمَلُوْنَ الْمَوْلِد فِيْه-

ইমাম সাখাবী বলেছেন- সালফে সালেহীনের তিন যুগে কেউ এটা করেন নি তবে এটি পরবর্তী যুগে প্রবর্তিত হয় । অতঃপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমাগণ সব সময়ই মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতে থাকেন ।

وَفِى مَا ثَبت بِالسُّنَّة (ص٧٩) وَلَا زَالَ أَهْلَ الْاسْلَامِ يَخْتَلِفُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلِده صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَيَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمِ وَيَتصَدَّقُون فِى لَيَالِيَة بِانَوَاع الصَّدَقَات وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرِ وَيُز يْدُوْنَ فِى الْمُبَرَّات وَيَعْتَوُنَ بِقَرَاءَة مَوْلِده الْكَرِ يْم وَ يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِرَكَاتِه كُلُّ فَضْلُ غَمِيْمٍ وَمِمَّا جَرَّبُ مِنْ خَوَاصِّه أَنَّهُ أَمَانٌ فِى ذَالِكَ الْعَامِ وَبُشْرَي عَاجِلُ بِنَيْلِ الْمُرَام فَرَحِمُ اللهُ امْرَءا اتَّخَذ لَيَالِى شَهْرِ مَوْلِده الْمُبَارَك اَعِيَادًا لِيَكُوْنَ اَشَدُّ عَلَّةً عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مَرْضٌ وَعِنَادًا (انتهى)

মা সাবাতা বিন সুন্নাহ গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত- মুসলমানগণ সব সময় মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাসে মিলাদ মাহফিল আয়োজন করতে, বেশী করে নেকী ও সওয়াবের কাজ করতেন। বিশেষ যত্ন সহকারে মিলাদ পাঠের আয়োজন করতেন। তাদের নিকট প্রকৃত বরকত ও অসাধারণ ফজিলত প্রতিভাত হয়। মিলাদ মাহফিলের বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিক্ষিত অভিজ্ঞতা এই যে, এ বৎসর নিরাপদ থাকে, জরুরী কাজে সফলতার সুসংবাদ বয়ে আনে। আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন যিনি মিলাদ মুবারক মাসের রজনীসমূহকে ঈদ পালন করে কারণ এর ফলে যার অন্তরে বিদ্বেষ ও বৈরীভাব রয়েছে তার জন্য কঠিন পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

وَفِى قُيُوضُ الْحَرَمَيْنِ (ص٢٦) لِلشَّيْخِ وَلِى اللهُ الْمُحَدِّثْ الدهْلَوِى وَكُنْتُ قَبل ذَالكَ بمَكَّة الْمَعَظَمَة فِى مَوْلِد النَّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فِى يَوْمِ وِلاَدَتِه والنَّاسُ يُصَلُّوْنَ عَلى النَّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَذْكُرُوْنَ إِرْهَاصُهُ الَّتِى ظَهَرَتْ فِى وَلَادَته وَمُشَاهِدقَبْلَ بَعْثُه فَرأَيْتُ اَنْوَا رًسُطعْت دَفْعَةً وَاحِدَةً فَتَأَمَّلَتُ تِلْكَ الْاَنْوَارِ فَوَجَدْتُّهَا مِنْ قَبْلِ الْمَلاَئكَةَ الْمُؤَكِّلِيْنَ بِاَمْثَالَ هَذَه الْمُشَاهِدِ وَبِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمَجَالِسِ وَرَأَيتُ يُخَالِطُ أَنْوَارُ الْمَلائكَة أَنْوَارُ الرَّحْمَة (إنتهى)

শায়খ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) কৃত ফুয়ুজুর হেরেমাইন গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে আমি একবার মহানবী ﷺ এর বিলাদত দিবসে মক্কা মুকাররমায় মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম। তখন লোকেরা মহানবী ﷺ এর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন, এবং তারা তাঁর বিলাদতের অলৌকিক ঘটনাবলী ও নিদর্শনসমূহ আলোচনা করেন। অনন্তর আমি একবার আলোকময় জ্যোতিসমূহ ও নুর দেখতে পেলাম। আমি ভাবলাম, এ জ্যোতিসমূহ ঐ মাহফিলে ও স্থানের নিয়োজিত ফেরেশতাদের নিকট থেকে লাভ করছি। আমি দেখলাম ফেরেশতাগণের জ্যোতিরাজি রহমতের নুরে মিশ্রিত।

تواریخ حبیب الہ میں مفتی عنایت احمد لکھتے ہیں سو مسلمانوں کو چاہئے کہ بمق تضائے محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد شریف کیا کریں اور اس میں شریک ہوا کریں- نیز

ملاحظہ فرمائے فیصلہ ہفت مسئلہ- حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ علیہ

মুফতী এনায়েতে আহমদ (র.) তাওয়ারীখে হাবীব ইলাহ এর ৮ পৃষ্ঠায় লিখেন- সুতরাং মুসলমানদের উচিৎ হুজুর ﷺ এর ভালবাসার তাগিদে মিলাদ শরীফের মাহফিল উদযাপন করা হয় এবং এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হয়। দেখুন- ফয়সালা হাফ্ত মাসয়ালা কৃত হাজী ইমদাদুল্লাহ (র.)।



আরবী কিয়ামের কাসিদা



يَا نبِى سَلاَمُ عَليكَ
يَا حَبِيبِ سَلاَمُ عَلَيكَ
يَا رَسُول سَلاَمُ عَلَيكَ
صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيكَ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا — আশরাক্বাল বাদরু আলাইনা

وَاخْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُور — ওয়াখতাফাত মিনহুল বুদূরী।

مِثْلَ حَسْنِكْ مَا رأَيْنَا — মিছলাহুস-নিক মা রাআইনা

أَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا — ক্বাততু ইয়া ওয়াজহাস সুরূরী

يَا نبِى سَلاَمُ عَليكَ
يَا حَبِيبِ سَلاَمُ عَلَيكَ
يَا رَسُول سَلاَمُ عَلَيكَ
صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيكَ

أَنتَ شَمسٌ أَنتَ بَدرٌ — আনতা শামসুন আনতা বাদরুন

أَنتَ نُورٌ فَوقَ نُور — আনতা নুরুন ফাওক্বা নুরী

أَنتَ اكسِيرٌ وَغَالِ — আনতা একসীরু ওঁ ওয়া গালী

أَنتَ مِصْبَاحُ الصُّدُور — আনতা মিছবাহুছ ছুদুরি

يَا نبِى سَلاَمُ عَليكَ
يَا حَبِيبِ سَلاَمُ عَلَيكَ
يَا رَسُول سَلاَمُ عَلَيكَ
صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيكَ

يَا حَبِيبِي يَا مُحَمَّدْ — ইয়া হাবীবী ইয়া মুহাম্মাদ

يَا عَرُوْسَ الْخَافِقَيْن — ইয়া আরূ সালখা ফিক্বাইনি

يَا مُؤَيِّدْ يَا مُمَجَّدْ — ইয়া মুআইয়্যাদ ইয়া মুমাজ্জাদ

يَا إِمَامُ الْقِبْلَتَيْنِ
ইয়া ইমামাল ক্বিবলাতাইনি

يَا نَبِي سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا رَسُوْل سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ
صَلَوَاتُ الله عَلَيْكَ

رَبَّنَا صَلِّ عَلٰى مَنْ
রাব্বানা সাল্লি আলা মান

حَلَّ فِي خَيْرِ الْبِقَاعِ
হাল্লা ফি খাইরিল বিকাইয়ী

وَعَلَيْكَا اللهُ سَلَّمَ
ওয়া আলইহি কাল্লা হু সাল্লাম

دَائِمًا طُوْلَ الدَّهْرِ
দা' ইমান তুলাদ দুহরী

يَا نَبِي سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا رَسُوْل سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ
صَلَوَاتُ الله عَلَيْكَ

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ الله
مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلِ الله

بسلام آمدم جوبم ده	বসালামে আমদম জাওয়াবম দহ
مرہمے بردل خرابم نہ	মর হামে বর দিল খারাবম নহ
بس بود جاہ واحترام مرا	বুস বুওয়াদ জাহ ও ইহতেরাম মোরা
یک علیک از تو صد سلام مرا	ইয়াক আলাইকা আজ তো সদ সালাম মোরা
سویم افگن ز مرحمت نظرے	হুওয়াম আফগণ জে মরহমত নজরে
باز کن بر رخم ز لطف درے	বাজ কুন বর বখজে জে লুৎফে দরে
لب بجنباں پئے شفاعت ما	লব বজনবাঁ পায়ে শাফায়াত মা
منگر بر گناہ وطاعت ما	মনগর বর গুনাহ ও তায়াত মা
گرنہ رفتم طریق سنت تو	গর ন রফতম তরীকে সুন্নাতে তো
ہستم از عاصیاں امت تو	হাস্থত আজ আছিয়াঁ উম্মতে তো
ز مہجوری بر آمد جان عالم	জে মাহজুরী বরামদ জানে আলম

ترحم یا نبی اللہ ترحم	তারাহহাম ইয়া রাসূলাল্লাহ তারাহহাম
نہ آخر رحمۃ للعالمین	না আখের রহমতুলল্লিল আলামীনী
ز محروماں چرا غافل نشینی	জে মাহরূমাঁ চেরা গাফেল নশিনী
بروں آور سر از برد یمانی	বরোঁ আওয়ার সার আজ বরদে ইয়ামানী
کہ روئے تست صبح زندگانی	কে রোয়ে তাস্তে সুবহে জিন্দেগানী
شب اندوہ مارا روز گرداں	শব আন্দোহ মারা রোজ গর্দা
ز رویت روز ما فیروز گرداں	জেরোয়াত রোজ মা ফিরোজ গর্দাঁ

হে রাসূল! আমি আপনাকে সালাম দিয়েছি,
আমার সালামের জবাব দিন, আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়কে শান্তনা দিন।।
আমার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান ও রইল শত সালাম
আপনার পক্ষ থেকে ও আমার প্রতি দয়া হোক একবারই।।
আমার দিকে একটু দয়ার দৃষ্টি দিন
আপনার অবারিত দয়ার বাজারে উন্মুক্ত করুন।।
আপনার সুপারিশের জন্য আপনার ওষ্ঠযুগল খুলুন
আমাদের পাপ-পূণ্যের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না।।
যদিও আমি আপনার সুন্নাত ত্বরীকা মত না চলি
তবেও অবশ্যিই আমি আপনার গুনাগার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত আছি।।
জগত থেকে মৃত্যু সময় যখন ঘনিয়ে আসবে
তখন মেহেরবাণী করবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন দয়া করবেন।।
আপনি তো বিশ্বজগতের করুণা
সুতরাং তবে কিভাবে আমাদের ভুলবেন।।
আপনি ইয়ামানী চাদর থেকে আপনার চেহারা বের করে আনুন
কেননা, আপনার দর্শনই হল জীবন প্রভাবের স্পন্দন।।
আপনার দর্শন আমাদের দুঃখের রজনীকে উজ্জল দিনে পরিণতকারী ও
আপনার দর্শন আমাদের সাফল্য দানকারী।।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاَصْحٰبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ



দু'আ ইহসানী



মেরে করীম মেরে জুলকালাল ওয়াল ইকরাম	میرے کریم میرے ذوالجلال والاکرام
আমীম হেঁ তেরে ইহসানে কাছীর তেরী নেয়াম	عمیم ہیں تیرے احسان کثیر تیری نعم
হো তেরী আফয়ো রহীমী কা জিস জাগা ইজহার	ہو تیری عفور حیمی کا جس جگہ اظہار
হে মুস্তাহাকে কেরামত গুনাহ আউর জুলুম।	ہے مستق کرامت گناہ اور ظلم
তেরী জনাব মেঁ সব কি হে ইলতেমাছে দোয়া	تیری جناب میں سب کی ہے التماس دعا
তেরী হুজুর মেঁ সব কা সরে ইবাদতে খম।	تیری حضور میں سب کا سر عبادت خم
ইয়াহী ইলতেজাহে, ইয়াহী আরজু, ইয়াহী খাহিশ	یہی التجا ہے یہی آرزو یہی خواہش
মদাম দিল কি তামান্না, ইয়াহী বদীদায়ে নম	مدام دل کی تمنا یہی بدیدہ نم
রহোঁ মুনসালাক নবী কি সুন্নাত ছে	رہوں سدا منسلک نبی کی سنت سے
কদম হোঁ সেরাতে হুদা বা মুস্তাহকাম	قدم ہوں صراط ہدیٰ بہ مستحکم
রগোঁ মেঁ জোশ লাহু মেঁ মুহব্বতে ইসলাম	رگوں میں جوش لہو میں محبت اسلام
বদন মেঁ জান হে আউর ইয়ে যবতক দম মেঁ দম	بدن میں جان ہے اور ہے جبتک دم میں دم
তেরে হাবীব নে জো উম্মিয়ুঁ কো দি তালীম	ترے حبیب نے جو امیوں کو دی تعلیم
ওহী হো মেরা আকীদা না উসছে বেশ না কম	وہی ہو میرا عقیدہ نہ اس سے بیش نہ کم

রাসূল সৈয়্যদে আবরার বান্দায়ে রহমান	رسول سیّد ابرار بندہ رحمٰن
নবী জাহান কে লেয়ে আউর মুতায়ে উমম।	نبی جہاں کے لئے رحمت اور مطاع اُمم
সিরাজ ও শাহদে ও দায়ী মুবাশশির ও মুনজির	سراج وشاہد وداعی مبشر ومنذر
মালায়ে কাবা ও হামীয়ে কুদস ও মাহে হেরেম	ملاذ کعبہ وحامیّ قدس شاہ حرم
হামারী জান পে হাম ছে ছেওয়া রঊফ রহীম	ہماری جان پہ ہم سے سوا رؤف ورحیم
শাফী ও হামেদ ও আহমদ মুহাম্মদ ও খাতেম	شفیع وحامد واحمد محمد وخاتم
দরুদ উন পে আউর আসহাব ও আলে পর উনকে	درود ان پر اور اصحاب وآل پر ان کے
কে পুর হে উন কে ফযায়েল ছে মাসহাফে মহকাম	کہ پُر ہے ان کے فضائل سے مصحف ومحکم
তো কবর কি মুতাওয়াহহাশ জাগা মেঁ হো-মুনেছ	تو قبر کی متوحش جگہ میں ہو مونس
তো হাওলনাক কিয়ামত মেঁ হো মেরা হামদাম	تو ہولناک قیامت میں ہو مرا ہمدم
ইলাহী রহম মেরে ওয়ালেদাইন পর ফরমা তেরী	الٰہی رحم میرے والدین پر فرما
এনায়তী রহেঁ কুল মুমেনীন হার দম	تیری عنایتیں رہیں کل مومنین پر ہر دم

মুনাজাতে আগর বায়দ বয়ান করদ	مناجاتے اگر باید بیان کرد
ব বায়তে হাম কানায়াত মীতাওয়াঁ করদ	بہ بیتے ہم قناعت میتواں کرد
মুহাম্মদ আজ তু মী খাহম খোদা রা	محمد از تو می خواہم خدا را
খোদা রা আজ তো হুববে মোস্তফারা।	خدا را از تو حب مصطفیٰ را

হে আমার দয়ালু রব! হে আমার মহীয়ান গরীয়ান দয়াবান খোদা!
প্রচুর ও ব্যাপক তোমার ইহসান ও, তোমার নেয়ামতরাজি ।
তোমার অনুগ্রহ ও ক্ষমা, রহমত ও মার্জনা যেখানে প্রকাশ,
হে দয়া ও বদান্যতার স্রষ্টা তুমিই একমাত্র গুনাহ ও জুলুমসমূহ দূরকারী।
তোমার সমীপে সকলের নিবেদন ও প্রার্থনা।
তোমার সামনে সব ভক্ত ও অনুরক্তগণের শির অবনত।
এটাই প্রার্থনা, অনুরোধ, এটাই ইচ্ছা, এটাই বাসনা,
অন্তরের এটাই সার্বক্ষণিক আকুল আর্তি, চির অভিলাষ ও কামনা
আমি সর্বদাই নবীর সুন্নাত ও তরীকাকে শক্তভাবে ধারণ করে থাকব।
হিদায়তের পথে আমি থাকব অটল ও বদ্ধপরিকর।
যতদিন এ জীবিত থাকব থাকবে অবিরামভাবে ইসলামের ভক্তি ও অনুরাগ।
যতক্ষণ শরীরে জান থাকবে, শিরায় থাকবে চেতনা আর জাগরণ ধমনীতে ।
প্রিয় হাবীব উম্মীগণকে যে তা'লীম দিয়েছেন, আমার আকীদাও তাই
না এর চেয়ে কম না বেশী।
প্রিয় রাসূল হচেছন নেককারদরে সর্দার, দয়াবান আল্লাহর প্রিয় বান্দা।
জগতের জন্য নবী রহমতের আধার এবং সকল উম্মতগণ তাঁর অনুগত।
তিনি উজ্জ্বল প্রদীপ, সাক্ষ্যদাতা, আহ্বানকারী, সুসংবাদদাতা ও সর্তককারী।
তিনিই কাবা গৃহের প্রতিভু, পবিত্র পুণ্যময় ভূমির রক্ষক ও হেরেমের বাদশাহ।
তিনি বড় দয়ালু ও মেহেরবান আমাদের প্রতি, তিনি ত্রাণকর্তা,
তিনিই হামেদ, মুহাম্মদ ও আহমদ এবং তিনিই আখেরী নবী।
অবতীর্ণ হোক অসংখ্য দরুদ তাঁর ও তাঁর পরিবার ও বংশধরদের প্রতি ।
আল কুরআন রয়েছে ভরপুর তাঁর ফযায়েল ও গুণাবলী দিয়ে ।
কবরের অন্ধকার নির্জনস্থানে তুমিই হবে আমার একমাত্র নিত্য সহায়ক সঙ্গী
আর তুমিই হবে ভয়ংকর কিয়ামতের মুহূর্তে আমার নিত্য সঙ্গী সহকর্মী।
হে খোদা! তুমি আমার পিতা-মাতার উপর রহম কর।
সকল মুমিনগণের উপর তোমার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ কর অবিরামভাবে।

যদি কোন প্রার্থনা বর্ণনা করতে হয়   তবে একটি পঙক্তিতেই সন্তুষ্ট থাকা যায়।

তাহলে হে মুহাম্মদ! আমি আপনার থেকে খোদাকে চাই। ওহে খোদা! আপনার থেকে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম চাই।


معراج نامہ


از فخر سادات حضرت مولانا سید حکیم عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ

كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ	بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ
ওয়ে জানাবে আহমদে মোস্তফা	وہ جناب احمد مصطفیٰ
ওহে হাবীবে খালেকে কিবরিয়া	وہ حبیب خالق کبریا
ওয়ে নবী ওয়ে সরওয়ারে আম্বিয়	وہ نبی وہ سرورِ انبیاء
ওহী দোজাহান কে আসেরা	وہی دو جہاں کے آسرا
ওয়ে শফীয়ে উম্মত পুরখাতা	وہ شفیع امت پر خطا
ওয়ে আনীছে মুওনেছ বা ওফা	وہ انیس مونس باوفا
ওয়ে বুজুর্গীয়াঁহুয়ী হেঁ আতা	وہ بذرگیاں ہوئی عطا
কে হুয়ে ওয়ে খাতেমে আম্বিয়া	کہ ہوئے وہ خاتم انبیاء
كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ	بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ
ইয়ে খোদা কা ফজল থা আউর করম	یہ خدا کا فضل تھا اور کرم
কে এনায়তী হোঁয়ে দমবদম	کہ عنایتیں ہوئیں دمبدم
দিয়ে মর্তবে উনহেঁ আউর হাশম	دئے مرتبے انہیں اور حشم
কে ফেরেশতে চুমতে থে কদম	کہ فرشتے چومتے تھے قدم
গিয়ে আরশ পর জো শাহে উমাম	گئے عرش پر جو شہ امم
উঠে সব হিজাব জো থে বাহাম	اٹھے سب حجاب جو تھے بہم
হোয়া ওচলে খালেক জুলকরম	ہوا وصل خلق ذوالکرم

কে নবী হামারে হেঁ মুহ্‌তাশাম	کہ نبی ہمارے ہیں محتشم
كَشَفَتِ الدُّجَ بِجَمَالِهِ صَلُّوْعَلَيْهِ وَاٰلِهِ	بَلَغَ الْعُلَ بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ
তো হোয়া কে পর্দা হো সব এঁয়া	تو ہوا کہ پردہ سب عیاں
কে হাবীবহো মেরা রাজদাঁ	کہ حبیب ہو مرا راز داں
হোয়া জিব্রাইল কো হুকম হাঁ	ہوا جبرئیل کو حکم ہاں
কে তো লে বোরাক ওয়ে বোরাকসাঁ	کہ تو لے براق وہ برق ساں
বদরে নবী শাহে শাহা	بدر نبی شہ شہاں
দে নবীদ ওচল বে ইজ্জুও শান	دے نوید وصل بعز وشان
তো বহুকমে খারেক দোজাহাঁ -	تو بحکم خلق دو جہاں
চলে জিব্রাইল সোয়ে জমাঁ	چلے جبرئیل سوئے جناں
كَشَفَتِ الدُّجَ بِجَمَالِهِ صَلُّوْعَلَيْهِ وَاٰلِهِ	بَلَغَ الْعُلَ بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ
ওয়ে বোরাক ওয়ে খোশ সায়র	وہ براق وہ خوش سیر
থা নবী কে হাজর মেঁ নওহাগর	تھا نبی کے حجر میں نوحہ گر
কহা চল বোরাক না নওহা কর	کہا چل براق نہ نوحہ کر
তো বরায়ে খালেকে বাহর ও বর	تو برائے خالق بحر و بر
হে নসীব তেরা উরুজ পর	ہو نصیب ترا عروج پر
কে সাওয়ার হোঁ শাহে বাহরও বর	کہ سوار ہوں شہ بحر و بر
ওয়ে খুশী ছে বোলা ইয়ে জুম কর	وہ خوشی سے بولا یہ جھوم کر
কে নবী কে ইশক কা হে আছর	کہ نبی کے عشق کا ہے اثر
كَشَفَتِ الدُّجَ بِجَمَالِهِ صَلُّوْعَلَيْهِ وَاٰلِهِ	بَلَغَ الْعُلَ بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ
শবে বিস্ত হাফতে রজব রাওয়াঁ	شب بست ہفت رجب رواں

বহুজুরে সৈয়্যদে দোজাহাঁ	بحضور سید دو جہاں
কাহা, জাগিয়ে শাহে মুরসলাঁ	کہا جاگئے شہ مرسلاں
কে হে হুকমে খালেক ইনস ও জান	کہ ہے حکم خالق انس وجان
ওয়ে সাওয়ার হোকে বে ইজ্জুদ শাঁ	وہ سوار ہو کے بعزّ وشان
চলে ছুয়ে কুদস শাহে শাহাঁ	چلے سوئے قدس شہ شہاں
ওয়ে আজায়েবাতে জমিনে জমান	وہ عجائبات زمین زماں
চলে দেখতে হোয়ে আসমান	چلے دیکھئے ہوئے آسماں
كَشَفَتِ الدُّجَ بِجَمَالِهِ صَلُّوْعَلَيْهِ وَاٰلِهِ	بَلَغَ الْعُلَ بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ
ওহাঁ আম্বিয়া মিলে দমবদম	وہاں انبیاء ملے دمبدم
কে থে পেশাওয়ারী কো সব বাহাম	کہ تھے پیشوائی کو سب بہم
কহা মরহাবা শাহে জুলকরম	کہا مرحبا شہ ذوالکرم
হো সালাম তোম পে শাহে উমম	ہو سلام تم پہ شہ امم
ওয়ে সাওয়ারে রফরফে বাহশম	وہ سوار رفریا حشم
মিলে রবছে জাকে ওয়ে মুহ্‌তাশাম	ملے رب سے جا کے وہ محتشم
তো ফেরেশতে পর মিলতে থে কদম	تو فرشتے پر ملتے تھے قدم
কে নবী হামারে হেঁ মুহ্‌তারাম	کہ نبی ہمارے ہیں محترم
كَشَفَتِ الدُّجَ بِجَمَالِهِ صَلُّوْعَلَيْهِ وَاٰلِهِ	بَلَغَ الْعُلَ بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ
ওয়ে মাকমে আলমে নূর থা -	وہ مقام عالم نور تھا
না থা দখল ওহম ও শউর কা	نہ تھا دخل وہم وشعور کا
না নবী না মুরসাল ও আউলিয়া	نہ نبی نہ مرسل واولیاء
না ফেরেশতা পৌছতে না আম্বিয়া	نہ فرشتے پہنچے نہ انبیاء
হয়ে উরুজ কিছকো মিলা বালা	یہ عروج کس کو ملا بھلا

কে ওয়ে মেহমানে খোদা হোয়া	کہ وہ مہمانِ خدا ہوا
ইয়ে বুজুর্গিয়াঁ আউর ইয়ে ইজতেবা	یہ بزرگیاں اور یہ اجتبا
কে বুলায়ে আপকো খোদ খোদা	کہ بلائے آپ کو خود خدا
كَشَفَتِ الدُّجَ بِجَمَالِهِ صَلُّوْ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ	بَلَغَ الْعُلَ بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ
উটা যবকে পর্দায়ে লা মকান	اٹھاجب کہ پردۂ لا مکان
হোয়ে রাজ আপ পে সব এঁয়া	ہوئے راز آپ پہ سب عیاں
চড়ে আরশ পর জো শাহে শাঁহা	چڑھے عرش پر جو شہ شہاں
রহা ফাসলে তীরকা বস ওহাঁ	رہا فاصلہ تیر کا بس وہاں
হোয়া নূরে যাতে খোদা এঁয়া	ہوا نور ذات خدا عیاں
হোঁয়ে রাজ ও নিয়াজ বেইজ্জু ও শান	ہوئیں راز و نیاز بعز و شان
হোঁয়ে ফরয পাঁচ নামাজী দাঁ	ہوئیں فرض پانچ نمازیں اداں
কে বনেঁ ওয়ে মেরাজে মুমেনাঁ	کہ بنیں وہ معراج مومناں
كَشَفَتِ الدُّجَ بِجَمَالِهِ صَلُّوْ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ	بَلَغَ الْعُلَ بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ
ইয়ে কামাল উনকো আতা হোয়ে	یہ کمال ان کو عطا ہوئے
ইয়ে হাবীবে হক কো সিলে মিলে	یہ حبیب حق کو صلے ملے
কে লতীফে তর থে জো রুহ ছে	کہ لطیف تر تھے جو روح سے
বাঁলা উন কে জানে মেঁ কিয়া লগে	بھلاان کے جانے میں کیا لگے
তোমেঁ আবদে মান্নান হেঁ কিয়া পড়ে	تمہیں عبد منان ہیں کیا پڑے
কে হাবীবে হক হেঁ নবী মেরে	کہ حبیب حق ہیں نبی مرے
তো ওয়ে হাদীয়ে দোজাহাঁ মেরে	تو وہ ہادئی دو جہاں مرے
ওঁহে দম কে দমমেঁ ফেরআ গেয়ে	وہیں دم کے دم میں پھر آ گئے
كَشَفَتِ الدُّجَ بِجَمَالِهِ صَلُّوْ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ	بَلَغَ الْعُلَ بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ



মিরাজ নামা

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হাকিম আবদুল মান্নান (রহ.)

তিনি জনাবে আহমদে মোস্তাফা । তিনি মহা বিশ্বের স্রষ্টার হাবীব।
তিনি নবী। নবীকুলের সর্দার। তিনি উভয় জগতের সম্মানী।
তিনি পাপী উম্মতগণের শাফায়াতকারী । তিনি বিশ্বস্ত দরদী বন্ধু।
তাঁকে বহু শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বে দান করা হয়েছে। তিনিই হলেন সর্বশেষ নবী।

এটাই হল খোদার ফজল ও অনুগ্রহ। প্রতি মুহূর্তে তাঁর করুণা বর্ষিত হচ্ছে।
তিনি তাঁকে মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। ফেরেশতাগণ করেছেন তাঁর কদমবুছি
উম্মতগণের বাদশাহ আরশে গমন করেছেন। সকল পর্দা সাথে উঠে গেছে।
দয়াবান খোদার সাথে সাক্ষাৎ হল। আমাদের নবী তো সুমহান, সুবিখ্যাত ।

সকল পর্দা উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। আমার হাবীব হচ্ছেন গোপন সংবাদ বাহক।
জিব্রাইল প্রতি হুকুম হল, যে তুমি বিদ্যুতের মত বোরাক নিয়ে যাও।
মহানবীর সুসংবাদ দাও এবং আদবের সাথে তাঁর শানে দরুদ পাঠ কর।
অতএব, খোদার নির্দেশে জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে জান্নাতের দিকে নিয়ে গেলেন।

বোরাকের এ ভ্রমণটি ছিল শোভাকর। নবীর বিচ্ছেদে বোরাকের হল শোকে কাতর।
বললেন তিনি, হে বোরাক!আফসোস কর না। তুমি জল ও স্থলের স্রষ্টার নামে যাত্রা কর।
উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণের নসীব হয়েছে তোমার। জল ও স্থল জগতের অধিপতি শাহিনশাহ আমার আরোহী।
আনন্দের ঢেউয়ে নেচে নেচে বলল— নবীপ্রেম ও ইশকে রাসূলের এ নিদর্শন।

রজবের ২৭তম রজনীতে সর্দারে দোজাহানকে নিয়ে বোরাক বহন করে গেলেন।
বললে— মহান স্রষ্টার নির্দেশে , পয়গম্বরগণের বাদশাহ ভ্রমণে বের হয়েছেন।
তিনি অতীব সম্মান ও মর্যাদার আরোহী হয়ে পবিত্র আরশের পানে যাত্রা করলেন।
তিনি জমিন-যমানের বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখে আকাশ পানে চলে গেলেন।

সেখানে সকল নবীগণের সাথে মিলিত হন। সকলের মাঝে তিনি মধ্যমণি হন।
তাঁরা তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বলেন—! হে দয়ার্দ্র উম্মতগণের বাদশাহ!
হে শাহে উমাম! তোমাকে জানাই সালাম ও অভিবাদন।
আড়ম্বরময় রফরফের উপর আরোহণ করে
রবের দরবারে গিয়ে মিলিত হন এ বিখ্যাত সুমহান অতিথি।
আমাদের সম্মানিত নবীর সহিত প্রতিটি পদে পদে মিলিত হতেন ফেরেশতাগণ।

এ মকাম ও মর্তবা ছিল ঊর্ধ্ব জগতের।
যেখানে ধারণা এবং বুদ্ধির ও কোন স্থান ছিল না।
কোন নবী-রাসূল ও ওলী এ
উচ্চতম স্থানে পৌঁছতে পেরেছেন না পেরেছেন ফেরেশতারা ।
এই ঊর্ধ্বাকাশের আরোহণের সৌভাগ্য কার নসীবে জুটেছে।
তিনি তো খোদার মেহমান রূপে পরিণত হয়েছেন।
এ বুজুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও মহত্ত্বের জন্য
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

যখন লা মাকানের পর্দা সরে গেল।
সকল রহস্যাবলী তাঁর নিকট উন্মোচিত হয়ে পড়ল।
যে মহান আরশের উপর আরোহণ করলেন
তাঁর ও খোদার দুরত্ব ছিল তীর ও ধনুকের
খোদার পবিত্র সত্ত্বার নূরের বিকিরণ ঘটেছে। অতীব শান ও ইজ্জতের সাথে
এতে আশেক ও মাশুকের মধ্যে আলোচনার হয়েছে।
পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছে আর
নামাযকে মুমিনদের জন্য মেরাজ রূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তাঁকে এ কামালিয়াত বা শীর্ষ গুণাবলীর উৎকর্ষতা দান করা হয়েছে।
আল্লাহর হাববির সৌজন্যে এ দান প্রাপ্ত হয়েছে।
রূহ থেকে আরো অধিক সূক্ষ্ম ছিলেন তিনি। তাহলে তিনি যেতে কি কঠিন লাগে!
হে আবদুল মান্নান! তোমার উপর কি বিপদ আপতিত হয়েছে।
কিন্তু আমার নবী হলেন তো আল্লাহর হাবীব।
উভয় জগতে তিনি আমার পথ প্রদর্শক। সামান্য বিলম্ব হলেও সেখানে তিনি
পুনরায় এসে গেছেন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه مَرْحَبًا مَرْحَبًا رَسُوْلَ اللّٰه





দু'আ

হাত উঠাও দোস্তো দরবার মেঁ	ہاتھ اٹھاو دوستوں دربار میں
বখশিঁশি বেহদ হেঁ ইস সরকার মেঁ	بخشیش بیحد ہیں اس سرکار میں
কোন ওয়ে দরবার রাব্বুল আলামীন	کون وہ دربار ربّ العالمین
খালেক ও রাজেক জাহান কা ইয়াকীন	خالق ورزاق جہاں کا یقین

কুল জাহান মুহতাজ হেঁ উস কে হুজুর	کل جہاں محتاج ہیں اس کے حضور
আনতুমুল ফোকরা গনিয়্যুন রাব্বুন গফুর	انتم الفقراء غنیّ ربّ غفور
আয় আজিমুশশান মালেক লে খবর	اے عظیم الشان مالک لے خبر
আয় আমীমে ইহছান মালেক লে খবর	اے عمیم احسان مالک لے خبر
মাঁঙ্গতা হোঁ ভীক দাতা কর আতা	مانگتا ہوں بھیک داتا کر عطا
ইস্তাজিব ওয়াদা তেরা হে আয় খোদা	استجب وعدہ ترا ہے اے خدا
আয় খোদা হে হাত খালি মেরে পাছ	اے خدا ہے ہاتھ خالی میرے پاس
তেরি হী বখশিশিঁ করম কি মুঝ কো আছ	تیرے ہی بخشیں کرم کی مجھ کو آس
গো বুরা হোঁ আউর ইসিয়ান ছে ভরা	گو برا ہوں اور عصیان سے بھرا
পের তেরি হি দস্তে কুদরত কা বনা	پر تیرے ہی دست قدرت کا بنا
তেরে দর কো চোড় কর ঝাঁউ কাহাঁ	تیر در کو چھوڑ کر جاؤں کہاں
হে ঠিকানা জুব তেরে মেরা কাঁহা	ہے ٹھکانہ جز تیرے مرا کہاں
তো মুঝে দেখলা সিরাতে মুস্তাকীম	تو مجھے دکھلا صراط مستقیم
বাদে মর্দন দে মুঝে বাগে নঈম	بعد مردن دے مجھے باغ نعیم
তানদুরস্তী আফিয়াত কি হে তলব	تندرستی عافیت کی ہے طلب
দূর হো জাঁয়ে জু হেঁ রাঞ্জও তায়াব	دور ہو جائیں جو ہیں رنج وتعب
মাল ও মানসাব, জাহ আউর আহল ও এয়াল	مال ومنصب جاہ اور اہل وعیال
সড় বঁড়ে আউর সব রঁহে ফর খান্দাহহাল।	سب بڑھیں اور سب رہیں فرخندہ حال
যব তিলক বাকী হে উমর বে বাকা	جب تلک باقی ہے عمر بقا
হো ইতায়াত তেরি আয় রাব্বুল উলা	ہو اطاعت تیری اے ربّ العُلیٰ
ওয়াক্তে মর্দন কালমায়ে তাওহীদ পর	وقت مردن کلمۂ توحید پر
হাম সবোঁ কা খাতেমা বিল খায়র কা	ہم سبھوں کا خاتمہ بالخیر کا
হো দোয়া মকবুল হাম, সবকি খোদা	ہو دعا مقبول ہم سب کی خدا
আউর পুরা হো সবোঁ কা মুদ্দায়া	اور پورا ہو سبھوں کا مدّعا

আসেরা হে আবদে মান্নান কো তেরা

آسرا ہے عبدِ منّان کو ترا

আনতা রাব্বি আনতা হাসবি আয় খোদা

انت ربّیٓ انت حسبی اے خدا

হে বন্ধুগণ! হাত উঠাও, খোদার দরবারে, এ দরবারে দান ও দয়াসমূহ অপরিসীম।
হে রাব্বুল আলামীন! এ রাজদরবার কার?
নিঃসন্দেহে এ স্রষ্টা, দাতা ও রিযিকদাতা।
সমগ্র পৃথিবী মুখাপেক্ষী তাঁর প্রতি। । আর আমরা সকলেই নিঃস্ব, দরিদ্র ও
অভাবী আপনিই তিনি প্রতিপালক ও ক্ষমাশীল।
হে আজিমুশ শান মালিক! তুমি আমাদের খবর নাও।
হে ব্যপক দয়ার ধারক ও মালিক! তুমি আমাদের প্রতি লক্ষ্য নিও।
হে খোদা! তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তুমি দান কর।
হে খোদা! আমি ডাকে সাড়া দেব" এটাই হচ্ছে তোমার প্রতিশ্রুতি।
হে খোদা! আমার হাত শূন্য। আমি রিক্ত হস্ত।
তোমার দয়ার-দানের প্রতি আমি আশাবাদী ও আকাঙ্খী।
যদিও আমি মন্দ ও খারাপ। পাপাচারে ও অনাচারে নিমজ্জিত।
তথাপি আমি তোমারই কুদরতী হাতের তৈরী।
হে রব! তোমার দরবার পরিত্যাগ করে কোন দিকে যাবো।
তুমি ব্যতীত আমার ঠিকানা কোথায়?
হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সহজ সরল পথ দেখাও।
মৃত্যুর পর তুমি আমাকে দান কর 'জান্নাতুল নাঈমে' (বেহেশতের উদ্যান)
হে মাবুদ! প্রার্থনা করি তোমার নিকট আমাদের নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্যের।
আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট- বেদনাসমূহ সব দূর করে দাও।
অর্থ-বিত্ত, ইজ্জত ও মর্যাদা তথা সব কাজে তুমি আমাদেরকে বরকত দান কর।
সকলকে রাখ সুখী সমৃদ্ধ ও সৌভাগ্যবান।
অস্থায়ী জীবন যতক্ষণ থাকবে। তোমার আনুগত্যে রাখিও। হে মহা প্রতিপালক।
হে মাবুদ! মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তুমি আমাদের সকলকেই কালমায়ে তাওহীদ এর
উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবনের শেষ ইতি টানার তাওফীক দান করিও।
হে খোদা! তুমি আমাদের সকলের দোয়া কবুল কর। এবং তুমি আমাদের
সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণ কর।
হে খোদা! এ অধম আবদুল মান্নান তোমার প্রতি আস্থাবান ও নির্ভরশীল। তুমিই
আমার লালনকর্তা পালনকর্তা। তুমিই আমার জন্য (এ অধমের জন্য) যথেষ্ট।

মহান আল্লাহ তাআলার আসমাউল হুসনা সম্বলিত মুনাজাত

اے میرے اللہ رحمٰن ورحیم
আয় মেরে আল্লাহ রহমান ও রাহীম

يَاغَفُوْرُ يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ
ইয়া গফুরু ইয়া হালীমু ইয়া করীমু

يَا مَلِكُ يَا مَلِكُ مُلْكُ قَدِيمُ
ইয়া মালেক ইয়া মালেকে মুলকে কাদীম

يَا سَلَامُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيم
ইয়া সালামু ইয়া আলীয়্যু ইয়া আজিম

يَا مُهَيمِنُ يَا عَزِيزُ يَا أَحَدُ
ইয়া মুহায়মেনু ইয়া আজিজু ইয়া আহাদু

مُؤْمِنُ قُدُّوسُ سُبحَانُ صَمَدُ
মুমেনু কুদ্দুসু সুবহানু সামাদু

بَارِئُ جَبَّارُ قَهَّارُ رَفِيعُ
বারিয়ু জব্বারু কাহহারু রফিউ

يَا مُصَوِّرُ مُتَكَبِّرُ يَا بَدِيعُ
ইয়া মুসাওয়িরু মুতাকাববিরু ইয়া বদীয়ু

خَالِقُ فَتَّاحُ رَزَّاقُ وَعَلِيمُ
খালেকু ফাত্তাহু রাজ্জাকু ওয়া আলীমু

بَارِئُ سَتَّارُ وَغَفَّارُ وَحَلِيمُ
বারিয়ু সাত্তারু ও গাফফারু ও হালীমু

وَارِثُ وَهَّابُ مُغنِيُ يَا غَنِيُّ
ওয়ারিছু ওয়াহহাবু মুগনিয়ু ইয়া গানিয়্যু

بَرُّ تَوَّابُ مَتِينُ يَا قَوِيُّ
বাররু তাওয়াবু মতীনু ইয়া কবীয়্যু

قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا وَاسِعُ
কাবিদু ইয়া বাসেতু ইয়া ওয়াছেউ

يَا وَلِيُّ خَافِضُ يَا رَافِعُ
ইয়া ওলীয়্যু খাফেদু ইয়া রাফেউ

يَا مُعِزُّ يَا مُذِلُّ يَا بَصِيرُ
ইয়া মুয়িজ্জু ইয়া মুজিল্লু ইয়া বসীরু

يَا سَمِيعُ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ
ইয়া ছমিউ ইয়া লতিফু ইয়া খবীরু

يَا كَبِيرُ يَا مُقِيتُ يَا حَبِيبُ
ইয়া কাবীরু ইয়া মুকীতু ইয়া হাবীবু

يَا حَفِيظُ يَا رَقِيبُ يَا مُجِيبُ
ইয়া হাফীযু ইয়া রাকীবু ইয়া মুজীবু

يَا وَدُودُ بَاعِثُ رَبُّ جَلِيلُ
ইয়া ওয়াদুদু বায়েছু রাব্বু জালীলু

مُبدِعُ يَا مُحْصِيُ حَقُّ وَكِيلُ
মুবদিউ ইয়া মুহচিউ হক্কু ওয়াকীলু

يَا مُحيِ يَا مُمِيتُ مَاجِدُ
ইয়া মুহিউয়ু ইয়া মুমীতু মাজেদু,

وَاحِدُ اللهُ عَدْلُ وَاجِدُ
ওয়াহেদু আল্লাহু আদলু ওয়াজেদু

মুনয়িমু ইয়া আওয়ালু ইয়া আখারু	مُنْعِمُ یَا أَوَّلُ یَا آخِرُ
মুনতাকিমু ইয়া বাতেনু ইয়া জাহেরু	مُنْتَقِمُ یَا بَاطِنُ یَا ظَاهِرُ
ওয়ালিয়ু মুতায়ালিউ দাররু শহীদু	وَالِیُّ مُتَعَالِی ضَارُّ شَهِیْدُ
জুল জালালে হাইউ ইয়া কাইউমু মজীদু	ذُوالجَلاَلِ حَیُّ قَیُّوم مَجِیْدُ
কাদেরু ইয়া মুকসেতু ইয়া জামেউ	قَادِرُ یَا مُقْسِطُ یَا جَامِعُ
মুক্তাদেরু ইয়া নাফেউ ইয়া মানেউ	مُقْتَدِرُ یَا نَافِعُ یَا مَانِعُ
ইয়া মুকাদ্দেমু ইয়া মুওয়াখখেরু ইয়া মুয়ীদু	یَا مُقَدِّمُ یَا مُؤَخِّرُ یَا مُعِیْدُ
সাহেবে ইকরাম ইয়া ফরদু হামীদু	صَاحِبِ اِكْرَمُ یَا فَرْدُ حَمِیْدُ
নূরু বাকী ইয়া সবুরু ইয়া রশীদু	نُوْر بَاقِی یَا صَبُوْرُ یَا رَشِیْدُ
মীর সাইয়্যেদ কো মিলে বখতে সাঈদ	میرے سید کو ملے بخت سعید
বখশ দে মুফতী কো রাব্বুল আলামীন	بخش دے مفتی کو رب العالمین
আয তোফাইলে রহমাতাল লিল আলামীন	از طفیل رحمۃ للعالمین
সাকিয়ে কাওসার শাহিনশাহে আজীম	ساقئ کوثر شہنشاہ عظیم
জিনকে ইহছান হেঁ দো আলম মেঁ আমীম	جن کے احسان ہیں دو عالم عمیم

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِیْنَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ —

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পাকের ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর এ পবিত্র নামসমূহের চর্চা করবেন, আল্লাহ পাক তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (তিরমিযী শরীফ)

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِہٖ وَأَصْحَابِہٖ وَأَتْبَاعِہٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

মুফতী মঞ্জিল	**সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী**
১৪ কলুটোলা, ঢাকা	নাকশবন্দী, মুজাদ্দেদী (মুফতী)
২৪ই শাবান ১৩৭৪ হিজরী	খাদেমে হাদীস ও ইফতা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

سلام بدرگاہ خیر الانام

مصطفٰے جانِ رحمت پے لاکھوں سلام

امام اہل سنت مجدد ملت علی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ

ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত আলা
হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী আল কাদেরী

মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম	مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
শময়ে বজমে হিদায়ত পে লাখোঁ সালাম	شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام
মেহরে চরখে নবুওয়াত পে রওশন দরুদ	مہر چرخ نبوت پہ روشن درود
গুলে বাগে রিসালত পে লাখোঁ সালাম	گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام
শাহরে ইয়ারে এরেম কাজদারে হেরেম	شہریار ارم تاجدار حرم
ন ওবাহারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম	نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام
শবে আসরা কে দুলহা পে দায়েম দরুদ	شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود
নওশায়ে বজমে জান্নাত পে লাখোঁ সালাম	نوشہء بزم جنت پہ لاکھوں سلام
আরশ কি জীব ও জীনাত পে আরশী দরুদ	عرش کی زیب وزینت پہ عرشی درود
ফরশ কি তীব ও নুজহাত পে লাখোঁ সালাম	فرش کی طیب ونزہت پہ لاکھوں سلام
সাহেবে রজয়াতে শামছ ওয়া শাক্কুল ক্বমর	صاحب رجعت شمس وشق القمر
নায়েবে দস্তে কুদরত পে লাখোঁ সালাম	نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام
আরশ তা ফরশ হে জিস কে জেরেনগীন	عرش تافرش ہے جس کے زیر نگیں
উসকি কাহেরে রিয়াছত পে লাখোঁ সালাম	اُسکی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام

মুহ্ ছে বেকছ্ কি দৌলত পে লাখোঁ দরুদ	مجھ سے بیکس کی دولت پہ لاکھوں سلام
মুহ্ ছে বেবছ্ কি কুওয়াত পে লাখোঁ সালাম	مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام
রব্বে আলা কি নিয়ামত পে লাখোঁ দরুদ	رب اعلی کی نعمت پہ لاکھوں سلام
হক তায়ালা কি মিন্নাত পে লাখোঁ সালাম	حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام
হাম গরীবোঁ কে আকা পে বেহাদ দরুদ	ہم غریبوں کے آقا پہ بیحد درود
হাম ফকীরোঁ কি ছরওয়াত পে লাখোঁ সালাম	ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام
জিসকে জলওয়েছে মুরজাঁয়ে কলিয়াঁ খিলেঁ	جس کے جلوہ سے مرجھائیں کلیاں کھلیں
উস গুলে পাকে মনবত পে লাখোঁ সালাম	اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام
ওয়াসফ জিস কা হে আয়েনায়ে হক নুমা	وصف جس کا ہے آئینہ حق نما
উস খোদা সাজে তিলয়াত পে লাখো সালাম	اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام
জিস কে আগে সরে সরওয়ারাঁ খম রহেঁ	جس کے آگے سر سروراں خم رہیں
উস সরতাজে রিফয়াত পে লাখোঁ সালাম	اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام
জিস কে মাথে শাফায়াত কা সাহরা রহা	جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا
উস জবীনে সায়াদাত পে লাখোঁ সালাম	اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام
জিস কেসিজদা কো মেহরাবে কা'বা ঝুকি	جس کے سجدہ کو محراب کعبہ جھکی
উন বাঁউ কি লতাফত পে লাখোঁ সালাম	ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام
জিস তরফ উট গেয়ী দম মেঁ দম আগিয়া	جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا
উস নেগাহে এনায়ত পে লাখোঁ সালাম	اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام
নীচী আখোঁ কি শরম ও হায়া পর দরুদ	نیچی آنکھوں کی شرم وحیا پر درود

উঁচী বীণী কি রফয়াত পে লাখোঁ সালাম	اونچی بنی کی رفعت پہ لاکھوں سلام
জিস হে তারিকে দিল ঝগমগানে লগে	جس سے تاریک دل جگمگانے لگے
উস চমক ওয়ালি রঙ্গত পে লাখোঁ সালাম	اس چمک ولی رنگت پہ لاکھوں سلام
ওয়ে দোয়া জিস কা যৌবন বাহারে কবুল	وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول
উস নসীমে ইজাবত পে লাখোঁ সালাম	اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام
জিস কি তাসকীন ছে রোতে হোয়ে হাস পঁড়ে	جس کے تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں
উস তাবাসসুম কি আদম পে লাখোঁ সালাম	اس تبسم کی عادت پہ عادت پہ لاکھوں سلام
হাত জিস ছিমত উঠা গণি করদিয়া	ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کردیا
মৌজে বাহরে ছামাহত পে লাখোঁ সালাম	موج بحر سماحت پہ لاکھوں س سلام
জিস কো বারুদে আলম কি পরওয়া নেহী	جس کو بارود عالم کی پروانہیں
আয়ছে বাজো কি কুওয়াত পে লাখোঁ সালাম	ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام
নূর কে চাশমে লাহরাঁয়ে দরয়া বহেঁ	نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں
উঙ্গলীয়ুঁ কি কারামত পে লাখোঁ সালাম	انگلوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام
কুল জাহান মালিক আউর যও কি রুটি গেজা	کل جہاں مالک اور جو کی روٹی غذا
উস শেকাম কি কানায়াত পে লাখোঁ সালাম	اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام
খায়ী কুরআন নে খাকে গুজার কি কসম	کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم
উস কপে পা কি হুরমত পে লাখোঁ সালাম	اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام
জিস ছুহানী ঘড়ি চমকা তৈয়্যবা কা চান্দ	جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
উস দিল আফরোজ সায়াত পে লাখোঁ সালাম	اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام

জিসকে আগে তানী গর্দানী ঝুক গেয়ী	جس کے آگے تنی گردنیں جھک گئیں
উস খোদা দাদে শওকত পে লাখোঁ সালাম	اس خداداد شوکت پہ لاکھوں سلام
কিছ্‌ কো দেখা ইয়ে মুছা ছে পুছে কুয়ী	کس کو دیکھا یہ موسی سے پوچھے کوئی
আখোঁ ওয়ালোঁ কি হিম্মত পে লাখোঁ সালাম	آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام
উন কে মওলা কে উন পর করোরোঁ দরূদ	ان کے مولا کے ان پر کڑوڑوں درود
উন কে আসহাব ও ইতরত পেঁ লাখোঁ সালাম	ان کے اصحاب وعترت پہ لاکھوں سلام
পারহায়ে সুহুফ গুঞ্জায়ে কুদুস	پارہائے صحفِ غنچہ ہائے قدس
আহলে বায়তে নবুওয়াত পে লাখোঁ সালাম	اہل بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام
খুন খায়রুর রুসুল ছে হে জিন কা খামীর	خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر
উনকি বেলুছ নীয়াত পে লাখোঁ সালাম	انکی بے لوث نیت پہ لاکھوں سلام
সৈয়্যদা জাহেরা তৈয়্যবা তাহেরা	سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ
জানে আহমদ কি রাহত পে লাখোঁ সালাম	جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام
জানে ছারানে বদর ও উহুদ পর দরূদ	جانثاران بدر واُحد پر درود
হক গুজারানে বায়আত পে লাখোঁ সালাম	حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام
ইয়ানি আফজালুল খালকবাদার রুসুল	یعنی اس افضل الخلق بعد الرُ سُل
ছানী ইছনাইন হিজরত পে লাখোঁ সালাম	ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام
আসদাকুস সাদেকীন সাইয়্যেদুল মুত্তাকীন	اصدق الصادقین سید المتقین
চশম ও গুশে উজারত পে লাখোঁ সালাম	چشم وگوش و زرات پہ لاکھوں سلام
ওয়ে উমর জিস কে আদা পে শয়দা সকর	وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر

উস খোদা দোস্ত হযরত পে লাখোঁ সালাম	اس خدادوست حضرت پہ لاکھوں سلام
দুররে মনশুর কুরআন কি সিলক ভী	در منثور قرآن کی سلک بھی
জওজে দু নূর ইফফত পে লাখোঁ সালাম	زوج دونور عِفّت پہ لاکھوں سلام
ইয়ানি উসমান সাহেবে কামীচে হুদা	یعنی عثمان صاحب قمص ہدیٰ
হাল্লা পুশে শাহাদত পে লাখোঁ সালাম	حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام
মর্তুজা শেরে হক আশজাউল আশজাঈনে	مرتضیٰ شیر حق اشجع الا شجعین
সাকীয়ে শেরে ও শরবত পে লাখোঁ সালাম	ساقی شیر وشربت پہ لاکھوں سلام
বে আযাব ও এতাব ও হিসাব ও কিতাব	بے عذاب وعتاب وحساب وکتاب
তা আবদে আহলে সুন্নাত পে লাখোঁ সালাম	تاابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام
তেরে উন দোঁস্তো কে তোফাইল এয় খোদা	تیرے ان دوستوں کے طفیل اے خدا
বান্দা নঙ্গ খিলকাত পে লাখোঁ সালাম	بندہ ننگ خلقت پہ لاکھوں سلام
মেরে উস্তাদ, মা-বাপ, ভাই- বোন	میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہنوں
আহলে আওলদ ও আশীরত পে লাখোঁ সালাম	اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام
এক মেরা হী রহমত মেঁ দাওয়া নেঁহী	ایک میرا ہی رحمت دعویٰ نہیں
শাহ কী সারী উম্মত পে লাখোঁ সালাম	شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام
কাশ মাহশার মেঁ যব উনকি আমদ হো আউর	کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
বেঁজে সব উনকি শওকত পে লাখোঁ সালাম	بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام
মুজ সে খেদমত কে কুদসী কঁহে হ্যাঁ রেজা	مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا
মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম	مصطفٰی جان رحمت پہ لاکھوں سلام



মুনাজাত



امام اهل سنت مجدد ملت علی حضرت مولانا شاه احمد رضا خاں رحمة الله عليه

ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত আলা
হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী আল কাদেরী

ইয়া ইলাহী হর জাগা তেরী আতা কা সাথ হো	یا الٰہی ہر جگہ تیری عطاء کا ساتھ ہو
যব পড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কুশা কা সাথ হো	جب پڑے مشکل، شہ مشکل کُشا کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী ভুল জাঁউ নযায় কি তাকলীক কো	یا الٰہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو
শাদীয়ে দীদারে হুসনে মোস্তফা কা সাথ হো	شادی دیدار حُسنِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী ঘোর তীরাহ কি যব আয়ে সখত রাত	یا الٰہی گور تیرہ کی جب آئے سخت رات
উনকো পেয়ারে মুহ কি সুবহে জানপজা কা সাথ হো	ان کے پیارے منہ کی صبح جانفزا کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী যব পড়ে মাহশার মেঁ শুরে দারদগীর	یا الٰہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر
আমন দেনে ওয়ালে পেয়ারে পেশোয়া কা সাথ হো	امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী যব যবানী বাহের আয়েঁ পিয়াছ ছে	یا الٰہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے
সাহেবে কাওসার জুদ ও আতা কা সাথ হো	صاحب کوثر، شہ جُود و سخا کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী সর্দে মেহরি পরহো যব খুরশিদে হাশর	یا الٰہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر
সাইয়্যেদ বে ছায়া কে জিল্লে লেওয়া কা সাথ হো	سید بے سایہ کے ظلّ لوا کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী গরমীয়ে মাহশার ছে যব ভড়কে বদন	یا الٰہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن
দামনে মাহবুব কি ঠাণ্ডী হাওয়া কা সাথ হো	دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী নামায়ে আমাল যব খুলনে লগেঁ	یا الٰہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں
আয়-বপুশে খলকে সাত্তারে খাতা কা সাথ হো	عیب پوشِ خلق، ستار خطا کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী যব বঁহে আঁকি হিসাব জুরম মেঁ	یا الٰہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں
উন তাবাসসুম রেজ হোঁট কি দোয়া কা সাথ হো	ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو

ইয়া ইলাহী যব হিসাবে খান্দায়ে বেজা রোলায়ে	یا الٰہی جب حساب خندۂ بیجا رلائے
চশমে গিরিয়াঁ শফীয়ে মুরতাজা কা সাথ হো	چشم گریاں شفیع مرتجٰی کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী রঙ্গ লাঁয়ে যব মেরি বেবাকিয়াঁ	یا الٰہی رنگ لائیں جب میری بیباکیاں
উনকি নীচী নজরোঁ কি হায়া কা সাথ হো	انکی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী যব চলুঁ তারীক রাহে পুল সিরাত	یا الٰہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط
আফতাবে হাশেমী নুরুল হুদা কা সাথ হো	آفتاب ہاشمی، نور الہدیٰ کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী যব সরে শামশির পর চলনা পড়ে	یا الٰہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے
রাব্বে সাল্লিম কহনে ওয়ালে গমজাদাহ কা সাথ হো	ربِّ سلّم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী জো দোয়ায়ে নেক মাঁই তুজ কো করোঁ	یا الٰہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں
কুদ্দুসিয়োঁ কে রব ছে আমীন আমীন কা সাথ হো	قدسیوں کے لب سے آمیں آمیں کا ساتھ ہو
ইয়া ইলাহী যব রেজা খাকে গেঁরা সে সার উঠায়ে	یا الٰہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے
দৌলতে বেদারে ইশকে মুস্তাফা কা সাথ হো	دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو

নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

-মাহের আল-কাদেরী — -ماہر القادری

সালাম উস পর কে যিছ নে বেকঁসু কি দস্তগীরী কি	سلام اس پر کہ جس نے بیکسوں کی دستگیری کی
সালাম উস পর কে যিছনে বাদশাহী মেঁ ফকীরী কি	سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی
সালাম উস পর কে আসরারে মহব্বত যিছনে ছমজায়ে	سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے
সালাম উস পর কে যিছনে যখম খাকর ফুল বরছায়ে	سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے
সালাম উস পর কে দুশমন কো হায়াতে জাবেদানি দে দি	سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی
সালাম উস পর আবু সুফিয়ান কো যিস নে আমান দে দি	سلام اس پر کہ ابو سفیان کو جس نے امان دے دی
সালাম উস পর কে যিছ কা যিকির হে সারে সাহাবায়েফ মেঁ	سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے ساری صحائف میں

সালাম উস পর হোওয়া মজরুহ জো বাজারে তায়েফ মেঁ
سلام اس پر کہ ہوا مجروح جو بازار طائف میں

সালাম উস পর ওয়াতন কে লোক যিছকো তং করতে থে
سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے

সালাম উস পর ঘর ওয়ালে ভী যিছ ছে জং করতে থে
سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے

সালাম উস পর কে যিছ কে ঘর মেঁ চাঁদী থী না সোনা থা
سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا

সালাম উস পর কে টোটা বোদিয়া যিছকা বিছুনা থা
سلام اس پر کہ ٹوٹا بودیا جس کا بچھونا تھا

সালাম উস পর কে জো সাচ্ছায়ী কি খাতির দুখ উঠাতা থা
سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا

সালাম উস পর জো ভোখা রেহ কে আউরোঁ কো খেলাতা থা
سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا

সালাম উস পর জো উম্মত কে লিয়ে রাতোঁ কো রুতা থা
سلام اس پر جو امت کیلئے راتوں کو روتا تھا

সালাম উস পর জো ফরশে খাক পর ঝাড়ে মেঁ সোতা থা
سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا

সালাম উস পর কে যিছ কি ছাদেগী দরসে বসীরত হে
سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے

সালাম উস পর যিছ কি যাত ফখরে আদমিয়্যাত হে
سلام اس پر جس کی ذات فخر آدمیت ہے

সালাম উস পর কে যিছ নে জ্যোলিয়াঁ ভর দিঁ ফকীরোঁ কি
سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دیں فقیروں کی

সালাম উস পর কে যিছনে খোল দিঁ মশকী আছিরোঁ কি
سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی

সালাম উস পর কে আলফককরু ফখরী যিছকা ছারমায়া
سلام اس پر کہ تھا الفقر فخری جس کا سرمایہ

সালাম উস পর কে যিছ কে যিছমে আতহার কা না তা ছায়া
سلام اس پر کہ جس کے جسم اطہر کا نہ تھا سایہ

সালাম উস পর কে যিছ নে ফজল কে মুতী বকিরে হেঁ
سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں

সালাম উস পর বররোঁ কে যিছনে ফরমায়া 'ইয়ে মেরে হেঁ
سلام اس پر بروں کہ جس نے فرمایا میرے ھیں

সালাম উস পর কে যিছ চাঁদ তারোঁ নে গাওয়াহী দি
سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی

সালাম উস পর কে যিছ কি সঙ্গ পাঁরো নে গাওয়াহী দি
سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی

সালাম উস পর কে যিছ নে চাঁদ কো দু টুকরে ফরমায়া
سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا

সালাম উস পর কে যিছকে হুকুম ছে সুরুজ পলট আয়া
سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا

সালাম উস পর ফাযা যিছনে যামানে কি বদল ডালি
سلام اس پر کہ فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی

সালাম উস পর কে যিছনে কুফর কি কুওয়াত কুচাল ডালি
سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی

সালাম উস পর শেকাস্তী যিছ নে দিঁ বাতিল কে ফৌজুকো
سلام اس پر شکست یں جس نے دیں باطل کی فوجوں کو

সালাম উস পর কে সাকিন কর দিয়া তুফান কি মৌজুকো
سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کی موجوں کو

সালাম উস পর কে যিছনে কাফেরোঁ কে জোর কো তৌড়া
سلام اس پر کہ کافروں کے زور کو توڑا

সালাম উস পর কে সাকিন কর দিয়া তুফান কি মৌজুঁ কো
سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کی موجوں کو

সালাম উস পর সরে শাহিনশাহী যিছনে ঝুকায়া থা
سلام اس پر کہ سر شا، منشہی جس نے جھکایا تھا

সালাম উস পর কে যিছনে কুফর কো নীচা দেখায়া থা
سلام اس پر کہ جس نے کفر کو نیچا دکھایا تھا

সালাম উস পর কে যিছনে জিন্দেগী কা রাজ ছামকায়া
سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا

সালাম উস পর কে জো খোদ বদর কে ময়দান মেঁ আয়া
سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا

সালাম উস পর কে ভুলা সেকতে নেহী যিছকা কভী ইহছান
سلام اس پر بھلا سکتے نھیں جس کا کھی احسان

সালাম উস পর মুসলমানো কো দি তলোয়ার আউর কুরআন
سلام اس پر مسلمانوں کو دی تلوار اور قرآن

সালাম উস পর কে যিছ কা নাম লেকর উস কে শায়দায়ী
سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی

উলট দেহে হেঁ তাখতে কায়সিরিয়াত উজে ওয়া আরায়ী
الٹ دیتے ھیں تخت قیصریت اوج وار آئی

সালাম উস পর কে যিছকে নাম লেওয়া হর যমানে মেঁ
سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں

বড়া দিয়ে হেঁ টুকড়া সর ফরুশী কে ফাসানে মেঁ
پڑھا دیے ھیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں

সালাম উস পর কে যিছ কে নাম কি আজমত পর কট মরনা
سلام اس پر کہ جس کے نم کی عظمت پر کٹ مرنا

মুসলমানো কা ইয়াহী ঈমান, ইয়াহী মকসাদ, ইয়াহী শেওয়া
مسلمانوں کا یہی ایمان مقصد یہی شیوا

সালাম উস যাত পর যিছ কে পেরেশান হাল দিওয়ানে
سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے

ছুনা সেকতে হেঁ আব ভী খালেদ ও হায়দারকে আফসানে
سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے

দরুদ উস পরকে যিছ কি বজম মেঁ কিসমত নেহি ছুতি
درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نھیں سوتی

দরুদ উস পরকে যিছ কে জিকির ছে সায়রী নেহি হুতি
درود اس پر جس کے ذکر سے سیری نھیں ھوتی

দরুদ উস পর কে যিছ কা নাম তাসকীনে দিল ও জান হে
درود اس پر کہ جس کانام تسکین دل وجان ھے

দরুদ উস পর কে যিছকে খলক কি তাফসীর কুরআন হে
درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ھے

দরুদ উস পর তাবাসসুম যিছ কা গুল কে মুসকরানে মেঁ
درود اس پر تبسم جس کاگل کے مسکرانے میں

দরুদ উস পর কে যিছকা ফয়জ হে সারে যমানে মেঁ
درود اس پر کہ جس کافیض ھے سارے زمانے میں

দরুদ উস পর কে যিছ কা নাম লেকর ফুল খেলতেহেঁ
درود اس پر کہ جس کان نام لے کر پھول کھلتے ہیں

দরুদ উস পর কে যিছ কে ফয়জ ছে দু দোস্ত মিলতে হেঁ
درود اس پر کہ جس کے فیض سے دو دوست ملتے ہیں

দরুদ উস পর কে যিছকা তাযকেরা আইনে ইবাদত হে
درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے

দরুদ উস পর কে যিছকি জিন্দেগী রহমত হী রহমত হে
درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے

দরুদ উস পর কে জো থা সদরে মাহফিল পক বাঁজো মেঁ
درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاکبازوں میں

দরুদ উস পর কে যিছ কা নাম লেতে হেঁ নামাজোঁ মেঁ
درود اس پر کہ جس کانام لیتے ہیں نمازوں میں

দরুদ উস পর মকীনে গুম্বদে খাযরা যাছে কাহিয়ে
درود اس پر مکین گنبد خضراء جسے کہئے

দরুদ উস পর শবে মেরাজ কা দোলহা যাছে কাহিয়ে
درود اس پر شب معراج کادولھا جسے کہئے

দরুদ উস পর যছে শময়ে শবিস্তানে আজল কাহিয়ে
درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہئے

দরুদ উস পর আবদ বজম কা যিছকো কঁবল কহিয়ে
درود اس پر ابد کی بزم کا جس کو کنول کہئے

দরুদ উস পর বাহারে আলমে গুলশান যাছে কাহিয়ে
درود اس پر بہار عالم گلشن جسے کہئے

দরুদ উস পর যাতপর ফখরে বনি আদম যছে কাহিয়ে
درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہئے

রাসূলে মুজতাবা কাহিয়ে, মুহাম্মদ মোস্তফা কাহিয়ে
رسول مجتبی کہئے محمد مصطفی کہئے

ওয়ে যিছকো হাদী দা মা কাদেরা খুয মা সাফা কাহিয়ে
وہ جس کو ھادی دع ماکدر خذ ماصفا کہئے

দরুদ উস পর জো মাহির কি উমিদওয়ারোঁ কা মলজাহে
درود اس پر جو ماھر کی امیدواروں کا ملجا ہے

মুফতী-এ-আযম
সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহঃ)

উপমহাদেশের যে কয়েকজন আলেমে দ্বীন তাদের সূতীক্ষ্ণ মেধায়, নিরলস অধ্যাবসায় ও সুউচ্চ যোগ্যতার মাধ্যমে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরব জগতকেও মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকার্‌রমের সর্বপ্রথম খতীব (১৯৬৪-১৯৭৪) মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.)। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফতী। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থাবলীর রচয়িতা ও সংকলক।

জন্ম

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) ১৯১১ সালের ২৪ জানুয়ারী (১৩২৯ হিজরী ২২ মুহাররম) রোজ সোমবার বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত পাঁচনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হাকিম আবদুল মান্নান (রহ.) এবং মা সৈয়দা সাজেদা। তিনি চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। পিতা ও মাতা উভয় সূত্রেই তিনি (নাজিবুত্তারাফাইন)। জন্মের পর মুফতী সাহেবের নাম রাখা হয় ' মুহাম্মাদ ' এবং লকব আমীমুল ইহসান । স্বয়ং মুফতী সাহের (র) বলেন, "আমার চাচা মাওলানা সাইয়্যেদ আবদুদ দাইয়ান (র) আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার দাদী সাহেবা আমার জন্মের কয়েক মাস পূর্বে এক মুবারক স্বপ্ন দেখেন, যাহাতে আমার লকব আমীমুল ইহসান রাখিবার জন্য সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল।" 'আত-তাশাররুফ লি আল-আদাবিত তাসাওউফ' গ্রন্থে হযরত মুফতী সাহেব নিজেই উক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার চাচাও অনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী জীবনের প্রতিটি স্তরেই এই সুসংবাদপ্রাপ্ত নাম সার্থক প্রমাণিত হইয়াছিল। আল্লামা মুফতী সাহেবের দাদা সাইয়্যেদ নূরুল হাফেয আল-কাদেরী[২] (র) একজন কামেল সাধক ছিলেন। তিনি কুরআন করীমে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলী আল-কাদেরী আল মোজাদ্দেদী আল মুংগেরীর একজন খলীফা ছিলেন।

বংশ-পরিচয়

মহান চরিত্রের অধিকারী হযরত আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (র) তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে নিজ বংশ-পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এর মাধ্যমে এবং তার নসবনামা থেকে যতদূর জানা যায় কারবালার শোকাবহ

ঘটনার পর আহলে বাইতের সদস্যরা বিশেষ করে সাইয়্যেদ ইমাম হোসাইন এর একমাত্র পুত্র যিনি কারবালার যুদ্ধে অসুস্থ থাকার কারনে যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে পারেন নি এবং জীবিত বেচে যান ইমাম যয়নুল আবেদিন (রঃ)। সেই ইমাম যয়নুল আবেদিন এর সন্তানদের অনেকেই ইয়ামানে বসবাস শুরু করেন। তাদেরই সেই সাইয়্যেদ বংশের কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি হিন্দুস্তানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের বংশধারাতেই হযরত আল্লামা মুফতী সাহেবের পূর্বপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন। 'আত তাশাররুফ লি আল-আদাবিত তাসাওউফ' নামের প্রসিদ্ধ তাসাওফ শাস্ত্রের একটি আরবি গ্রন্থে তিনি স্বয়ং তাঁর বংশ পরিচয় উল্লেখ করেছেন। তাঁর বংশ-তালিকা বা নসবনামা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রা) বিনতে সাইয়েদুল মুরসালিন ওয়ান নবীঈন জনাবে রাসূলে আকরাম ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই কারণে তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ নামের পূর্বে 'সাইয়্যেদ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

শিক্ষাজীবন

মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) তাঁর পিতা ও চাচার নিকট থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে তাঁর চাচা সাইয়্যেদ আব্দুদ দাইয়্যানের (রহ.) নিকট হতে পূর্ণ ত্রিশ পারা কুরআন খতম করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচা সাইয়্যেদ আবদুদ দাইয়ান সাহেব তাঁহাকে ফার্সি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান দান করেন। পাঞ্জাবের মহান সাধক সাইয়্যেদ আল্লাহ ইয়ার শাহ্ কাদেরীর (মৃ. ১১৫৩ হি.) বংশধর হযরত সাইয়্যেদ আবু মুহাম্মাদ বারকত আলী শাহ্ (রহ.) কলকাতায় বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেস, ফকীহ, সূফী ও আল্লাহ প্রদত্ত কাশ্ফ জ্ঞানের অধিকারী। মুফতী সাহেবের শিক্ষার প্রতি এমন অদম্য স্পৃহা দেখে তাঁর পিতা তাকে সাইয়্যেদ বারাকাত আলী শাহ (রহ.)-এর দরবারে নিয়ে যান। শাহ সাহেব নিজ ভক্ত মুরীদদের সাথে আসা শিশু আমীমুল ইহসান কে দেখে মুগ্ধ হন। মাত্র দু বছরের ব্যবধানে মুফতী সাহেব হযরত বারকাত আলী শাহ (রহ.)-এর নিকট থেকে আরবী ব্যাকরণের (মীজান মুনশায়ের) প্রাথমিক জ্ঞান রপ্ত করেন এবং পাশাপাশি উচ্চতর ফার্সী সাহিত্য ও তাজবীদের প্রাথমিক জ্ঞান গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মুফতী সাহেব (রহ.) হযরত শাহ বারকাত আলী শাহ (রহ.)-এর মুরীদ হন। তাই মুফতী সাহেব নিজের নামের শেষে 'বারকাতী' কথাটি যুক্ত করেন।মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর ভাবী শ্বশুর উক্ত ওলীআল্লাহ হযরত সাইয়্যেদ বারকাত আলী শাহ্র নিকট কুরআন মাজীদের অনুবাদ, সূফী মতবাদ সম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকা, ইলমে সরফ, তফসীর, হেসনে হাসিন ও ফার্সি সাহিত্যের উচ্চতর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন।

উচ্চশিক্ষা

১৯২৬ সালে পনের বছর বয়সে মুফতী সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ফাযিল ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং "মুমতাজুল মুহাদ্দিসিন" উপাধি প্রাপ্ত হন তিনি আলিম পরীক্ষায়ও হাদীস বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। ১৯৩৪ সালে তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা মুফতী মুশতাক আহমেদ কানপুরী (রহ.) সাহেব এর নিকট থেকে 'মুফতী' সনদ লাভ করেন। তখন থেকে তিনি 'মুফতী' খেতাবে আখ্যায়িত হন।

কর্মজীবন

হযরত আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র) ১৩৪৬ হিজরীতে তাঁর আব্বাজানের ওফাতের দুই মাস পূর্বে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এই সম্পর্কে তিনি 'ফেকহুস সুনান ওয়াল আসার' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আমার পিতা আমাকে তাঁর জামা পরিধান করান, তাঁহর তাবাররুকাত দান করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন ইন্তেকালের মাত্র দুই মাস পূর্বে।"

১৯২৭ সালে মুফতীসাহেব পিতৃহীন হয়ে পড়েন। পিতার জীবিত সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। উল্লেখ্য মুফতী সাহেবের বড় ভাই সাইয়্যেদ আযীমুশ্শান কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। পিতা হযরত সাইয়্যেদ আবদুল মান্নানের ইন্তেকালের পর ছোট ভাই বোনের লালন-পালন ও শিক্ষার দায়িত্ব, পিতার চিকিৎসালয় ও পারিবারিক প্রেস পরিচালনা, গৃহ সংলগ্ন (জালুয়াটুলীস্থ) মসজিদের ইমামের দায়িত্ব প্রভৃতি তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। আল্লাহর অসীম দয়ায় তিনি নবীন হলেও এসব দায়িত্ব অত্যন্তসুষ্ঠুভাবে ও কৃতিত্বের সাথে পালন করেন।

কলিকাতার নাখোদা মসজিদ ও মাদ্রাসায় মুফতী সাহেব

১৯৩৪ সালে মুফতী সাহেবকে কলকাতার বৃহত্তর জামে মসজিদ "নাখোদা মসজিদ" এর সহকারী ইমাম ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৩৫ সালে তাকে 'নাখোদা মসজিদ' এর মাদ্রাসার দারুল ইফতার প্রধান মুফতীর দায়িত্ব দেয়া হয়। এ সময় তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যাকল্পে প্রায় লক্ষাধিক ফাতওয়া প্রদান করেন। এ সময় তার সুনাম ও যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নাখোদা মসজিদের ও দারুল ইফতার দায়িত্ব প্রশংসনীয়ভাবে পালন করেন। এইজন্য ১৯৩৫ সালে কলকাতা সরকার তাকে একটি বিশেষ সীলমোহর প্রদান করে যাতে লেখা ছিল গ্রান্ড মুফতী

অফ কলকাতা GRAND MUFTI OF CALCUTTA । তখন থেকে আজ অবধি তিনি অধিক সমাদৃত হন **মুফতী-এ-আযম** উপাধি এর মাধ্যমে।

কলিকাতার কাজী পদে হযরত মুফতী সাহেব

১৯৩৭ সালে বৃটিশ সরকার হযরত মুফতী সাহেবকে মধ্য কলিকাতার কাজী পদে নিয়োগ করেন। এই সময় তিনি একাধারে নাখোদা মসজিদের ইমামত, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় অধ্যাপনার দায়িত্ব এবং কাজী পদের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করিতে থাকেন। ১৯৪৩ সালে মাদ্রাসায়ে আলিয়ায় অধ্যাপনার কাজে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এইসব কাজ যথারীতি পালন করেন। ১৯৪০ সালে তিনি আঞ্জুমানে কুররায়ে বাংলার (বাংলার ক্বারী সমিতি) সভাপতি নিযুক্ত হন।

আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা

১৯৪৩ সালে মুফতী সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সাল থেকে ভারত বিভাগ (১৯৪৭) পর্যন্ত তিনি টাইটেল কামিল ক্লাসে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এবং ফাযিল শ্রেণীতে উর্দু-ফার্সী শিক্ষা দিতেন। ১৯৪৭ সালে আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি এই দেশে হিজরত করে আসেন। তখন তিনি নতুনভাবে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনার কাজে জড়িত হন। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন সরকার তাকে ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৫৫ সালে আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী অবসর গ্রহণের পর মুফতী সাহেব অস্থায়ীভাবে সেই পদে নিয়োগ পান। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মুফতী সাহেব স্থায়ীভাবে সেই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

আলিয়া মাদ্রাসায় কর্মরত অধ্যাপক হিসাবে মুফতী সাহেব ব্যাখ্যাসহ বুখারী শরীফ পড়াইতেন। তাঁর নিজের উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি কমপক্ষে পঁচিশবার বুখারী শরীফের মতো সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্যতম সুবৃহৎ কিতাবটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়েছেন। হাজার হাজার হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। হাদীসের ওস্তাদ হিসাবে তাঁর পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অল্প সময়ের মধ্যেই আলেম সমাজে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে দ্বীনী কিতাব প্রণয়ন এবং ধর্মীয় কাজে সময় দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ১৯৬৯ সালের ১ই অক্টোবর উক্ত পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন।

কলকাতা থেকে ঢাকায় হিজরত

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মুফতী-এ আযম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের ২২ তারিখে হিজরত করে কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। তখন তিনি আলিয়া মাদ্রাসার[1] পাশেই থাকতেন।

---

[1] তখন অস্থায়ী ভিত্তিতে আলিয়া মাদ্রাসা বর্তমান ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলে স্থাপিত হয়।

মুফতী সাহেবের ঢাকায় আগমনের বছর খানেকের মাথায় ১৯৪৮ সালের ফ্রেবুয়ারী মাসের ৫ তারিখে ঢাকায় আসেন তারই ছোট ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.)।

ঢাকায় বসবাস ও মসজিদ নির্মান

১৯৪৭-৪৮ এর কোন এক সময় জনৈক এক ব্যক্তি সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.)-কে বর্তমান মসজিদে মুফতী-এ আযম-এর বর্ণনা দিয়ে বলল, সেখানে একটি মসজিদের মতো ইমারত আছে। আপনি যদি আপনার ভাইয়ের সাথে সেই মসজিদটির ব্যাপারে চিন্তা করেন তবে খুব ভাল হয়। প্রথমে হযরত নোমান বারকাতী (রহ.) নিজে উক্ত ব্যক্তির সাথে এসে এই জায়গা পরিদর্শন করেন। যখন তিনি দেখে বুঝতে পারেন এটি একটি মসজিদ ছিল তখন হযরত নোমান বারকাতী সাহেব বিষয়টি তার শ্রদ্ধেয় বড় ভাইকে জানান। এরপর একদিনে উভয় ভাই মিলে মসজিদ দেখতে আসেন।

উভয় ভাই মিলে যখন মসজিদ দেখতে আসেন তখন আল্লাহর ঘরের এই ভগ্নদশা দেখে ব্যথিত হন এবং উদ্যোগ নেন নবরূপে এটিকে মসজিদ হিসেবে গড়ে তোলার। তারা এখানে এসে মসজিদকে পরিষ্কার করেন ও নামাযের উপযোগী করে তোলেন। তখন অনেক দিন পর এই মসজিদে আযান দেন হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.)। আর ইমামতি করেন মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.)। তাঁদের সেই الله اكبر ধ্বনির তাকবীর এত বছর আর এই মসজিদে বুলন্দ করণের আজ অবধি সেই الله اكبر এর তাকবীর জারি আছে। বলাবাহুল্য এই দুই ভাইয়ের অসীম দৃঢ়তা ও প্রাণান্তর চেষ্টার ফলেই আস্তাকুড়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে এই ঐতিহ্যবাহী মসজিদে মুফতী-এ আযম। মুফতী সাহেব হুজুর এই মসজিদের নাম দিয়েছিলেন নকশবন্দী মসজিদ। হয়। তবে ১৯৯৪ সালে মসজিদকে যখন সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তি দিয়ে গড়া হয় সেই সময় থেকে মহল্লাবাসীর উদ্যোগে এই মসজিদের নাম রাখা হয় মসজিদে মুফতী-এ আযম। উল্লেখ্য মুফতী সাহেবে হুজুর এই মসজিদের খেদমতের জন্য মসজিদ সংলগ্ন একটি বাড়ী ক্রয় করেন এবং আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন। ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তানে) কাবা শরীফের গেলাফ প্রস্তুত করা হয়। তখন সেই গেলাফটি ঢাকায় আনা হয় প্রদর্শনীর জন্য। ঢাকায় কাবা শরীফের গেলাফ প্রদর্শনীর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন মুফতী সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ গোফরান বারকাতী (রহ.)।

দুই বাংলার ঈদগাহতে ইমামতির গৌরব অর্জন

মুফতী সাহেবের একটি অনন্য অর্জন রয়েছে যে তিনি দুই বাংলার ঈদগাহতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কলকাতা থাকার সময় ১৯৪৭ সালে তিনি কলিকাতার ঈদগাহে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। পরে ১৯৫৫ সালে আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মাওলানার পদে উন্নীত হবার পর তৎকালীন ঢাকার প্রধান ঈদগাহ পুরানা পল্টন ময়দানে ঈদের জামাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

বায়তুল মুকাররমের প্রধান খাতীব ও ইমাম

১৯৬৪ সালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন কমিটির চেয়ারম্যান ইয়াহিয়া বাওয়ানীর অনুরোধে এবং মসজিদ কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে তিনি সেই মসজিদের খতীব এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এই মহান দায়িত্ব কৃতিত্ব সহকারে পালন করেন। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) প্রতি শুক্রবার সেখানে জুমার নামাজ পড়াতেন এবং আরবীতে স্বরচিত খুৎবা পড়তেন। খুৎবার বঙ্গানুবাদ পূর্বেই শ্রোতাদেরকে শোনানো হত। অভিনব পদ্ধতিতে অনর্গল বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় তাঁর খুৎবা প্রদানের অপূর্ব দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই বিরল ব্যাপার। আরবদেশ থেকে আগত অনেক উচ্চশিক্ষিত আলেম ও রাষ্ট্রনায়ক তাঁর খুৎবা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন।

তাসাউফ এর পথে মুফতী-এ আযম

মুফতী-এ আযম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) যেমন একজন হাক্কানী আলেমে দ্বীন ছিলেন তেমনি ইলমে তাসাউফ এর প্রাণপুরুষ ছিলেন। নিজ প্রাথমিক জীবনে তিনি তার চাচা হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আব্দুদ দাইয়্যান বারাকাতী এবং শ্বশুর সাইয়্যেদ আবু মুহাম্মাদ বারকত আলী শাহ এর কাছ থেকে বিভিন্ন তরীকতের ইজাজাত গ্রহন করেন। ঢাকায় আগমনের পর তার সুহৃদ হযরত শাহ সাইয়েদ আবদুস সালাম আহমদ (রহ.) তাকে বায়আত প্রার্থীদের মুরিদ করিতে অনুরোধ করেন। এর ফলে তিনি নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদীয়া বারকাতীয়া তরীকা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

হযরত মুফতী সাহেব নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরীকার মহান সাধকগণের উসিলা দিবার সময় নামের আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট ফার্সী কবিতাটি (শাজরা শরীফ)[২] মনমাতানো আবেগাপ্লুত কণ্ঠে পরতেন।

[২] শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে।

জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সাধনা

একজন ব্যাক্তি যদি আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের নৈকট্য হাসিল করতে চায় তাকে অবশ্যই দ্বীনী ইলম হাসিল করতে হবে। এইজন্য আল্লাহপাক তার মাকবুল বান্দাদেরকে দ্বীনের ইলম অর্জন করার সৌভাগ্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন-

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ○ (متقف عليه)

অর্থ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন যে আল্লাহপাক যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সুষ্ঠু ইলম দান করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহঃ) ছিলেন এমনই "বাহরুল উলূম" (ইলমের সাগর) যাকে আল্লাহপাক দ্বীনে ইসলামের ইলমর ফায়েজ ও বারাকাত দিয়ে ধন্য করেন। হযরত মুফতী সাহেব ইসলামের আসল খিদমত করেছেন অসংখ্য দ্বীনী কতিাব রচনার মাধ্যমে। তিনি নিজ জীবনে ২০০ এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু কিতাবের নামের তালিকা দেয়া হল।

ইলমে তফসীর এবং উসূলে তফসীর

ইতহাফুল আশরাফ বি হাশিয়াতিল কাশশাফ	اتحاف الأشرف بحاشية الكشاف
আল ইহসানুস সারী বিত তাওযিহ ই তাফসিরই সহীহিল বুখারী	الا حسان السارى بتو ضيح صحيح البخا رى
আত তানবীর ফি উসূলিত তাফসির	التنوير فى أصول اتفسير
আত- তাবশীর ফি শরহিত তানবীর ফি উসূলিত তাফসির	التبشير فى شرح التنبور فى أصول اتفسير

ইলমে হাদীস এবং উসূলে হাদীস

আল ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার	الفقه السنن والا شار
মানাহিজুস সুআদা	منا هج السعداء
উমদাতুল মাযানী বি তাখরিজে আহাদীস মাকাতিবুল ইমামুর রাব্বানী	عمدة المجا نى بتخريج احديث مكا تيب الأم الر با نى

আল আরবাঈন ফিস্ সালাত	الأربعن فی الصلوة
আল-আরবাঈন ফিল মাওয়াকিত	الأربعن فی المواقیت
আল আরবাঈন ফিস্ সালাতি আলান নবী ﷺ	الأربعن فی الصلوة علی النبی ﷺ
জামে জাওয়ামেউল কালাম	جامع جوامع الكلام
ফিহিরস্তত কানযুল উম্মাল	فهر ست كنز العمال
মুকাদ্দামায়ে সুনানে আবু দাউদ	مقدمه سنن ابی داؤد
মুকাদ্দামায়ে মারাসিলে আবু দাউদ,	مقدمه مر سیل ابی داؤد
আমল-লাইল ওয়ান নাহার	عمل الیل والنهار
মীযানুল আখবার	میزان الأخبار
মিয়ারুল আসার	معیار الآثار
হাশিয়ায়ুস সাদী	حواشی السعدی
তোহফাতিল আখিয়ার	تحفة الأ خیار
তালিকাতুল বারকতী	تعلیقات البرکتی
তালখীসুল মারাসিল	تخلیص المراسیل
আসমাউল মুদিল্লীন ওয়াল মুখতালিতীন,	اسماء امدلسین والمخطلطین
কিতাবুল ওয়াযেয়ীন	کتاب الوضعین
মিন্নাতুল বারী	منة البری

ইলমে ফিকহ এবং উসূলে ফিকহ

ফাতাওয়ায়ে বারকাতীয়া	فتوی برکتیه
তরীকায়ে হজ্জ,	طریقۂ حج
আল কুরবাহ ফিল কুরা,	القرة فی الكرة
হাদিয়াতুল মুসাল্লীন	هدیة المصلین
আত্তনবীহ লীল ফকীহ	التنبه للفقیه
লুববুল উসূল	لب الاصول
মালাবুদ্দা লিল ফকীহ	ملا بد للفقیه

আত- তারীফাতুল ফিকহিয়্যাহ	التعریفات الفقهیه
উসূলুল কারখী	أصول الكر خی
উসূলুল মাসায়েলীল খিলাফিয়্যাহ	أصول المسا ئل الخلا فية
কাওয়ায়েদুল ফিকহ	القواعد الفقهية
আদাবুল মুফতী,	آدب المفتی
তুহফাতুল বারকাতী বি-শরহে আদাবুল মুফতী	تحفة البر كتي بشر ح آدب المفتی

সীরাত

আওজায়ুস সিয়ার	أو جز السیر فی سیرة خیرالبشر
আনফাউস সিয়ার	انفع السیر
সীরাতে হাবিবে ইলাহ	سیرت حبیب اله
রেসালা-হায়াতে আবদুস সালাম	رسالہ حیات عبدالسلام

ইলমে তাসাওউফ

রেসালায়ে তরীকাত	رسالہ طریقت
আততাশাররুফ লি আদাবিত তাসাওউফ	التشرف لآ داب التصوف

তারীখ (ইতিহাস)

তারীখে ইসলাম	تاریخ اسلام
তারিখে আম্বিয়া	تواریخ انبیاء
তারিখে ইলমে হাদীস	تاریخ علم حدیث
তারীখে ইলমে ফেকাহ	تاریخ علم فقه
আল হাভী ফি যিকরিত তাহাভী	الحاوی فی ذکر الطحاوی
তারিফুল ফুনুন ওয়া হালাতে মুসান্নেফিন	تعریفات الفنون وحالات مصنفین
নাফয়ে আমীম	نفع عمیم

ইলমে নাহু ও শরফ (ব্যাকরণবিদ্যা)

মুকাদ্দমাতুন নাহু	مقدمة النحو
নাহু ফারসী	نحو فارسی

ওয়াজ ও মিলাদ

মজুমায়ে খুতবাত	مجموعہ خطبات
মজুমায়ে ওয়াজ	مجموعہ وعظ
ওয়াজিফায়ে সাদিয়া বারকাতীয়া	وظیفہ سعدیہ برکتیہ
শাজারা শরীফ	شجرہ شریف
সিরাজাম মুনীরা ও মিলাদ নামা	سراجا منیرا اور میلاد نامہ

উর্দু সাহিত্য

আদবে উর্দু,	آداب اردو
শরহে শিকওয়াহ ওয়া জওয়াবে শিকওয়াহ	شرح شکوہ جواب شکوہ

বিবিধ

মুযীলুল গাফলাহ আন সিমতিল কিবলাহ	مزیل الغفلة عن سمت القبلة
মুয়াল্লেমুল মীকাত	معلم الميقا يت
নিযামুল আওকাত	نظام الأوقات
ধোপঘড়ি	دھوپ گھڑی
ওয়াসিয়াতনামা	وصیت نامہ

হযরত মুফতী সাহেবের অনেক গ্রন্থ মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত। তাঁর প্রধান কিতাবসমূহ যেমন- ফিকহুস সুনানে ওয়াল আসার, সীরাতে হাবিবে ইলাহ, তারীখে ইলমে ফিকাহ, তারীখে ইসলাম, তারীখে ইলমে হাদীস, আদাবুল মুফতী, কাওয়ায়েদুল ফিকাহ, মীযানুল আখবার, মিয়ারুল আসার প্রভৃতি মিসরের জামে আল আজহার, ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দসহ, পাকিস্তান সিরিয়া, মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সকল কওমী, আলিয়া মাদ্রাসা গুলোতে পাঠ্য বই হিসাবে পড়ানো হয়।

এছাড়াও তার রচিত "কিতাবুল আওকাত" এর উপর ভিত্তি করেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তাঁর রচিত নামাযের সময়সূচি অনুযায়ী বর্তমানে সারা বাংলাদেশে নামাযের সময় ও ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়।

হযরত মুফতী সাহেব একজন বই প্রেমিক মানুষ ছিলেন। কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও যিকির এর মাঝেই নিয়মিত কিছু সময়ই দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ছিল সাড়ে তিন হাজারের অধিক বিভিন্ন ইসলামী কিতাব, এরমধ্যে কিছু প্রাচীন ও দুর্লভ কিতাব তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর পীর ও মুর্শীদ এবং শশুর সাইয়্যেদ আবু মুহাম্মাদ বারকত আলী শাহ (রহঃ) এর নিকট থেকে। হযরত মুফতী সাহেবের ছাত্ররা এইজন্য গর্ব করে বলত আলিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরীর চেয়ে অধিক বই মুফতী সাহেবের কাছে আছে।

দৈনন্দিন জীবন

হযরত আল্লামা মুফতী সাহেব শেষ রাতে শয্যা ত্যাগ করে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। অতঃপর ফজরের জামা'আতে শরীক হতেন। নামায সমাপ্তির পর নিজ বিশেষ কক্ষে প্রবেশ করতেন। তথায় খাজেগাঁ, তাসবীহ-তাহলীল এবং তিলাওয়াতে কালামে পাক ইত্যাদি পর্ব সম্পাদন করতেন। সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করতেন। ইশরাক পর্যন্ত এরূপ করতেন। অতঃপর ইশরাক আদায় করে বিশ্রাম কক্ষে কিছু সময় বিশ্রাম নিতেন। তারপর প্রাতরাশ করতেন।

তাঁর নাস্তা ছিল সাধারণ, রুটি, গোস্ত, মুরগীর গোস্ত, ডিম কম পরিমাণ খাসির গোস্ত, সকালে রুটি, দুপুরে ভাত এবং রাতে রুটি, সাঁঝের বেলা নাস্তার কোন বাদ্যবাধকতা ছিল না। তবে তা চলত। পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। নাস্তার পর এক ঘন্টা সময় ভালভাবে ঘুমানোর চেষ্ট করতেন। নিদ্রা ত্যাগ করে ওযূ সমাপন করে সালতুত দোহা পড়তেন। অতঃপর বিশেষ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করতেন ও সাড়ে নয়টা পর্যন্তলেখা পড়ায় আত্মনিয়োগ করতেন। এ সময় তিনি কুরআনে এক মঞ্জিল হিফজুল বাহার ও কিছু ওয়াযীফা কালামও পড়তেন। অতঃপর সাড়ে নয়টা হতে দশটার কাছাকাছি সময় মাদ্রাসায়ে চলে যেতেন। মাদ্রাসা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর (নভে. ১৯৫৯) সাক্ষাতপ্রার্থীদেরকে সাক্ষা

দিতেন। কোন সময় হাদীস ও তাফসীর অধ্যয় করতেন। কিছু লিখতেন। অতঃপর আরবী শিক্ষায় আগ্রহী কিছু ছাত্রকে তালীম দিতেন। সাড়ে বারোটা পর্যন্তএভাবে চলত। অতঃপর মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন চলত। হুযুর মসজিদে চলে যেতেন, যুহর নামায সমাপ্তির পর ঘরে ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজের অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি জীবনে কখনো বাম পাশে শোননি। অতঃপর তিনটার দিকে শয্যা ত্যাগ করতেন। সাড়ে তিনটার দিকে পাঠকক্ষে প্রবেশ করে পুস্তক অধ্যয়ন ও

লিখায় মনোনিবেশ করতেন। আসর পর্যন্তএরূপ করতেন। আসর নামায সামপন করে পুনারায় পাঠকক্ষে ফিরে আসতেন এবং দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দিতেন ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহন করতেন। এ সময় খতমে খাজেগাঁর এক মজলিস বসত। কোন সময় তাফসীর করতেন। মাগরিবের পর, সকাল বেলা ও আসরের পর এ তিন সময় সাক্ষাৎ প্রার্থীদেরকে সাক্ষাৎ দিতেন। মাগরিবের পর খতমে খাজেগাঁর মজলিসও বসত। ইশার পর শয্যা গ্রহণ করতেন। তিনি সচরাচর রাত দশটার মাঝেই শয্যা গ্রহণ করতেন। তাঁর দরবারে আলিম উলামা, আধুনিক শিক্ষিত, সাধারণ সকল পর্যায়ের লোকদের আগমন ঘটত।[৩]

হজ্জ পালন

হযরত আল্লামা মুফতী সাহেব (রহঃ) জীবনে তিনবার বায়তুল্লাহর হজ্জে মবরূর পালন করেন। সর্বপ্রথম এবং ফরয হজ্জ আদায় করেন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৬৮ সালে তিনি দ্বিতীয়বার সস্ত্রীক এবং ১৯৭১ সালে তৃতীয় হজ্জ পালন করেন।

পারিবারিক জীবন

হযরত মুফতী সাহেবের আদব ও আখলাকে সন্তুষ্ট হয়ে সাইয়্যেদ আবু মুহাম্মাদ বারকত আলী শাহ সাহেব ১৯২২ সনে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সাইয়্যেদা মায়মুনার সঙ্গে নিকাহ করান। কিছু দিন পরই ১৯২৯ সালে তার এই সহধর্মীনি ইন্তেকাল করেন। হযরত মুফতী সাহেবের এই স্ত্রী থেকে এক কন্যা সাইয়্যেদা সুলতানা খাতুন এর জন্ম হয়েছিল, অল্প বয়সেই তার ইন্তেকাল হয়।

অতঃপর তিনি ১৯৩০ সনে দ্বিতীয়বার সাইয়্যেদা ফাতেমার সঙ্গে নিকাহ করেন। ১৯৩৭ ঈসায়ী সনে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীও ইন্তেকাল করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি তৃতীয়বারের মত দ্বিতীয়া স্ত্রীর ভগ্নিকে সাইয়্যেদা খাদিজাকে বিবাহ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর এই স্ত্রী ১৯৮৫ সনের ১৮ জানুয়ারি মোতাবেক ১৪০৫ হিজরীর ২৫ রবিউস সানী ইন্তেকাল করেন।

হযরত মুফতী সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী থেকে এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র সাইয়্যেদ মুনায়েম জন্মের কিছুদিন পরেই তার ইন্তেকাল হয়। আর মেয়ে সাইয়্যেদা আমেনা খাতুনই ছিলেন মুফতী সাহেবের সন্তানদের মধ্যে একমাত্র সন্তান যিনি তাঁর ওফাত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৪১১ হিজরী মোতাবেক ১৯৯১ সালে তিনি এই নশ্বর দুনিয়াকে বিদায় জানিয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

---

[৩] মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, জীবন ও অবদানঃড. এ.এফ এম আমীনুল হক রচিত সাইয়্যেদ নোমান বারকাতীর সাক্ষাৎকার।

পরম মাওলার সান্নিধ্যে যাত্রা

মানুষ যত বড় জ্ঞানী-গুণীই হউন কিংবা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের যত উচ্চ দরজার অধিকারী হউন না কেন, একদিন মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই নিতে হবে। নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ– যার উসিলায় সবকিছু সৃষ্টি করা হইয়াছে, তিনিও এই ধরাধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন, এর অর্থ পরিষ্কার যে আমাদেরকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। অনুরূপ ভাবে সাইয়্যেদ বংশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকতী ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর (১৩৯৫ হিজরীর ১০ই শাওয়াল) এ দুনিয়াবাসীকে বিদায় জানিয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে জান্নাতবাসী হন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তেকাল কোন সাধারণ মানুষের ইন্তেকাল নয়, বরং একজন "বাহরুল উলূম" এর ইন্তেকাল ছিল। তাই তো বলা হয়–

موت العالِمِ موت العالَمُ

আলিমের মৃত্যু জনপদের মৃত্যুসদৃশ

এ জ্ঞান তাপসের মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শোকের কালোছায়া নেমে আসে। তাঁর জানাযায় লাখো মানুষের ঢল নামে। বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন নারিন্দার মরহুম পীর সাহেব হযরত সাইয়্যেদ নযরে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)। ইন্তেকালের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলুটোলা মসজিদের দক্ষিণ পাশের কামরায় তাঁকে কবরস্থ করা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদটি এখন তাঁরই নামে **"মসজিদে মুফতী-এ আযম"** নামে পরিচিত। তাঁর মাযার ফলকের উপর খোদাই করা করে লেখা রয়েছে এই ফার্সী কবিতা যা তাঁর মতো আল্লাহওয়ালা বান্দাদের জন্য অত্যন্ত সত্য।

هرگز نمیرد انکه دل ار زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

যাদের মনপ্রাণ পরম মাওলার প্রেমে বিভোর থাকে তাদেরকে কোন অবস্থায় মৃত বলে ধারণা করবে না।

তারা কিয়ামত পর্যন্ত আছেন, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

ইসলামের সেবায় ও দাওয়াতি কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে (১৪০৫ হিজরী) মুফতী সাহেবকে মরণোত্তর স্বর্ণপদক ও সনদ দান করেন। মহান আল্লাহপাক আমাদেরকে এই বিশ্বনন্দিত আলেম এর জীবন ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান করুন। (আমীন)

شجرۂ منظومہ حضراتِ کرام

نقشبندیہ مجددیہ برکتی قدس اللہ اسراہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بحقِ احمدؐ وصدیقؓ و سلمانؓ قاسمؓ و جعفرؓ
حُضور بایزیدؓ و بُوالحسنؓ ہم بو علیؓ رہبر

بیوسفؓ غجدوانیؓ عارفؓ دین سیدی محمودؓ
عزیزانؓ شیخ سماسیؓ کلالؓ میر دین مقصود

بہاالدینؓ علاالدینؓ ویعقوبؓ عبیدؓ اللہ
محمد زاہدؓ و درویشؓ خوجہ امکنہ آگاہؓ

محمد باقی واحمدؓ شہ معصومؓ سیف الدینؓ
باں نور محمدؓ جانجانؓ عبدؓ اللہ حق بین

بشاہ بوسعیدؓ احمد سعیدؓ دوستؓ حق عثمانؓ
سراجؓ ملت و دین قبلہ ما برکتؓ دیانؓ

سراجؓ ملت و دین قبلہ ما احمدؓ ذیشانؓ
سراج ملت و دین قبلہ ما سید عمیم الاحسانؓ

سراج ملت و دین قبلہ ما سید نعمانؓ
سراج ملت و دین قبلہ ما سید غفرانؓ

سراج ملت و دین قبلہ ما سید نذر امامؓ

سلام مارساں یارب بائیں پیرانِ ربانی رضائے حق ہو ہر دم بارواح خدادانی
منور کن دلم یاربّ بنور فیض احسانی ذحب مصطفیٰ امحکم بذکر خویش گردانی

الٰہی رحم فرماو محبت و معرفت عطاکن وجمیت ظاہر وباطنی وعافیت
دارین وبہر کامل از فیوض وبرکات ایں بزرگان دین

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

শাজরা শরীফ

সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদীয়া বারকাতীয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাহাক্কে আহমদ (সা) সিদ্দিক ও সালমাঁন কাসেম ও জা'ফর,
হুযুরে বা-ইয়াযিদ ও বুল হাসান হাম বু আলী রাহবর।
বা ইউসুফ গাজদাওয়ানী আরিফে দ্বীন সাইয়েদী মাহমুদ
আযীযান শায়খ শাম্মাসী কুলালে মীর দ্বীনে মাকসুদ।
বাহাউদ্দিন আলাউদ্দিন ও ইয়াকুব উবায়দুল্লাহ,
মুহাম্মাদ জাহেদ ও দরবেশ খাজা আমকীনা আগাহ।
মুহাম্মাদ বাকী ও আহমদ শাহ মাসুম সাইফুদ্দিন,
বা আঁ নূর মুহাম্মাদ জানজানান আবদল্লাহ হক বাঁ।
বাশাহে বু-সায়ীদ আহমদ সায়ীদ ও দোস্ত হক উসমান,
সিরাজে মিল্লাত ও দ্বীন কেবলায়ে মা বারকাতে দাইয়ান।
সিরাজে মিল্লাত ও দ্বীন কেবলায়ে মা আহমাদে যীসানঁ।
সিরাজে মিল্লাত ও দ্বীন কেবলায়ে মা সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান।
সিরাজে মিল্লাত ও দ্বীন কেবলায়ে মা সাইয়্যেদে নোমান ।
সিরাজে মিল্লাত ও দ্বীন কেবলায়ে মা সাইয়্যেদে গোফরান,
সিরাজে মিল্লাত ও দ্বীন কেবলায়ে মা সাইয়্যেদ নযরে ইমাম

সালামে মা রাসায়ে রব্বায়ে পীরানে রাব্বানী, রাযায়ে হক্ক হো হার দাম বা রুহে
খোদা দানী। মুনাওয়ার কুনদলাম ইয়া রাব বা নুরে ফায়েজে এহসানী।
যো হুব্বে মুস্তাফা মাহকাম বে যিকরে খোশে গীরদানী।

মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী

এর নসবনামা (বংশ পরিচয়)

১. হযরত আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (র)
২. ইবনে মৌলভী আবুল আযিম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান (র)
৩. ইবনে সাইয়্যেদ নুরুল হাফেয আল-কাদেরী (র)
৪. ইবনে সাইয়্যেদ মীর শাহমত আলী (র)
৫. ইবনে মাওলানা সাইয়্যেদ মীর মোযাফফর আলী (র)
৬. ইবনে সাইয়্যেদ মীর সাবের আলী (র)
৭. ইবনে সাইয়্যেদ মীর গোলাম আলী (র)
৮. ইবনে সাইয়্যেদ মীর ওয়াহেদ হোসাইন (র)
৯. ইবনে সাইয়্যেদ জীরগ (র)
১০. ইবনে সাইয়্যেদ রুকন উদ্দিন (র)
১১. ইবনে সাইয়্যেদ শাহ্ জামালুদ্দিন (র)
১২. ইবনে সাইয়্যেদ আহমদ জাজনেরী (র)
১৩. ইবনে আমিরুল হজ্জ সাইয়্যেদ বদরুদ্দিন মাদানী (র)
১৪. ইবনে সাইয়্যেদ আলী মাসউদ মাদানী (র)
১৫. ইবনে সাইয়্যেদ আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইব্রাহীম (র)
১৬. ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ ফেরাস (র)
১৭. ইবনে সাইয়্যেদ আবুল ফারাহ (র)
১৮. ইবনে সাইয়্যেদ দাঊদ বুজুর্গ (র)
১৯. ইবনে সাইয়্যেদ হোসাইন জায়েদুল জিন্দি (র)
২০. ইবনে সাইয়্যেদ আবুল হাসান ফারেস (র)
২১. ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আকবর (র)
২২. ইবনে সাইয়্যেদ ওমর (র)
২৩. ইবনে সাইয়্যেদ আলী আদান (র)
২৪. ইবনে সাইয়্যেদ আশরাফ (র)
২৫. ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ (র)
২৬. ইবনে ইমাম যায়েদ (র) (শহীদ, ১২১ হি.)
২৭. ইবনে ইমাম আলী যয়নুল আবেদিন (র)
২৮. ইবনে সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইন (রা)

২৯. ইবনে বাবুল ইলম আসাদুল্লাহিল গালিব আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী হায়দার ইবনে আবী তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ওয়া সাইয়্যেদাতুন নেসা আহলুল জান্নাহ ফাতেমাতুজ যাহরাতুল (রা) বতুল বিনতে রাসূলে রাব্বিল আলামীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শাফিউল মুযনাবীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, সাইয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা, মালাজানা, ওয়া মালাজানা মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ নুরুম-মিন-নুরিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী

এর খলিফাবৃন্দ

১. আলহাজ্ব সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (মেজ ভাই)
২. আলহাজ্ব মাওলানা কাজী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ গোফরান বারকাতী (ছোট ভাই)
৩. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইমরান (চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি)
৪. আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মাদ মুসলিম আমীমী (জামাতা)
৫. আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদী (ভাগ্নে)
৬. আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল গনি
৭. মাওলানা আবদুল কাদের
৮. আলহাজ্ব মুহাম্মাদ মইজ-উদ্দিন
৯. আলহাজ্ব আযিয আহমদ
১০. আলহাজ্ব হাফেয আবদুল হাকেম
১১. আলহাজ্ব মাওলানা লোকমান আহমদ আমীমী
১২. আলহাজ্ব কারী মোহাম্মদ আবিদ
১৩. আলহাজ্ব ডাঃ মনসুর রহমান
১৪. আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল মুনয়েম
১৫. জনাব ফযলে এলাহী

ব্যক্তি পরিচয়

পিতা: সাইয়্যেদ হাকিম আবদুল মান্নান (রহ:) ১৮৮৪ সালে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত রাকঁড় নামক গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি একজন আলেমে দ্বীন এবং ইউনানী হাকিম ছিলেন। পরবর্তীতে জীবিকার তাগিদে কলকাতায় আসেন। সেখানকার জালিয়াটুলী মসজিদটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার ইমামতের ও তাতে দ্বীনী শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন। ইমামত ও শিক্ষাদানের ন্যায় কঠিন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিয়াও এই নেকবখত মানুষটি সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নকশবন্দিয়া তরীকার দীক্ষা অর্জন করেন শায়খ মাওলানা সাইয়্যেদ আবু মুহাম্মাদ বারকাত আলী শাহ (র)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ। শেষোক্ত বুজুর্গের তিনি একজন সুযোগ্য খলীফা ছিলেন। সমগ্র জীবন তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় ও জনসেবায় অতিবাহিত করেন। এছাড়াও তিনি বৃটিশ যুগে (১৯২০) খিলাফাত আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৩৪৬ হিজরীর ৯ রমযান ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। কলকাতা শহরের বিখ্যাত বাগমারা কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় । তিনি চার পুত্র ও তিন কন্যার জনক ছিলেন। এরা হলেন :-

১. সাইয়্যেদ আযীমুশ্‌শান (ওফাত: ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ)
২. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (ওফাত: ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)
৩. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (ওফাত: ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ)
৪. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ গোফরান বারকাতী (ওফাত: ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ)
৫. সাইয়্যেদা খাতুন (ওফাত: ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ)
৬. সাইয়্যেদা তাহেরা খাতুন (ওফাত: ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ)
৭. সাইয়্যেদা রাবেয়া খাতুন (ওফাত: ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ)

সাইয়্যেদ হাকিম আবদুল মান্নান এমন এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন যিনি নিজ মেয়েদের জন্য এত নেককার বান্দাদের পেয়েছিলেন । এরা হলেন

ক) হযরত সাইয়্যেদ শাহ আবদুস সালাম আহমাদ বারকাতী (বড় জামাতা)
খ) হযরত শহীদ মাওলানা আবদুল জাব্বার ওয়াহেদী (মেজ জামাতা)
গ) হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইমরান (ছোট জামাতা)

দাদা: সাইয়্যেদ নূরুল হাফেয আল-কাদেরী (রহ:) : আল্লামা মুফতী সাহেবের দাদা সাইয়্যেদ নূরুল হাফেয আল-কাদেরী (র) একজন কামেল সাধক ছিলেন। তিনি কুরআন করীমে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি আরেফ-বিল্লাহ মাওলানা মোহাম্মদ আলী আল-কাদেরী আল মোজাদ্দেদী আল মুংগেরীর একজন খলীফা ছিলেন। হিন্দুস্তানের বারাগিয়ানের বিখ্যাত বসতি চুড়িহারিতে তাঁহার বাসস্থান ছিল। পরে সেখান হইতে বিহারে মুংগের জেলার রাঁকড়ে তিনি স্থায়ীভাবে

বসতি স্থাপন করেন। তিনি ১৩২৭ হিজরীর যিলকদ মাসের ১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

চাচা: হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আব্দুদ দাইয়্যান বারাকাতী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গীর জেলার রাঁকড় নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ পিতার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন শেষে মাদ্রাসায় আলিয়াতে ভর্তি হন এবং সেখানেই নিজ প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি সুমিষ্ট ক্বিরাতের অধিকারী ছিলেন। এবং সুন্দর হাতের লেখায় পারদর্শী ছিলেন কলকাতায় হরীসন রোডে তাদের সিরাজী নামাক প্রেসও ছিল। তাঁর বড় ছেলে মাওলানা সাইয়্যেদ সালমান বারাকাতী ও কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি কলকাতার বিখ্যাত টিপু সুলতান শাহী মসজিদের খতীব ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর পর ছেলে সাইয়্যেদ নূর-উর রহমান বারাকাতী এখন বর্তমানে উক্ত মসজিদে খতীবের দায়িত্বে আছেন। হযরত সাইয়্যেদ আব্দুদ দাইয়্যান বারাকাতী আরেক ছেলে সাইয়্যেদ ইমরান যার সাথে মুফতী সাহেব হুজুরের সর্ব কনিষ্ট বোন সাইয়্যেদা রাবেআ খাতুনের নিকাহ হয়।

সাইয়্যেদ আব্দুদ দাইয়্যান বারাকাতী নিজে একজন নকশবন্দী তরিকতের সাধক ছিলেন এবং সাইয়্যেদ বারাকাতী আলী শাহ (রহঃ) এর খলিফা ও মুরীদ ছিলেন। মূলত তরীকতের প্রাথমিক দীক্ষা মুফতী সাহেব হুজুর (রহঃ) তাঁর কাছে থেকেই গ্রহণ করেন। মুফতী সাহেবের চাচা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। কলকাতা শহরের বিখ্যাত বাগমারা কবরস্থানে তাঁর মাযার রয়েছে।

সাইয়্যেদ আবদুদ দাইয়্যান বারকাতী একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। উর্দু ও ফার্সী বাক্যচর্চায় তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। কবিতা রচনায় তিনি মীর (میر) নাম ধারণ করেন। নাতে সরওয়ারে আলম নামক নাতে তিনি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর শানে লেখেন :

ওয় আফতাব তুলু যো হুয়া মাদীনে মে	وہ آفتاب طلوع جو ہوا مدینے میں
চামক উসকী হে সাইয়্যেদ হার এক নাগীনে মে	چمک اسکی ہے سید ہر ایک نگینے میں
খোদা কে ওয়াস্তে হামকো ভী সাথ লে যারা	خدا کے واسطے ہمکو بھی ساتھ لو زرا
কে আব লুৎফ নাহী হ্যায় হিন্দুস্তান মে জীনে মে	کہ اب نہ لطف ہے ہندوستان میں جینے میں

মদীনায় যে সূর্য উদিত হল সাইয়্যিদ, প্রতিটি বস্তুতেই তার ঔজ্জ্বল্য বিদ্যমান।
সাক্ষাৎপ্রার্থী! খোদার কসম; আমাকেও সাথী করো,
কেননা, এখন ভারতে বেঁচে থাকার আর কোনই ইচ্ছা নেই

ইসতাদ আল্লাহ ওয়াতান যা'তা হে সাইয়্যেদ	اِستودع ک اللہ وطن جاتا ہے سید
এহবাব হো খুশ আজ চামান যা'তা হে সাইয়্যেদ	احباب ہوں خوش آج چمن جاتا ہے سید
দুনিয়াসে ফাকাদ লেকার কাফান যা'তা হে সাইয়্যেদ	دنیاسے فَقط لیکر کفن جاتا ہے سید

বিদায় হে বন্ধু, সাইয়্যিদ নিজ আবাসস্থলে চলে যাচ্ছে,
সুহৃদ! আনন্দ কর, অদ্য সাইয়্যিদদ শান্তি গমন উদ্যত,
সাবধান! দেখো অন্তিম দৃশ্য; এ ধরাধাম হতে সাইয়্যেদ মাত্র একখানা কাফনি নিয়েই যাচ্ছে।

শশুর ও পীর- সাইয়্যিদ বারাকাত আলী শাহ্ (র.) একজন উঁচুদের সিদ্ধ পুরুষ। তার পূর্ণনাম মাওলানা সাইয়্যিদ আবূ মুহাম্মাদ বারাকাত আলী শাহ্। তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের বিজোয়াড়ার প্রখ্যাত কামিল পুরুষ সাইয়্যিদ আল্লাহ ইয়ার খাঁর (র.) অধঃস্তন পুরুষ। ১২৭০/১৮৫৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালীন সময়ে ভূমিষ্ট হবার পরপরই তাঁর মুখে 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারিত হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। এ জন্যে তাঁকে মাতৃ উদরজাত ওয়ালীয়ুল্লাহও বলা হয়। তিনি আপন মুর্শিদ খাজা সিরাজ উদদীনের সহযাত্রী হয়ে হজ্জ করেন। সে সময় হিজাযের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যিয়ারত এবং যুগশ্রেষ্ঠ উলামার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। কলকাতা ব্যতীত বোম্বাইয়ের নাসিফ জেলার মালে গাঁও ও পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার আওয়াল পুরে তাঁর খানকা ছিল। তিনি বছরে পালাক্রমে এ দু স্থানে যাতায়াত করতেন। ৬৩ বৎসর বয়সে ১৪ সফর ১৩৪৫ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মাযার শরীফ কলকাতায় অবস্থিত।

মেজ ভাই: হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.) ১৯১৮ সালের ৬ই মার্চ (১৩৩৬ হিজরীর ১৭ই রমজান) ভারতের বিহার প্রদেশের রাঁকাঢ় নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চার ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর বড় ভাই হযরত আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) এর সাথে কলকাতা থেকে ঢাকায় হিজরত করেন। হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.) সাহেব তাঁর বড় ভাই এর সাথে কলুটোলাস্থ **মসজিদে মুফতী-এ আযম** পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত মসজিদে প্রতিদিন এশার নামজের পর খাতমে খাজেগান পরিচালনা করতেন যা মহান আল্লাহর রহমতে এখনো জারি আছে। তিনি মুফতী সাহেব হুযুরের যত সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন আর কেউ সে রকম সুযোগ পায় নি। হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.) যদিও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি তাঁর বড় ভাই হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) এর মতো সুদক্ষ আলেমের সাহচর্যে হয়ে উঠলেন এক পরিপূর্ণ আলেমে দ্বীন। তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) যখন বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীবের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তখন তাঁর মেজ ভাই হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.)-কে মসজিদে 'মুফতী-এ-আযম' জুমার ও ঈদের নামাজের খতীবের দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৭৮ সালে হযরত নোমান সাহেব কতৃপক্ষের দাওয়াতে তৎকালীন ঢাকার প্রধান ঈদগাহতে অর্থাৎ পুরানা পল্টন ঈদগাহ এর ঈদের নামাজের ইমামতি করেন। উল্লেখ্য একই ইদগাহতে হযরত নোমান সাহেবের বড় ভাই, হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) ১৯৫৫ সাল থেকে বায়তুল মুকাররমের খতীবের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত ঈদের নামাজের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। এটি একটি বিরল ব্যাপার যে, ঢাকার প্রধান ঈদগাহতে একই পরিবারের দুই সদস্য এবং আপন দুই ভাই হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) ও হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.) ঈদের নামাজের ইমামতি করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হাসনি ও হোসাইনি সাইয়্যেদ বংশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র অগণিত ভক্ত অনুরক্তগণকে আল্লাহর প্রেমের সুধা পান করিয়ে ২০০৫ সালের ২ জুন (১৪২৬ হিজরী ২৩ রবিউস সানী) আবে জমজম পান করা অবস্থায়, কালেমা উচ্চারণ করতে করতে পরম মাওলার দাওয়াতকে লাব্বাইক বলে চির শান্তির ধাম জান্নাতের পথে গমন করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। **মসজিদে মুফতী-এ আযম** শুক্রবার বাদ জুমা তাঁর জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জানাযা নামায ছিল মসজিদের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ জানাযা নামায। তাঁর জানাযা নামাজে ইমামতি করেন তাঁরই ভাগ্নে মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদী। পরে আজিমপুর বড় দায়রা শরীফের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁরই ছোট ভাই হযরত গোফরান বারকাতীর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

ছোট ভাই: হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ গোফরান বারকাতী (রহ.) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন (১৩৩৭ হিজরীর ৯ই রমজান) ভারতের বিহার প্রদেশের রাকাঁঢ় নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চার ভাইয়ের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তিনি তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি ছাত্র বৃত্তি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়াতে শিক্ষা শেষ করার পর পরই তিনি সেখানে শিক্ষকতার সুযোগ পান এবং শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।হযরত গোফরান বারকাতী তাঁর বড় ভাই মুফতী-এ-আযম হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (র)-এর অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। মুফতী সাহেবকে বেশ কয়েকটি বই লিখতে হযরত

গোফরান বারকাতী সহযোগীতা করেন। 'মিয়ারুল আসার' নামক আরবীতে রচিত উসূলে হাদীসের একটি বই যা হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ গোফরান বারকাতী উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়াও 'ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার ' (فقه السنن والاثار) কিতাবে তিনি প্রকাশকের ভূমিকা পালন করেন। মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতী নিজ জীবদ্দশায় পনের জনকে নিজের খলিফা হিসেবে মনোনয়ন করেন। এদের মধ্যে যাকে তিনি সর্বপ্রথম নিজ খলিফা হিসেবে নির্বাচন করেন তিনি ছিলেন হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ গোফরান বারকাতী (রঃ)। হযরত মুফতী সাহেবের এই সর্বকনিষ্ঠ ভাই ১৯৯১ সালে ৩০শে জুন (১৪১১ হিজরী ১৬ই জিলহজ্ব) ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর প্রথম জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হয় মোহাম্মদপুর ঈদগাহ মাঠে যেখানে ইমামতি করেন তাঁর মেজ ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী, এছাড়া চকবাজার শাহী মসজিদে তাঁর আরেকটি জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে আজিমপুর বড় দায়রা শরীফের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বড় ভগ্নিপতি: হযরত সাইয়্যেদ শাহ আবদুস সালাম আহমাদ বারকাতী (রহ.) দ্বীনে ইসলামের এমন এক চেরাগের নাম যিনি শরীয়ত ও তরীকত উভয়ই জগতের পুরোধা ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩২৭ হিজরীর ২২ শে শাবান তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মা মোসাম্মাৎ আয়েশা খাতুন এবং পিতা বিখ্যাত সূফী সাধক মাওলানা সাইয়্যেদ আবু মুহাম্মাদ বারকাত আলী শাহ মোজাদ্দেদী বিজওয়ারী (রহঃ)। নিজ পিতার তত্বাবধানেই তার ইলমের জগতে পদচারনা শুরু হয় এবং ইলমে শরীয়ত ও তরীকতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আব্বাজানের ওফাতের পর তিনিই হোন নিজ পিতার যোগ্য উত্তরসূরী এবং পরিচিত হোন পাঞ্জাবের সেজ হুজুর নামে।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সাইয়্যেদ শাহ আবদুস সালাম আহমাদ বারকাতী (রহ.) হিজরত করে ঢাকায় আসেন। এখানে প্রথমে কলুটোলা মসজিদের (মসজিদে মুফতী-এ আযম) পাশে নিজের জন্য থাকার জন্য জমীন ক্রয় করেন। সেই মসজিদে মুফতী-এ আযমকেই ইসলামী খেদমতের মার্কায বানিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী শুনানো শুরু করেন। অল্প সময়েই প্রচারবিমুখ এই আল্লাহর ওলীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এবং তাঁর মুরীদ হবার জন্য দলে দলে খোদাপ্রেমিক বান্দারা এই মসজিদে আসত। পবিত্র রমজান মাসে তিনি এই মসজিদে মুফতী-এ আযম-এর মধ্যেই ইতেকাফে বসতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ওয়াজ, যিকির ও দোয়ার মাহফিল তিনি এই মসজিদেই করতেন।[৪] ফুল যেমন নিজেকে প্রচার করে

[৪] বর্তমানে এই মাহফিল তাঁর নাতি এবং তাঁদের উত্তরসূরী সাইয়েদ শাহ মুরাদুল্লাহ আহমাদ সালামী বারকতী এর পরিচালনায় নারিন্দা খানকাহ শরীফে অনুষ্ঠিত হয়।

না বরং তার সুমিষ্ট সুঘ্রানই তার পরিচয় সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় তেমনি হযরত সাইয়্যেদ শাহ আবদুস সালাম আহমাদ এমন এক আল্লাহর ওলী যার পরিচয় সবত্রই ছড়িয়ে পড়ে। এইজন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন কলুটোলা পীর সাহেব নামে।

১৯৫৯ সালে তিনি নারিন্দার ১৭নং শরৎগুপ্ত লেনে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই তিনি খানকাহ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। আল্লাহ পাকের এই মাহবুব ও মাকবুল বান্দা ১৯৬৭ সালের ২২ই জানুয়ারী, ১১ ই শাওয়াল ১৩৮৬ হিজরী পরম মাওলার দাওয়াতকে লাব্বাইক বলে চির শান্তির ধাম জান্নাতের পথে গমন করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মুফতী সাহেব হুযুরই তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। সেই নারিন্দা মসজিদের এক কোণে খেজুর গাছের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

মেজ ভগ্নিপতি: শহীদ মাওলানা আবদুল জাব্বার ওয়াহেদী ছিলেন মুফতী সাহেব হুজুর এর ভগ্নিপতি যার নিকাহ হয় সাইয়েদা তাহেরা খাতুন এর। মাওলানা আবদুল জাব্বার ওয়াহেদী ১৯০৬ সালে হিন্দুস্তানের পাটনায় জন্মগ্রহন করেন, তার পিতা মরহুম আব্দুর রহীম। মাওলানা আবদুল জাব্বার ওয়াহেদী আজিজীয়া মাদ্রাসা, পাটনা এবং পরে লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। পেশাজীবনে তিনি একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক ছিলেন এবং দৈনিক আসরে জাদীদ এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগ এর রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৯ই অক্টোবার রমজান মাসের ২১ তারিখে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সময় তিনি শহীদ হোন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মুফতী সাহেব হুজুর তার জানাজা নামায পড়ান। এরপর কলকাতা শহরের মানিকতলা কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ছোট ভগ্নিপতি: মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইমরান (রহঃ), মুফতী সাহেব হুজুর এর চাচা মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আব্দুদ দাইয়্যান বারাকাতীর ছোট ছেলে এবং মুফতী সাহেব হুজুর এর ভগ্নিপতি। তাঁর সাথে মুফতী সাহেব হুজুরের সর্ব কনিষ্ট বোন সাইয়্যেদা রাবেআ খাতুনের নিকাহ হয়। ১৯৮৫ সালের রমজান মাসের ২৬ তারিখে জুমাতুল বিদার মুবারকময় দিনে জুমার নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে হঠাৎ করে হার্ট আট্যাকে আক্রান্ত হন এবং তখনই তাঁর ইন্তেকাল হয় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সেই জুমাতুল বিদার দিনেই বাদ আসর মুফতী সাহেব হুজুর এর ছোট ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ গোফরান বারকাতী এর ইমামতীতে তাঁর জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মেয়ে: সাইয়েদা আমেনা খাতুন মুফতী সাহেবের সন্তানদের মধ্যে ইনিই একমাত্র সন্তান যিনি তাঁর ওফাত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নিজের পিতার তত্বাবধানেই তিনি বেড়ে উঠেন। তিনি একজন পূন্যবতী পরহেজগার এবং

ইবাদাত গোজার মহিলা ছিলেন। ১৪১১ হিজরী মোতাবেক ১৯৯১ সালে তিনি এই নশ্বর দুনিয়াকে বিদায় জানিয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

উল্লেখ্য মুফতী সাহেব হুজুর তার এই মেয়ে সাইয়েদা আমেনা খাতুন এর বিয়ে হয় তাঁর মেজ ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতীর শ্যালক সৈয়দ মুহাম্মাদ মুসলিম এর সাথে। মুফতী সাহেব হুজুরের একমাত্র জামাতা ২০০৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী (১৫ই জিলহজ্ব ১৪২৬ হিজরী) ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মুফতী সাহেব হুজুরের মেয়ে এবং তার জামাতা উভয়কেই জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

ভাগ্নে: হযরত সাইয়্যেদ শাহ নযরে ইমাম মোহাম্মদ (রহ.), আত্মীয়তার সম্পর্কে ইনি মুফতী সাহেব হুজুরের ভাগ্নে, হযরত শাহ আবদুস সালাম (রহ.) সাহেবের ভাতিজা, জামাতা এবং নারিন্দা খানকাহ শরীফ এর মরহুম পীর। ১৯২৯ সালের (১৩৪৯ হিজরীর মুহাররম মাসে) জুমার দিন বোম্বাই প্রদেশের ভীমড়ার নিকটবর্তী কুডুস গ্রামে মাতামহের গৃহে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা সাইয়্যেদ আব্দুর রহমান (রহঃ) এবং দাদা মাওলানা সাইয়্যেদ আবু মুহাম্মাদ বারকাত আলী শাহ (রহঃ)। তিনি মাতুলালয়ে নিজ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজ জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় সফর করেন। তার এই মেহনত পূর্ণতা পায় যখন তিনি তাঁর চাচা সাইয়্যেদ শাহ আবদুস সালাম আহমাদ এর সান্নিধ্যে আসেন। হযরত সাইয়্যেদ শাহ নযরে ইমাম মোহাম্মদ সাহেব ও তাঁর চাচার মত ঢাকায় হিজরত করে আসেন এবং ১৯৫২ সালে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহন করেন। ১৯৫৬ সালে কলুটোলা **মসজিদে মুফতী-এ আযম** সাইয়্যেদ শাহ আবদুস সালাম আহমাদ সাহেবের মেজ সাহেবজাদীর সাথে তাঁর নিকাহ হয়। উল্লেখ্য একই দিনে সেই মসজিদে সাইয়্যেদ শাহ আবদুস সালাম আহমাদ বারকাতীর এর বড় সাহেবজাদীর সাথে মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদীর নিকাহ অনুষ্ঠিত হয়। নারিন্দা খানকাহ শরীফ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই তিনি নিজ পীর ও মুর্শীদ এর সাথে খানকাহকে গড়ে তোলার জন্য নিজেকে নিবেদিত করেন। ১৯৬৭ সালে তাঁর পীর ও মুর্শীদ, চাচা এবং শশুর এর ইন্তেকাল এর পর তিনিই সেই খানকাহ ও তৎসংলগ্ন মসজিদ এর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং আমৃত্যু সেটাকে সুন্দর ভাবে আন্জাম দেন।

এছাড়াও হযরত সাইয়্যেদ শাহ নযরে ইমাম মোহাম্মদ (রহ.) ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত প্রায়ই জুমার নামাযের পর **মসজিদে মুফতী-এ আযম**-এ বিভিন্ন দ্বীনি ওয়াজ করতেন, এবং বিভিন্ন সময় ধুপখোলা ময়দানে ঈদের নামাযের ইমামতী করেছেন। ২০০১ সালে এই কীর্তিমান ব্যক্তি তার অসংখ্য মুরিদানের কাঁদিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে তশরীফ নিয়ে যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর দুটি জানাযা নামায হয়েছিল। প্রথমটি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম যেখানে

ইমামতি করেন মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদী এবং দ্বিতীয় জানাযা নামায হয় তাঁর হাতে গড়া নারিন্দা মসজিদে যেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত সাইয়্যেদ শাহ মুরাদুল্লাহ আহমাদ সালামী বারকাতী ইমামতি করেন। সেই নারিন্দা মসজিদে তাঁর পীর ও মুর্শীদ এর পাশেই তার মাযার রয়েছে।

নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরীকতের পীর ও মুর্শীদ ইসলামী জ্ঞান ও তাসাউফের আলো ছড়াতেন তাঁদের নারিন্দা খানকাহ শরীফ থেকে। বর্তমানে এই খানকাহ শরীফের গদ্দীনাশীন ও দায়িত্বে আছেন তাঁদেরই উত্তরসূরী মুহতারাম সাইয়েদ শাহ মুরাদুল্লাহ আহমাদ সালামী বারকতী।

মসজিদে মুফতী-এ আযম

হযরত মুফতী সাহেব হুজুর ঢাকায় আগমনের পর একাধিক মসজিদের আবাদেও পিছনে অবদান রাখেন, তবে ৬০ নং তনুগঞ্জ লেনে অবস্থিত কলুটোলা মসজিদের প্রতি তাঁর একটা আলাদা টান ছিল। এই জন্য তিনি সেই মসজিদের পাশেই নিজের জন্য বাড়ী ক্রয় করেন। আমৃত্যু এই মসজিদেও খেদমতে ছিলেন এবং বর্তমানে সেখানেই তার মাযার আছে। তাঁর রেখে যাওয়া সেই একতলা মসজিদ বর্তমানে পাঁচতলা বিশিষ্ট জামে মসজিদে পরিণত হয়েছে। বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীবের দায়িত্বভার গ্রহণ করে হযরত মুফতী সাহেব তাঁর মেজ ভাই হযরত সাইয়েদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.) কে মসজিদে 'মুফতী-এ-আযম' জুমার ও ঈদের নামাজের খতীবের দায়িত্ব প্রদান করেন।

সাইয়েদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী ১৯৮১-৮২ সালে এই খাতীবের দায়িত্ব তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, এবং হযরত মুফতী সাহেব এর ভাতিজা **মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানীকে** প্রদান করেন। আত্মীয়তার সম্পর্কে তিনি হযরত মুফতী সাহেব হুজুরের ছাত্র বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সুবক্তা, লালবাগ শাহী মসজিদের খাতীব মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) এর জামাতা।

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী মসজিদের খাতীবের দায়িত্ব লাভের পর থেকে তিনি তাঁর বড় চাচা মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতীর বিভিন্ন ওয়াজ, লেখাকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি সেগুলোকে কিতাব আকারে প্রকাশ শুরু করেন। এইজন্য ১৯৯০-৯১ সালে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর চাচার নামে **মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী**। তিনি মুফতী সাহেব হুযুরের যে কিতাবসমূহ অনুবাদ ও সংকলন করে প্রকাশ করেছেন হাদিয়াতুল মুসাল্লিন, জুমার খুৎবা (الخُطْبَاة البركتية) ওয়াজ সংকলন ও ফাযায়েলে রমজান। এছাড়াও উর্দুতে প্রকাশ করেছেন سراجا منیر (সিরাজুম মুনীরা) তিনি মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে

তাঁর বড় চাচা মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতীর যত কিতাব, নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন সে রকম অন্য কোন খলীফা, শিষ্য বা মুরীদ করতে পারেননি। তাই তো তাঁর পিতা সাইয়্যেদ নোমান বারকাতী নিজের পুত্রকে (সাফওয়ান নোমানীকে) মুফতী সাহেবের "ইলমী ওয়ারিস" আখ্যায়িত করতেন।

মুফতী সাহেবের কিতাবাদি ছাড়াও তিনি নিজেও বেশ কিছু কিতাব রচনা ও সংকলন করেছেন। এর মধ্যে প্রমুখ হলো প্রিয়নবীর ﷺ এর চরিত্র ও মাধুর্য, শানে এলাহী, শানে মোহাম্মদ ﷺ ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল, ফাযায়েল ও কামালাত, বয়ানুল ইসলাম ইত্যাদি। তাঁর রচিত অনেক ইসলামী নিবন্ধ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও **মসজিদে মুফতী-এ আযম**-এর দেয়ালে বিভিন্ন সময়ে প্রসঙ্গ ও গুরুত্বভেদে তাঁর ও মুফতী সাহেবের লেখাগুলো দেয়ালিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখাগুলো সর্বমহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত।

মসজিদে মুফতী-এ আযম এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় মসজিদ কমিটির মাধ্যমে বর্তমানে (২০১২ ইং) যার সভাপতির দায়িত্বে আছেন বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, ফকীহ এবং লেখক **মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদী**। তিনি হযরত মুফতী সাহেব হুজুর এর ভাগ্নে এবং শহীদ মাওলানা আবদুল জাব্বার ওয়াহেদী সাহেবের ছেলে। তিনি তাঁর মামা মুফতী সাহেব হুজুর এর সোহবতে নিজের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে কলুটোলা পীর সাহেব এবং পাঞ্জাবের সেজ হুজুর সাইয়্যেদ শাহ আবদুস সালাম আহমাদ বারকাতীর এর বড় সাহেবজাদীর সাথে তাঁর নিকাহ কলুটোলা **মসজিদে মুফতী-এ আযম** অনুষ্ঠিত হয়। পেশাগত জীবনে তিনি সুদীর্ঘ ৪৭ বছর কাজীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ধুপখোলা ময়দানে ঈদের নামাযের ইমামতী করেন। এছাড়া বর্তমানে মুফতী সাহেব হুজুর এর বিভিন্ন কিতাব এর উপর অধিকতর গবেষনা কার্য পরিচালনা করছেন।

কলুটোলা মসজিদে মুফতী-এ আযম আকাওে বেশ বড় না হলেও এর রয়েছে অনেক সমৃদ্ধ ইতিহাস। এটি সেই মসজিদ যেখানে পবিত্র কাবা শরীফের গিলাফ আনা হয়েছে, প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ওয়াজ মাহফিল এর আয়োজন, আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এটি এমন মসজিদ যার ৩ জন খতিব-ই আলে রাসূল, সাইয়্যেদজাদা নাজিবুত্তারাফাইন[৫]।

---

[৫] নাজিবুত্তারাফাইন বলা হয় তাকে যার পিতা মাতা উভয়ে সাইয়্যেদ এবং বংশ পরম্পরায় তারা প্রিয়নবীর অধঃস্তন বংশধর।

সীরাতে আমীমুল ইহসান



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

হাযরাত, উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন এবং অপেক্ষ্যমান মুহতারাম মুসল্লীয়্যান কেরাম, আজ ১০ই শাওয়াল পবিত্র জুমার দিন আসর নামাযের জামাতের সাথে আদায় করার পর মাগরিব নামাযের আগে মহান আল্লাহ পাককে স্মরণ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের শানে দরুদ ও সালাম পেশ করার জন্য ঢাকা শহরের ২০০ বছরের এই ঐতিহ্যবাহী **মসজিদে মুফতী-এ আযম**-এ একত্রিত হওয়ার যে সুবর্ণ সুযোগ মহান আল্লাহ পাক আমাদের দান করেছেন সে জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করি এবং সকলেই বলি الحمد لله।

উপস্থিত মুসলন্নীয়ানে কেরাম,

সপ্তাহের ৭ দিনের মধ্যে সেরা দিন হচ্ছে জুমার দিন। এই জুমার দিনের ফযীলত সম্বন্ধে হাদীস শরীফে এসেছে যে, জুমার দিনে এমন এক মুবারকময় সময় রয়েছে যে সময়ে বান্দা যে কোন জায়েয দোআ যদি মহান আল্লাহপাকের দরবারে পেশ করে তবে আল্লাহপাক সেটা অবশ্যই কবুল করেন। অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছে যে, সেই মুবারকময় মুহূর্তই জুমার দিনে আসর থেকে মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে লুকিয়ে আছে এবং আল্লাহ পাকের কি শান দেখুন আমরা বর্তমান সেই সময়েই অবস্থান করছি। এইজন্য মহান আল্লাহর দরবারে আবারো পেশ করি আলহামদুলিল্লাহ!

প্রিয় মুসলন্নীয়ানে কেরাম

প্রকৃতির একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সমজাতীয় বা সমগোত্রীয় জিনিস একত্রে থাকে। যেমন আপনি আম গাছে যতই চেষ্টা করুন কাঁঠাল খুজে পাবেন না, কেবল আমই পাবেন। আবার যদি বাংলাবাজারের দিকে যান সেখানে বই পাবেন, কিছুদুর এগুলে ইসলামপুর গেলে সেখানে শুধু কাপড়ই পাবেন, বই পাবেন না। আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের এই বিষয়টি বুঝানোর যে সমগোত্রীয় জিনিস একত্রে অবস্থান করে পাশাপাশি থাকে। ঠিক যেমনি আজকে ১০ই শাওয়াল আপনারা এই মসজিদে মুফতী আযমে এই জন্য একত্রিত হয়েছেন মুফতী আযম সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ:) কে ইয়াদ করার জন্য। এক আল্লাহ্ ওয়ালাকে স্বরণ করার জন্য আল্লাহ ওয়ালারাই আসবে যেমনটি আপনারা আসতে পরেছেন। এটি আমি আপনাদেরকে মোবারকবাদ জান্নাচ্ছি যে, আপনারা এই মূল্যবান মজলিশে শরীক হতে পেরেছেন।

সম্মানিত মুসলন্নীয়ানে কেরাম

আমার বড় দাদাজান হযরাতুল আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ:) মহান একটি কথা বর্ণনা যথার্থ হবে তিনি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি যেমন পবিত্র কুরআনের একজন দক্ষ মুফাসসির ছিলেন, তেমনি নিজ ছাত্র ও শিষ্য উভয় জীবনেই ছিলেন একজন বিদগ্ধ মুহাদ্দীস। আবার পেশায় ছিলেন, এমন নামকরা ফকীহ্ ও মুফতী যার ফতোয়াসমহূ আরব বিশ্বেও সমাদৃত হত। তাঁর কিতাব বিশ্বব্যপী বিখ্যাত বিশেষ করে তাঁর বিখ্যাত কিতাব (فقه السنن والاثار) ফিকহুল সুনান ওয়াল আসার। এটা কায়রো আল-আজহার বিশ্ববিদ্যায়সহ উপমহাদেশের প্রায় সকল কওমী আলিয়া নেছাবের সিলেবাস ভুক্ত একটি কিতাব। কেউ যদি মাওলানা হতে চায় বা টাইটেল পাশ করতে চায় তাকে আমার দাদার কিতাবগুলো পড়তেই হবে। তিনি মুফতী এ আযম নামে বিখ্যাত ছিলেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে কলকাতা সরকার তাকে ফতোয়া দেয়ার জন্য একটি

সীলমোহর দেয় যা মধ্যে লেখা GRAND MUFTI OF Calcutta । তখন থেকে আজ অবধি মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী অধিক সমাদৃত হন **মুফতী-এ-আযম** উপাধি এর মাধ্যমে।

হাযরাতে কেরাম,

আমার বড় দাদাজান মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ:) আলীয়া মাদ্রাসার ১৯ তম হেড মাওলানা ছিলেন। এবং তিনি সেই আলীয়া মাদ্রাসায় একটি রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আগে যারা যারা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা ছিলেন, তারা প্রত্যেকে অন্য কোন মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন।কেউ বা দারুল উলুম দেওবন্দ এবং কেউ আরব থেকে শিক্ষা অর্জণ করেন। হযরত আল্লামা মুফতী সাহেব হুজুর ছিলেন এমন প্রথম ব্যক্তি যিনি আলীয়া মাদ্রাসারই ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তী তিনি সেই মাদ্রসার হেড মাওলানা হোন। সুবহাবনাল্লাহ।

হাযরাতে কেরাম,

আমার বড় দাদাজান এর প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানি না। অনেক সময় অন্য ব্যক্তিরা এসে আমাদের সামনে বড় দাদার কথা বলেন। যেমন কিছুদিন আগে যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত বিশাল একটি কওমী মাদ্রাসার খতমে বুখারীর মাহফিলে আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। উক্ত মাহফিল শেষে সেই মাদ্রাসার একজন মুহাদ্দিস এর সাথে পরিচয় হয়। তিনি আমার পরিচয় জানতে পেরে অনেক খুশী হন। তিনি আমার বড় দাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি করেন। তিনি বলেন, "এই ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে অনেক বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের আবির্ভাব হয়েছেন। যেমন মুফতী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ:), শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ:), হাকীমুল উম্মত মালানা আশরাফ আলী থানবী (রহ:), মুফতী আযম পাকিস্তান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ:), মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ:), মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ:), মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ:) প্রমুখ। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দ এর ছাত্র। অথচ আলিয়া মাদ্রাসা থেকে একজনই এমন আলেম দ্বীন এর আবির্ভাব হল যার পান্ডিত্য সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন, আপনার বড় দাদা মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ:) মূলত তাঁর কারনেই আলিয়া মাদ্রাসার নাম সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

হাযরাতে কেরাম,

হযরত মুফতী আমিমুল ইহাসন বারকাতী (রহ:) এর জীবনে অনেকগুলো গৌরবের কাজের জন্য একটি ছিল বায়তুল মুকাররাম জাতীয় মসজিদের দায়িত্ব গ্রহণ করা। মুফতী সাহেব হুজুর এর বায়তুল মুকাররাম এর দায়িত্বগ্রহণের পূর্বে সেখানে উক্ত মসজিদের খতীবের পদ নিয়ে কিছুটা মতভেদ ছিল। বায়তুল মুকাররাম মসজিদ নির্মাণের সময় অসামান্য অবদান ছিল ইয়াহইয়া বাওয়ানী ও

লতিফ বাওয়ানী। তাদেরই তত্ত্বাবধানেই জাতীয় মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সে সময় বায়তুল মুকাররামের উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে অন্যতম ছিলেন কলুটোলা পীর সাহেব মুফতী সাহেব হুজুরের আত্মীয় যার আগামীকালে নারিন্দায় উরস অনুষ্ঠিত হয়ে হযরত সাইয়্যেদ শাহ আব্দুস সালাম আহমাদ (রহঃ)। উক্ত প্রতিকূল পরিবেশের সময় তারা বায়তুল মুকাররামের খতীবের পদের বৈরিতা দূর করার জন্য তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন শুধু কোন আলেম নয় বরং একজন সাইয়্যেদজাদাকে এই মসজিদে খতীবের দায়িত্ব দেয়া হবে। তাঁর কারণ হচ্ছে সাইয়্যেদজাদাদের শান হচ্ছে তারা নিজকে কুরবানী করে হলেও ফিতনা ফ্যাসাদ রোধ করতেন। যেমনটি হযরত ইমাম হাসান (র.) ফিতনা নিরসনের খাতিরে খিলাফাতের পদ ছেড়ে দিলেন, যেমনটি ইমাম হোসাইন (র.) যিনি ইয়াজিদের মুসলমানদের হিফাজতের জন্য শহীদ হয়ে গেলেন, কিন্তু ইয়াজীদের বশ্যতা স্বীকার করলেন না। তাই উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে তারা ঠিক করেন এবার কোন সাইয়্যেদকে আলে রাসূলের বংশকে বায়তুল মুকাররামের দায়িত্ব দেয়া হোক।

সম্মানিত মুসলমীয়ানে কেরাম!

আমার বড় দাদাজান মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহঃ) ছিলেন একজন খাঁটি সাইয়্যেদজাদা এবং নাজিবুত্তারাফাইন। মনে রাখবেন সাইয়্যেদ বংশ আর অন্যান্য বংশ কিন্তু এক নয়। যেমন : খানের ছেলে খান হবে, সাইয়্যেদ এর ছেলে সাইয়্যেদ হবে এটি স্বাভাবিক কিন্তু সাইয়্যেদজাদাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে যে, তাদের জন্য যাকাত, সদকা গ্রহণ করা হারাম। শুধু এই নয় গণীমতের মালের ১/৫ অংশের হক তাদের। এই সমস্ত নানাবিধ কারণে তাদের মর্যাদা বেশী। তাই সাহাবায়ে কেরামও নবী বংশ আহলে বাইয়েতের অত্যন্ত সম্মান করতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রঃ) শাসনামলে একটি নিয়ম চালু করেছিলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সব নাগারিকের কোষাঘার থেকে ভাতা দেয়া হবে। এই ভাবে তিনি সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক দিতেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর বংশধরদের ও তাঁর পরিবারবর্গকে। তাই সাইয়্যেজাদাদের এই সমস্ত দুনিয়াবী ও পরকালীন সম্মানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে অনেক সময় দেয়া যায় অনেকেরই নিজের নামের সাথে সাইয়্যেদ লাগিয়ে নেয়। (সাইয়্যেদ না হওয়া সত্ত্বেও) বিশেষ করে ভারতবর্ষে এই ঘটনা বেশী ঘটেছে। আমরা ভারতবর্ষের ইসলামের যেমন খিদমত হয়েছে তেমনি অনেক ফিতনা ফ্যাসাদও প্রবেশ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ভুয়া সাইয়্যেদ। অনেক নওমুসলিম দুনিয়াবী ফায়দার জন্য নামার সাথে সাইয়্যে ব্যবহার করত। এই ফিতনা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য উলামায়ে কেরামরা সে পন্থা গ্রহণ করেন সেটা হচ্ছে শাজরা শরীফ।

শাজরা শরীফ এমন একটি জিনিস সেটা প্রত্যেক সাইয়্যেদ বংশ পরিচয় তুলে ধরে যেখানে তাঁর বংশ পরস্পরা বাবা-দাদা হয়ে ইমাম হাসান বা ইমাম হোসাইন থেকে মিলবে। যেটা পরবর্তী হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (র.) ও সাইয়্যেদ ফাতেমাতুয যাহরা (রা.) পর্যন্ত পৌছায়ে যেটা চূড়ান্ত ভাবে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত গিয়ে মিলবে। তাই শাজরা শরীফ হচ্ছে এমন জিনিস যার দ্বারা ভুয়া সাইয়্যেদদের জানতে পারা যায়। কারণ তাদের তো কোন শাজরা থাকে না। আর যদি থাকে তারপরও নিজ পিতৃ পরিচয় এর তালিকায় ভুল থাকবে।

অন্যদিকে মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহঃ) ছিলেন একজন খাঁটি সাইয়্যেদ যিনি নিজ নিজ শাজরা শরীফ তার কিতাবে নিজে লেখেছেন। এবং সেটা সুবাদে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শাজরা ও মাহফুজ আছে।

প্রিয় মুসলমীয়ানে কেরাম!

আমার বড় দাদাজানের যে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল একজন আলেমের পরিচয়। আর আলেমের কাজ হচ্ছে মুসলমানদের ও ঐক্যবদ্ধ করে রাখা।

নিজেরাই চিন্তা করুন আমরা প্রত্যেকেই মুসলমান যাদের আল্লাহ এবং কালেমা ও কুরআন এবং নবী এক তারপরও সব মুসলমানগন এক নয়। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমরা অযথা বিতর্কে জড়াচ্ছি। হাত তুলে দোয়া করা যাবে না, মিলাদ হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি ছোট খাটো বিষয় নিয়ে আমরা তুমুল দ্বন্ধে লিপ্ত হচ্ছি। অথচ আজ থেকে কিছু কাল পূর্বে এমনটি ছিল না। ইতিহাস সাক্ষী আছে ১৯৬৪-৭৪ মুফতী সাহেব হুজুর যতদিন বায়তুল মুকাররামের খতীব ছিলেন তখন এরকম কোন ফিতনা ফ্যাসাদ ছিল না। সব মুসলমান এক সাথে থাকত। এমনটি শিয়ারা যারা হযরত আলীকে ও আহলে বাইতকে খুব সম্মান করে যারা সহজে যে কোন ব্যক্তির পিছনে নামায পড়তে চায় না। কিন্তু মুফতী সাহেব হুজুর যত দিন পর্যন্ত জাতীয় মসজিদের খতীব ছিলেন ততদিন সব শিয়া তার পিছনে বায়তুল মোকাররামে এসে নামায পড়ত তারা বললও "এখনকার দুনিয়ায় মুফতী সাহবে থেকে বড় কোন সাইয়্যেদ নেই। তাই আমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো পিছনে নামায পড়ব না। এই আলে রাসূলের পিছনেই নামায পড়ব। এটিই ছিল তার মত আলেম ও সাইয়্যেদজাদার শান।

হাযরাতে কেরাম,

আলেম উলামারা হচ্ছেন মুসলিম উম্মাহর কর্ণধার। এইজন্য তো হাদীসে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন-

العلماء ورثة الأنبياء

আলেমগণ নবী রাসূলদের ওয়ারিশ

এবং তাদের সহীহভাবে অনুসরণের মাধ্যমেই ঈমানের হেফযাত করা সম্ভব। নিজেই চিন্তা করুন আপনার যদি কখনো অসুস্থ হোন এবং আমি যদি নিজের জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া থাকে তবে অবশ্যই কোন ভাল ডাক্তার এর কাছে যাবেন। যদি আপনি জানতে পারেন অমুক ডাক্তার ভূয়া চিকিৎসক, কখনো মেডিকেল কলেজে পড়ে নাই, কোন ডাক্তারী বিদ্যা জানে না তবে নিশ্চয়ই আপনি তার স্মরণাপন্ন হবেন না। বরং সেরা থেকে সেরা ডাক্তারের কাছে যাবেন সুচিকিৎসা পাওয়ার জন্য। এমনি আমরা অনেকবার একাধিক ডাক্তারের কাছে যাই যাতে সুচিকিৎসা নিশ্চিত হয়। মেরে দোস্তও আমরা নিজ জীবনের ব্যাপারে এত খেয়াল করি, অথচ ঈমান ও আমলের ব্যাপারে খেয়াল করিনা। একজন মুমিনের জন্য তার ঈমানও আমল তার জীবনের চেয়েও দামী। এইজন্য এমন কোন ব্যক্তির কথা শুনা থেকে সাবধান থাকবেন যার কখনো কুরআন-হাদীস, ফিকহ পড়ে নাই। কোন দারুল উলুম বা মাদ্রাসায় শিক্ষা নেয় নি। কিংবা কোন আলেমের কাছে কোন শিক্ষা নেই নি। তদের কাছ থেকে সাবধান থাকবেন, এবং তাদের কথা-বার্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। কারণ এভাবে নানাভাবে ইসলামের মধ্যে ফিতনা অনুপ্রবেশ ঘটছে।

আসলে আলেম উলামাদের সঠিক পথে থাকা অতীত জরুরী। যেমন মহাকবি আল্লামা ইকবাল ছোট কর্দমাক্ত পথ নিয়ে হাঁটার সময় এক আলেম তাকে সাবধান করলেন-

داکٹر صاحب سمبھل کر چلیں کہیں گر نہ جائں

ডক্টর সাহেব সাবধানে হাঁটুন, রাস্তায় কাদা পড়ে যাবেন।

জবাবে আল্লামা ইকবাল বলেন,

میں گروں گا تو میں گروں گا   عالِم گریگا تو عالَم گریگا

আমি পড়লে আমি পড়ব, কিন্তু যদি আলেম পড়ে তবে সমস্ত আলাম পড়ে যাবে
(মুসলিম উম্মাহ এর পতন হবে)

তাইতো বলা হয়

نیم حکیم خطرائے جان   نیم مُلّا خطرائے ایمان

নিম ডাক্তারে জীবনে ভয়, নিম মোল্লার কাছে ঈমানের ভয়।

হাযরাতে কেরাম,

এভাবেই কেয়মাত সংঘটিত হবে। একবারে কুরআন, হাদীস বিলুপ্ত হয়ে যাবে এমন নয় বরং বিশ্ব্য বরেণ্য আলেমদের ওফাত, বিশেষ করে মুফতী আমীমুল ইহসান এর মত আলেমের ইন্তেকালের মাধ্যমে ইলম এর বিলুপ্ত হতে থাকবে। তাইতো বলা হয়।

مَوتُ العالِمِ موتُ العالَمِ

আলিমের মৃত্যু জনপদের মৃত্যুসদৃশ

একে একে আলেমরা বিদায় নিয়ে, তাদের স্থানে অযোগ্য লোকের কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যা করার এবং এর মাধ্যমে যে ফিতনা ছড়ায়ে তারই চূড়ান্ত রূপ কিয়ামত সংঘটিত হবে।

হাযরাতে কেরাম,

মুমিন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর দরবারে প্রিয় করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। নানা ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে সে আল্লাহকে খুশী করতে চায়। তেমনই একজন ছিলেন আমার বড় দাদা। তিনি নিজ জীবনে এমন একটি বিরাট কাজ করে গিয়েছেন সেটা কেয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সদকায় জারিয়া রূপে গণ্য হবে। এবং সেটা হচ্ছে নামাযের কিছু স্থায়ী বন্দেগীর তৈরী করা। বাংলাদেশ একটি প্রান্তে যখন কেউ নামায আদায় করে তার সময়ের একটি অংশ অবশ্যই মুফতী সাহবে হুজুর পাচ্ছেন কেননা, আমরা সবাই তার নামাজ সূচী অনুসরন করেই পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করি।

হাযরাতে কেরাম

আমার শ্রদ্ধেয় ও দাদাজান হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহাসন বারকাতী (রহ:) ছিলেন একজন প্রথিতযশ লেখক তাঁর লেখনি সম্পর্কে একটি আর্শ্চযনক ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, যখন "আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস" শীর্ষক কিতাব পড়লাম। এই কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলিয়া মাদ্রাসার সব সেরা ছাত্র ও শিক্ষকদের কথা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী রয়েছে। সেই কিতাবে মুফতী সাহেবের জীবনী ৪ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে সেখানে প্রায় আড়াই দৃষ্টি পৃষ্ঠা জুড়ে তার বই ও বইয়ের নামের তালিকা রয়েছে। সুবহানাল্লাহ।

হাযরাতে কেরাম,

আজকে আপনারা যারা উপস্থিত রয়েছেন, তাদের মুফতী সাহেব হুজুরের এমনই একটি কিতাব উপহার দেয়া হবে এবং সেটা হল হাদীসে আরবাঈন (চল্লিশ হাদীস)। আমার বড় দাদাজান চল্লিশ হাদীস সংকলন করেছিলেন। এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমিও আমার চাচা মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী সেটাকে বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করেছি। আমার দাদা

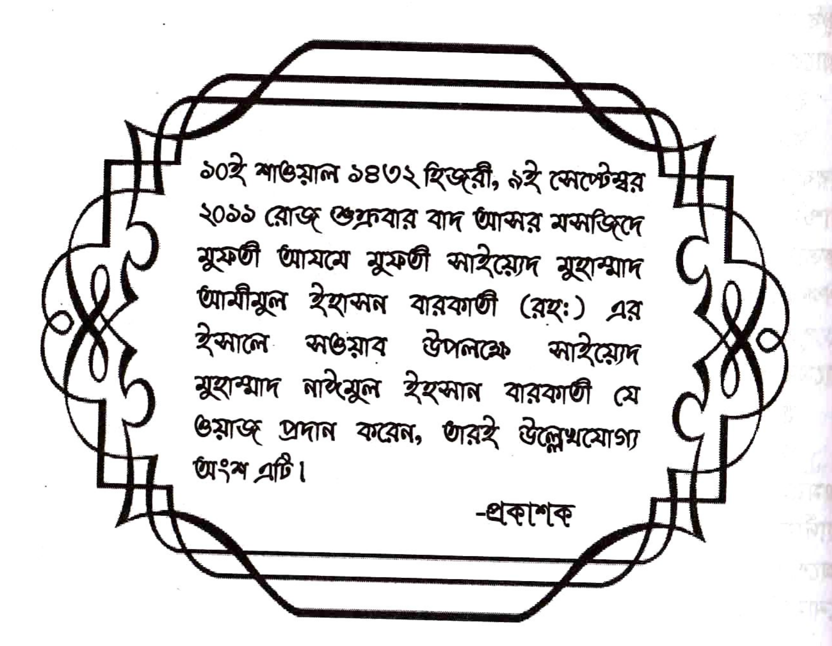
সেটা কিতাব অত্যন্ত চমৎকার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সেই হাদীসটি বলেই আমি এই ওয়াজের সমাপ্তি করব। আমার দুনিয়াতে অনেক চেষ্টা করি আলেম হওয়ার। এই জন্য অনেকে মাদ্রাসায় পড়ে, বড় কোন আলেম বা উস্তাদের কাছে যায়। অথচ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এমন একটি কথা বলে দিয়েছিলেন। যার মধ্যমে দুনিয়া যেভাবেই কাটাই না কেন, কিয়ামতের দিন যাতে আমরা আলেম, ফকীহ হিসেবে দাড়াতে পারি সেটার উপায় বলে দিয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি এরশাদ করেছেন:

من حفظ على امتي اربعين حديثا فى امر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيمة شا فعا وشهيدا –

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট তাদের ধর্ম সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস প্রচার করবে, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামাতের দিন ফকীহ হিসেবে উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য দান করব।

হযরত কেরাম এর চেয়ে বেশি আর কি চাওয়া যায় হতে পারে আমাদের। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর নেক বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



ইসলাম কিভাবে শিখবেন???

ভাই আপনারা মিলাদ কেন পড়েন? নবীর যুগে তো এরূপ ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনদের যুগে ছিল না, এটাতো খ্রীষ্টানদের অনুকরণ, মিলাদ করা বিদআত, আর বিদআত মানেই ধ্বংস, সৌদী আরবে মিলাদ হয় না তবে আপনারা কেন মিলাদ পড়েন?

এইগুলো অত্যন্ত সুপরিচিত প্রশ্ন যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়। গেল কয়েক বছর ধরে এই বিরবিক্তকর প্রশ্নের মাত্রা আরো বেড়েছে। অথচ আমার শৈশবকাল এ রকম ছিল না। আমার দাদা ও ছোট চাচার সোহবতে যাবার ফলে অল্প বয়সেই মসজিদে নিয়মিত মিলাদ পড়তাম এবং বাইরে বিভিন্ন জায়গা ওয়াজ মাহফিলেও মিলাদ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তাই আজকে আমার এই লেখা যে সমস্ত ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী প্রশ্নগুলোর জায়গা দেয়ার জন্য নয় বরং কেন মানুষের মনে কেন এই রকম ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী প্রশ্নের উদ্রেক হচ্ছে সে সম্বন্ধে বলব। আর কেউ যদি উপরে উল্লেখিত প্রশ্নগুলো কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত জওয়াব জানাতে চান তবে অনুরোধ করবো এই খাকসারের রচিত ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল শীর্ষক কিতাবের ১১৩ থেকে ১৩৮ পৃষ্টা পড়ার জন্য। ইনশাআল্লাহ সেখান থেকে আপনারা এই সকল বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী প্রশ্নের সহীহ জওয়াব পাবেন।

আমরা বর্তমানে একবিংশ শতাব্দী অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার যুগে বসবাস করছি। এর প্রভাব আমাদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থাতেও পড়ছে। কিছুক্ষেত্রে আমরা লাভবান ও হয়েছি। যেমন ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন যে কেউ বিশ্বের যে কোন প্রান্তে পবিত্র কুরআন শরীফ পড়তে এবং নিজ ভাষায় তার অনুবাদ ও বুঝতে সক্ষম হবে। ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ ক্বারীদের ক্বেরাত শুনে, আরবী ব্যকরণের নিয়ম শিখে সহজেই আমরা সঠিকভাবে কুরআন শিখতে পারি। এছাড়া প্রয়োজনীয় সকল হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী কিতাবের এক বৃহৎ খনি রয়েছে যা বর্তমানে যে কেউ সংগ্রহ করতে পারে প্রায় বিনামূল্যে। এক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির অবদান ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই তথ্য-প্রযুক্তিই বর্তমানে নানাভাবে ইসলামের ক্ষতি করছে।

আসল ব্যাপার হচ্ছে মানুষ যে জিনিষ যত কষ্ট করে শিখে সেটা তত বেশী দিনই সে মনে রাখে, আর যেটা সহজে শিখে সেটা তত তাড়াতাড়ি সে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আগের দিনে জ্ঞান পিপাসুরা ইসলামী ইলম আরোহণ করার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়েছেন হাক্কানী আলেমেদ্বীনের সন্ধানে সফর করেছেন এবং শরীয়ত ও তরীকতের ইলম

হাসিল করেছেন। এই মেহনতের ফল তারা আমাদের জন্য দ্বীনি কিতাবের পাহাড় রেখে গিয়েছেন যার প্রতিটি পৃষ্ঠা তাদের অপরিসীম মেহনতের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা ঘরে বসেই কম্পিউটারে কয়েকটা ক্লিক করেই ইন্টারনেট এর কয়েকটি ওয়েবসাইট এ গিয়ে জেনে নিচ্ছি। এতে সুবিধা হচ্ছে ঠিকই তবে প্রধান সমস্যা হচ্ছে কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল সেটা যাচাই করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যুব সম্প্রদায়। কারণ তারা ইন্টারনেটে এ কয়েকটি লেখা নিবন্ধন পড়েই নিজেদেরকে পন্ডিত ভাবতে শুরু করে, নিজে কখনোই সেগুলো যাচই-বাচাই করে না যে সেটা ইসলামের বিধিমত কি না। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে, কতিপয় মুনাফিকদের ভ্রষ্টতাস্বরূপ আচরণের ফলে বর্তমান যুব সমাজ তাই শিখছে যা কতিপয় নব ইসলামী পন্ডিত শিখাতে চাচ্ছে, তারা ইসলামের বিষয়গুলোকে নিজের মত করে নিজ মতাদর্শকেই মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর বর্তমান আরাম প্রিয় যুব সম্প্রদায় নিজ পূর্ব যুগের উলামায়ে কেরামদের মতামতের তোয়াক্কা না করে, কুরআন ও হাদীস যাচাই না করে গোগ্রাসে তাদের সেই শিক্ষাকেই আপন করি নিচ্ছে।

ইন্টারনেট বা টিভি মিডিয়া জ্ঞান আহরণের এক চমৎকার মাধ্যম। কিন্তু সেটা চরমভাবে ব্যহত হয় যখন সেটা মিডিয়া কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে হয় তখন সেটা কেবল সেই গোষ্ঠীর মতাদর্শ ও গুণগান করতেই ব্যস্ত থাকে। যেমন বর্তমান যুগে Internet based যত Islamic website আছে সেগুলো আহলে হাদীস, সালাফী, লা-মাযহাবীদের কুক্ষিগত। তাই এর মাধ্যমে অত্যন্ত সুকৌশলে তারা নিজ আকিদা ছড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় এই মিডিয়া একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে শীয়া সম্প্রদায়ের যারা তাদের মতবাদই সঠিক বলে প্রচার করছে। আরো গা শিউরে উঠার মত তথ্য হচ্ছে যে, সর্বপ্রথম যে চ্যানেল বিশ্বের দরবারে মুসলিম নামের লেভেল লাগিয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেটা মুলত কাদিয়ানী লানতীদের টিভি চ্যানেল MTV (Ahmedia) নাউযুবিল্লাহ।

এই সমস্ত সহজলভ্যতার কারণে ইসলাম শিখা যেমন সহজ হয়ে গেছে এমনিভাবে মানুষদের বিভ্রান্ত করাও সহজ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে টিভি চ্যানেল আধিক্যের কারণে এ সমস্যা আরো বেশী হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশের নিজেরাই ২০টির অধিক টিভি চ্যানেল আছে। অনেক এমন লোক আছে যারা সারা বছরে না দেখলেও রমযান মাস বা কোন বিশেষ ধর্মীয় উৎসব আসলেই মানুষ বাচ বিচার না করে যার কথা ভালোলাগে সেই হুজুরেরই কথা শোনে, কুরআন-হাদীস থেকে শিক্ষা নিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। এর ফলরুপে তারা নিজ ইচ্ছাকেই বাস্তবয়ন করছে, এবং নিজ পছন্দমতো ইসলামের নিয়ম মানছে।

তাই যুব সমাজের প্রতি আমার অনুরোধ থাকল যে টিভি, মিডিয়া, ইন্টারনেট থেকে ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে সতর্ক থাকার। আমি আপনাদের মানা করছি না এইগুলো থেকে শিক্ষা নিতে, কিন্তু সতর্ক করতে চাই। যেকোন টিভি চ্যানেল বা ওয়েবসাইট থেকে ইসলামী কিছু শিখানো সেটা কুরআন-হাদীসের সাথে মিলিয়ে নিবেন। এগুলোতে আপনাদের দুটি পরামর্শ দিব।

প্রথমত : সব সময় কোন না কোন হাক্কানী আলেমেদ্বীন এর সোহবতে থাকার চেষ্টা করবেন যার কাছ থেকে আপনি হাতে কলমে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয় শিখতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত : সব সময় নিজ বন্ধুমহলে বা কোন কারণে একত্রিত হলে নিজেরা ইসলামী বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। সাহাবয়ে কেরামও নবীজির থেকে কোন কিছু শিক্ষা পর সেটা নিজেরা আলোচনা করতেন যাতে বিষয়টি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গমে হয়ে যায়। তাই আপনারা যখনই একত্রিত হবেন অহেতুক বিষয়ে গল্প না মেতে উঠে ইসলামী বিষয়ে আলোচনা করুন। কারণ এতেই প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে এবং আমরা ইসলামের ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো পুনরায় বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব। এইজন্য তো কবি বলেছেন-

وہ بھولا ہوا سبق پھر یاد ہو جاے

اسی انداز میں یہ اُمت اباد ہو جاے

হো ভুলা হুয়া সাবাক পের ইয়াদ হো যায়ে

ইসি আন্দাজ মে ইয়ে উম্মাত আবাদ হো যায়ে

ভুলে যাওয়া শিক্ষা আমরা আবার গ্রহন করি

সেই একই মহীমায় উম্মাত সজীব হয়ে উঠুক

হে মুসলিম উম্মাহ্

আপনারা সাবধান হন, সতর্ক থাকুন, নিজ ঈমানের ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন থাকুন। অনভিজ্ঞ ডাক্তারের তৈরী ঔষুধ যেমন মৃত্যু ডেকে আনে তেমনি ওই সমস্ত নাকেরা, অজ্ঞ ব্যক্তি যারা নিজে কুরআন হাদীস শিখে নাই তাদের কাছ থেকে ইসলাম শিক্ষা গ্রহণ করা মূলত নিজের মুমিন হৃদয়ের মৃত্যু স্বরুপ। তাই এখনই নিজ ঈমান ও আকীদা রক্ষার ব্যাপারে এবং সহীহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাতারে শামিল হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে সজাগ হোন। মনে রাখবেন আখেরী যমানার এই ফিতনার ব্যাপারে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছেন। এই সমস্ত আহলে হাদীস সালাফীদের সম্বন্ধে সাবধান বাণী স্বয়ং প্রিয়নবী করেছেন। শুধু তাই নয় এই সালাফীদের প্রধান আব্দুল্লাহ বিন ওহাব নজদী থেকে সতর্ক থাকার জন্য এবং তাকে শয়তানের শিং তাঁর দলকে শয়তানের

দল হিসেবে আখ্যায়িত দিয়ে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর একাধিক সাহীহ হাদীস রয়েছে স্বয়ং বুখারী শরীফে।

সহীহ মুসলিমের মুক্বাদ্দামায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল পাক ﷺ বলেন ঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنْ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

" শেষ যামানায় ইসলামের বেশধারী এমন কিছু মিথ্যাবাদী প্রতারক বের হবে যারা তোমাদের নিকট ধর্মীয় বিষয়ে এমন কিছু কথা বলবে যা তোমরাতো শোন নাই এবং তোমাদের বাপ দাদারাও শোনে নাই। সুতরাং সাবধান! তোমরা তাদের নিকট থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে এবং তাদের ফিতনায় জড়িত হবে না।"

পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে,বর্তমানে আমরা ঐ সকল বেশধারী লোকদেরকে চিনতে না পেরে পরিত্যাগের পরিবর্তে পরিমাপের পাত্র হিসাবে বেছে নিয়েছি এবং হরহামেশা তাদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছি। কারণ, তাদের মুখে সর্বদা কোরআন ও হাদীসের বাণী স্রোতের মত বইতে থাকে যা দেখে আমরা আর সইতে পরি না। কিন্তু তাদের এই কোরআন তেলাওয়াত ও তাদের পরিচয় পরিণতি সম্পর্কে রাসূল পাক ﷺ কি বলেছেন তা আমরা একবারও খুঁজে দেখি না।

আমাদের এই বাংলাদেশে কেউ যদি মুফাসসির হতে চায় তাকে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) এর তাফসীরে জালালাইন পড়েই হতে হবে, কেউ যদি মুহাদ্দিস হতে চায়, মুফতী হতে চায় তাকে আমার দাদা হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রঃ) এর মিযানুল আখবার, ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার, কাওয়াদুল ফিকহ্ ইত্যাদি কিতাব পড়েই মুফতি, মুহাদ্দিস হতে হবে। এই দুইজন বিখ্যাত মনীষী নিজে মিলাদ কিয়াম করেছেন, এর সমর্থনে কিতাব লিখেছেন, ফতোয়া দিয়েছেন। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) তিনি এই সর্বপ্রথম এই ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীসের পড়ালেখার নিয়ম শুরু করেন তিনিও নিয়মিত ভাবে মিলাদ মাহফিল করতেন। ভারতের বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আব্দুল হক মুহাজির মক্কী (রহ.) মিলাদ ও কিয়ামের দলীলে সুবৃহৎ গ্রন্থ আদ দুররুল মানাজ্জেম ফি আমলে ওয়াল হুকুমে মাওলুদুন নবীয়ী ﷺ রচনা করেছেন। নিজে একটিবার চিন্তা করুন এরা কি কুরআন হাদীস পড়েননি। এরা কি বুখারী মুসলিমের হাদীসসমূহ জানেন না, এরা কি বিদাআত চিনতেন না? যদি সত্যি এরা কুরআন হাদীসে এর ইলম রাখতেন তবে কেন মিলাদ মাহফিল করেছেন? কারণ তারা জানতেন মিলাদ ও কিয়াম করা হারাম, বিদআত বা নাজায়েয নয় বরং কুরআন ও হাদীস সমর্থিত।

হে উম্মতে মুসলমান

আপনারা জেনে রাখুন ইশকে রাসূল আদাবে রাসূলকে বাদ দিয়ে কখনো আল্লাহ পাকের নৈকট্য হাসিল হবে না। কারণ কোন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তার জন্য সুপারিশ না করেন।

তাই জান্নাতে যেতে হলে আমাদের যেমন প্রয়োজন মহান আল্লাহ পাকের ইবাদত তেমনি প্রয়োজন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি মুহাব্বত ও তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ।

আমার এই লেখনীর সমাপ্তি টানব আমিরুল মুমিমীন ফিল হাদীস হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দিয়ে। বর্তমানে আহলে হাদীস ও সালাফী পন্থি আলেম ও তাদের নিয়ন্ত্রিত Television Channel বা Internet website গুলো সব সময় বুখারী শরীফের হাদীসগুলো এমনভাবে তুলে ধরে যেন বুখারিই হাদীসের একমাত্র কিতাব, অথচ তারা ইমাম বুখারীর জীবনের এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঢেকে যায়। আসলে আহলে হাদীস, সালাফীরা ইসলামের সেই বিষয়গুলো নিজের মত করে তুলে দেখার যেটা দেখান তাদের মতাদর্শ প্রচারে লাভ হবে, প্রকৃত সত্য তারা গোপন রাখে।

হযরত ইমাম বুখারী প্রায় ২০ বছর সাধনা করে সম্পন্ন করেন তাঁর বিখ্যাত কিতাব আল জামেউল মুসনাদ সহীহ উল মুখতাসারু ফিল উমুরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানীহি ওয়া আইয়ামিহি যাকে সংক্ষেপে আমরা বুখারী শরীফ হিসেবে জানি। তিনি তাঁর বুখারী শরীফ এর সম্পূর্ণ কিতাব রচনা সম্পন্ন করেছেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর রওজা মুবারকের সামনে বসে। একজন মানুষ কিতাব রচনা করে নিরিবিলি প্রশান্ত পরিবেশে যাতে সে সঠিকভাবে তার কাজ শেষ করতে পারে, অথচ ইমাম বুখারী প্রতিটি হাদীস যাচাই বাচাই এর পর চূড়ান্ত ভাবে তার কিতাব লিপিবদ্ধ করার পূর্বে গোসল করে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নবীজীর রওজা মোবারকে দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। যখনই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ. এর পক্ষ থেকে হ্যাঁ বোধক ইশারা আসত তিনি লিপিবদ্ধ করতেন, অন্যথায় করতেন না। এটিই প্রমাণ করে হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) মত ব্যক্তিত্ব ও প্রিয়নবীকে হায়াতুন্নবী মনে করতেন এবং তাঁর মাযার থেকে ফয়েজ ও বরকাত হাসিল করার চেষ্টা করতেন, সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরেও ইশকে রাসূলের ও আদবে রাসূলের এমন জোয়ার সৃষ্টি করুক এবং খাঁটি মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করুক।

পরিশেষে আমার বড় দাদাজানের মত নিজের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে একটি দুআ করে এই পর্যালোচনা শেষ করলাম।

الٰہی احسان ہو تیرے اس احسان پر

از طفیل رحمۃ اللہ للعالمین

এলাহী ইহসান হো তেরে ইস ইহসান পার
আয তোফাইলে রহমাতুল্লি আলামীন।

আলহামদুলিল্লাহ মহান আাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে ২২ই রমজান ১৪৩৩ হিজরী, ১১ই আগষ্ট ২০১২, ২৭ই শ্রাবণ ১৪১৮, পবিত্র রমজান মাসে সকাল ৬.১২ মিনিট রোজ শনিবার এই **সিরাজুম মুনীরা ও মিলাদ নামার** এই লেখার কাজ শেষ হল।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। সেই প্রিয়নবীর মুহাব্বতে এই কিতাব রচনা করা হয়েছে তাঁর রওজাতে বারবার যাওয়ার তৌফিক দান করুন। মহান আল্লাহ তায়ালা যাতে আমাদের সবাইকে তাঁর অনুগত বান্দা ও তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রিয় হওয়ার তৌফিক দান করুক। আমাদের দুনিয়াবী জীবনকে যাতে সহজ করে দিন, পরকালীন আযাব থেকে রক্ষা করে দিন এবং আপনার জান্নাতে দাখিল হওয়ার সুযোগ করে দিন।

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ – اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ – اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ – وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ –

اٰمِيْنَ – بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

سید محمد نعیم الاحسان برکتی

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী
১২.০৮.১২

لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری

علامہ محمد اقبال

لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری

دور دنیا کا مرے دم سے اندھیرا ہو جائے
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے

ہو مرے دم سے یونہی میرے وطن کی زینت
جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت

زندگی ہو مری پروانے کی صورت یارب
علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب

ہو مرا کام غریبوں کی حمایت کرنا
درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا

مرے اللہ! برائی سے بچانا مجھ کو
نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو

লব পে আতী হে দুআ বানকে তামান্না মেরী
জিন্দেগী শাম্মাকী সুরাত হো খুদায়া মেরী
দুর দুনিয়াকা মেরে দামসে আন্ধেরা হো যায়ে
হার জাগা মেওে চামাক নে সে উজালা হো যায়ে
হো মেরা দামসে উহী মেরে ওতান কী জীনাত
যীস তারা ফুল সে হোতী হে চামান কী জীনাত
জিন্দেগী হো মেরা পারওানে কী সুরাত ইয়া রব
ইলম কী শাম্মাসে মুজকো মুহাব্বত ইয়া রব
হো মেরা কাম গারীবো কী হেমায়াত কারনা
দারদ মান্দো সে জায়ীফো সে মুহাব্বত কারনা
মেরে আল্লাহ বুরায়ী সে বাচানা মুজ কো
নেক জো রাহ হো উস রাহ পে চালনা মুজ কো

المواقیت.الأربعن فی الصلوة علی النبی ﷺ.جامع جوامع الکلام, فهر
ست کنزالعمال, مقدمه سنن ابی داؤد, مقدمه مر سیل ابی داؤد, عمل الیل
والنهار ,میزانُ الأخبار ,معیار الآثار , حواشی السعدی ,تحفة الأ خیار ,تعلیقات
البرکتی تخلیص المراسیل, اسماء امدلسین والمخطلطین, کتاب الوضین ,
منةالبری ,فتویٰ برکتیه ,طریقه حج ,القرة فی الکرة ,هدیة المصلین ,
التنبه للفقیه ,لب الاصول ,ملا بد للفقیه, التعریفات اللفقهیه ,أصول
الکر خی ,أصول المسا ئل الخلا فیة ,القواعد الفقهیة ,آدب المفتی ,تحفة
البر کتي بشر ح آدب المفتی ,أو جز السیر فی سیرة ,یرالبشر ,انفع السیر ,
سیرت حبیب اله ,رسالئه حیات عبد السلام ,رسالئه
طریت , التشرف لأ داب التصوف ,تاریخ اسلام ,تواریخ انبیاء ,تاریخ
علم حدیث تاریخ علم فقه الحاوی فی ذکر الطحاوی ,تعریفات الفنون
وحالات مصنفین ,نفع عمیم ,مقدمة النحو , نحو فارسی ,مجموعه
خطبات , ,مجموعه وعظ ,وظیفه سعدیه برکتیه , شجره
شریف ,سراجا منیرا اور میلاد نامه ,آداب اردو ,شرح شکوه
جواب شکوه ,مز یل الغفة عن سمت القبلة, ,علم المیقا یت,نظا م الأو
قات ,دهوپ گهڑی , وصیت نامه

الحمدُ للہ، فلحمدُ للہِ حضرت مفتی صاحب کے گراں قدر دینی کتابوں کے مزید اشاعت
کے لیئے انکے بھتیجے جناب صفوان نعمانی نے **مفتی عمیم الاحسان اکیڈمی**
۱۹۹۰ ع میں قائم کیا، جسکا اولیّن مقصد مفتی صاحب کے نادر کتابوں کے اشاعت اور
دینی کاموں کا اہتمام کرنا۔

وفات: حکم خدائی ہے کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر شہ کو موت کا مزہ چکھنا
پڑیگا۔ ۲۷ اکتوبر ۱۹۷۴ ع میں ۱۳۹۵ ھ ۱۰ شوال بروز اتوار صبح صادق کے وقت اپ
اللہ پاک کے دعوت اجل کو قبول فرماتے ہوے اس فانی دنیا سے رحلت فرمائے

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اپکی وفات ایک معمولی انسان کی وفات نہیں بلکہ ایک بحر العلوم کا انتقال تھا۔ اس لئے
کہا جاتا ہے کہ

موت العالِم موت العالَم

اپکا جنازہ بعداز ظہر بیت المکّرم مسجد میں اپکے عزیز ناریندا کے مرحوم پیر صاحب سید
نذر امام محمد کے امامتی میں ادا ہوئی۔

اپکے جنازہ میں لوگوں کا ایک سمندر تھا۔ سبھوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ اپکی تدفین
کولوٹولہ کے اس تاریخی مسجد کے جنوبی گوشہ میں ہوئی۔ اپکے مزار کے گیٹ پر فارسی کا یہ
درج زیل اشعار ہے

ہر گز نمیرد انکہ دل اذ زندہ شد بہ عشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

اسلام کی خدمات اور دینی کتابوں کی تدریس جیسی نمایاں خدمات کی بنا ۱۹۸۴ ع میں
اسلامک فاونڈیشن بنگلادیش نے انہیں بعداز مرگ سند اور گولڈ میڈل سے نوازا۔ اللہ
پاک ہم سبھوں کو ایسے عالم دین کی زندگی سے رہ نمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔

آمین یا ربُّ العالمین۔

طالب دعا

سید ابو نعیم محمد یمان

آگاہ کیا۔ اپ دونوں بھای نے ایک دن دوپہر کو اس مسجد میں تشریف لاے اور جناب نعمان برکتی نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کے صحن کو صاف کیا۔ اس صفای کے دوران ایک پتھر ملا جس میں یہ لکھا تھا یہ مسجد ۱۲۳۲ھ کی ہے۔ نہ جانے کتنے برسوں بعد اس مسجد میں سید نعمان برکتی نے اعزان دیا اور حضرت مفتی صاحب کے امامتی میں ظہر کی نماز ادا کی گئ۔ اس تاریخی مسجد کے دوبارہ اباد ہوتے ہی حضرت مفتی صاحب نے اس مسجد کے امامت اور خطیب کی زمہ داری ادا کی۔ وقتاً فوقتاً جب کہ حضرت مفتی صاحب ڈھاکہ میں موجود نہیں ہوتے یا حج میں ہوتے تو جناب سید نعمان برکتی یہ زمہ داری ادا کرتے۔

۱۹۶۴ ع میں آپ مفتی صاحب بیت المکّرم ڈھاکہ مسجد کے خطیب مقرّر ہوے تو آپنے کولوٹولہ کے اس تاریخی مسجد کے خطیب کی زمہ داری اپنے بھای جناب سید نعمان برکتی کو دیا۔ ۸۲ -۱۹۸۱ ع میں جناب سید نعمان برکتی نے یہ زمہ داری اپنے چھوٹے صاحبزادے مولانا سید صفوان نعمانی کو سونپا۔ ۹۴ -۱۹۹۳ ع میں کولوٹولہ کے اس تاریخی مسجد کے مزید تعمیر نو کے بعد اہل اعلاقہ کے مشورے سے اس مسجد کا نام مفتی صاحب سے منسوب کر کے **مسجد مفتی اعظم** رکھا گیا اور یہ ڈھاکہ کی یہ واحد مسجد ہے جسنے ۱۰ محرم ۱۴۳۲ھ، ۱۷ دسمبر ۲۰۱۰ ع میں اپنا دوسو سالہ دور ایک بارونق واعظ اور میلا محفل کے زریع منایا۔

بیت المکّرم مسجد ڈھاکہ: ۱۹۶۴ ع میں جو کہ بیت المکّرم کا ابتدائی دور تھا اُسوقت مسجد کمیٹی کے چند معزز ارکان ۔ جناب یحیٰ بوانی، لطیف بوانی اور جناب مدنی صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو بیت المکّرم مسجد کے خطیب کی زمہ داری کے لے آمادہ کیا۔ اپکا خطبہ کا انداز بیاں، نماز و دُعا اسقدر پر اثر ہوتا کہ لوگ محوؤ ہو جایا کرتے۔

دونوں بنگال کے دارول حکومت کے عید گاہ کی امامت کا شرف: حضرت مفتی صاحب نے کلکتہ کے سب سے بڑی عید گاہ اور ڈھاکہ کے اس دور کا سب سے بڑی عید گاہ اور دونوں جگہ کے سب سے بڑی مسجد میں امامت کا شرف حاصل ہوا۔

حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ایک خوشگوار واقعہ یوں تھا کہ ۱۹۷۸ ع میں اسوقت کہ ڈھاکہ کے عید گاہ جو کہ پڑانا پلٹن میں ہوا کرتا تھا آپکے منجھلے بھای جناب سید نعمان برکتی کو یہاں امامتی کا شرف حاصل ہوا۔ اسوقت کہ بنگلادیش کے صدر مملکت شہید ضیاالرحمان، وزیر اعظم شاہ عزیز الرحمان، دیگر وزرا اور مسلم ممالک کے سفرا بھی شرکائے نماز تھے۔ یہ ایک نایاب اور نادر موقع تھا کہ ایک ہی عید گاہ میں دو سگے بھائیوں کو امامت کا شرف حاصل ہوا۔

اپکا علمی فیظ: حضرت مفتی صاحب اپنے زیادہ تر اوقات مطالع میں صرف کیا کرتے تھے۔ اپکے پاس تقریباً ساڑھے تین ہزار سے زایدہ نادر اور انمول کتابوں کا ایک زخیرا ہوا کرتا تھا، جس سے نہ صرف حضرت مفتی صاحب بافیض ہوا کرتے تھے، بلکہ اس دور کہ اکثر و بیشتر علما حضرات بھی فیض یافتہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کئ ایک مشہور و معروف دینی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے اپنی حیات میں لاتعداد کتابوں کی تصنیف کی۔ خاص طور پہ میں انکے چھوٹے بھای جناب سید غفران برکتی نے تعاون کیا۔ انکے چند مشہور و معروف کتابیں یوں ہیں۔

اتحاف الأشرف بحاشية الكثاف, الا حسان الساری بتو ضیح صحیح البخا ری, التنویر فی أصول اتفسیر. التبشیر فی شرح التنبور فی أصول اتفسیر. الفقه السنن والا شار.منا هج السعداء.عمدة المجا نی بتخریج احدیث مکا تیب الأم الر با نی.الأربعن فی الصلوة.الأزبعن فی

سیرت عمیم الاحسان علیہ الرحمہ

حضرت سید محمد عمیم الاحسان برکتی عالم اسلام کے وہ روشن چراغ تھے جنکے علم کی روشنی سے تمام عالم اسلام منور تھا۔ آپ اپنی ذات میں مفتی، محدس، فقیہ اور بیشمار دینی کتابوں کے مصنف کے حیثیت سے مشہور تھے۔

ولادت: حضرت مفتی صاحب کی ولادت ۱۹۱۱ء ۲۴ جنوری، ۱۳۲۹ھ ۲۲ محرم بروز پیر ہوی۔ اپکے والد سید حکیم عبدالمنان اور والدہ ماجدہ سیدہ ساجدہ خاتون۔ اپ کو نجیب الطرافین کا سرف حاصل تھا، اور اپکا نضب نامہ آخری نبی حضرت محمد ﷺ تک تھا۔

تعلیم و تربیت: حضرت مفتی صاحب کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد اور چچا کے پاس ہوئ۔ اپنے چچا سید عبدالدیان کے زیر نگرانی ۵ سال کے عمر میں قرآن ختم کیا۔ کم عمری سے اپنے چچا کے ساتھ سید ابو محمد برکت علی شاہ کے محفل میں جایا کرتے تھے۔ آپ نے دس سال کی عمر میں سید برکت علی شاہ کے ہاتھوں بیعت ہوے، اور اپکے نام نامی میں برکتی کا اضافا ہوا۔ آپ اپنے چچا کے زیر نگرانی کلکتہ عالیہ مدرسہ میں داخل ہوے۔ حضرت مفتی صاحب ۱۹۳۳ء میں کامل حدیث میں فرسٹ کلاس فرسٹ ہوے اور اپنی اس اعلیٰ کارگردگی کی بنا انہیں گولڈ میڈل کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ۱۹۳۴ء میں اپکے استاد مولانا مفتی مشتاق احمد کانپوریؒ سے مفتی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اپکے زندگی کا ایک سنہرا اور نادر موقع تھا کے ویسٹ بنگال کی حکومت نے انہیں ۱۹۳۵ ء میں گرانڈ مفتی کے اعزاز سے نوازا، اسی بنا انہیں مفتی اعظم بھی کہا جاتا ہے۔

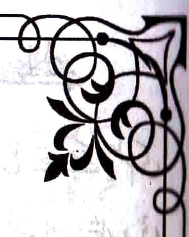
دنیاوی ذمہ داری: ۱۹۲۷ء میں مفتی صاحب کے والد محترم کا انتقال ہوا۔ انتقال سے دو ماہ قبل مفتی صاحب کو اا اپنا وارث اور جانشین مقرر کیا، اور اپنے تمام تبرُکات سے نوازا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ نے والد کی مطب کی زمہ داری سنبھالی، اور اپنے چھوٹے بھای، بہنوں کی زمہ داری بخوبی نبھای۔ اس کے ساتھ جلیا ٹولی کی مسجد جو کہ حضرت مفتی صاحب کے خاندان کے زیر سایہ تھی، اس کی امامت اور خطیب کی زمہ داری بھی بخوبی نبھای۔

۱۹۳۴ ء میں کلکتہ کی سب سے بڑی مسجد - مسجد ناخدا کی امامت اور خطیب کی زمہ داری بھی سنبھالی۔ ۱۹۳۵ ء میں انہیں مسجد ناخدا کی دارول افتا میں مفتی اعظم کی زمہ داری سے بھی نوازا گیا۔ کلکتہ کی مسجد ناخدا کی بطور مفتی انہوں نے بے شمار مشہور و معروف اور نادر فتوے جاری کیے۔ ۱۹۴۳ ء میں کلکتہ مدرسہ عالیہ میں بطور صدرُ المدَرِس آپ نے اعہدا سنبھالا۔ ۱۹۴۷ ء میں جب کلکتہ مدرسہ عالیہ ڈھاکہ منتقل ہوا تو اپ بھی ڈھاکہ تشریف لے آے۔ ۱۹۵۶ ء میں اپکو ڈھاکہ مدرسہ عالیہ کے ہیڈ مولانا کا اعہدا ملا۔ اپ ۱۹۶۹ ء میں ہیڈ مولانا اعہد سے ریٹایر ہوے۔

ڈھاکہ میں اپکا قیام: ۱۹۴۷ ء میں آپ ڈھاکہ تشریف لاے۔ اس کے تقریباً ایک سال بعد اپکے منجھلے بھای سید نعمان برکتی بھی ڈھاکہ تشریف لاے۔

مسجد سے وابستگی اور اس کی تعمیر نو: ۱۹۴۸ - ۴۹ ء میں جناب نعمان برکتی کے ایک واقف کار نے کولوٹولہ ڈھاکہ کے اس تاریخی مسجد کے بارے میں بتایا، جو کہ تباہ شدہ حال میں تھا اور اس مسجد میں نماز کا بھی کوی انتظام نہین تھا۔ جناب نعمان برکتی نے اپنے بڑے بھای مفتی عمیم الاحسان برکتی کو مسجد کے اس زبوں حالی سے





پیش لفظ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

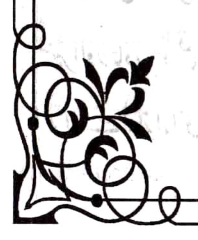
سب تعریف اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی کہ انہو نے ہمیں مسلمان ہو نے کی طوفیق عطا کی، لاتعداد درود و سلام آخری نبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنکی شفعات ہمارے جنّت جانے کا وسیلہ بنیگا۔

مسلمان ہو نے کی شرط لازم ہے کہ کلمہ شہادت پر مکمل ایمان لانا ہو گا۔ لیکن مو من بندا ہو نے کے لئے آپکے دل میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دنیا کے ہر شہ سے زیادہ ہو ناپڑیگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں عقیدت، محبت، اور عاجزی کے ساتھ درود اور سلام پیش کرنا حکم الٰہی ہے۔ حضرت مفتی صاحبؒ کی یہ کتاب سراجاً منیر اور میلاد نامہ , اسے مختصر اور جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔

الحمدللہ کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے مجھ ناچیز بندہ کو یہ خوش نصیبی سے نوازا کہ میں نے اپنے بڑے دادا حضرت مفتی صاحبؒ کی یہ کتاب کو بنگلا زبان میں منتقل کیا۔ اللہ پاک ہمارے اس خدمت کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے۔

سید محمد نعیم الاحسان برکتی

ناظم: مفتی عمیم الاحسان اکاڈیمی



بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمة

حضرت اخی گرامی مفتی سید محمد عمیم الاحسان برکتی ایک حقیقی عالم دین تھے۔ ہمیشہ عشق رسول میں سرشاد رہتے۔ آپ کے کردار و گفتار میں اِتباع رسول بَوجہ موجد تھا۔ خصوصًا وعظ و نصیحت اور محفل میلاد میں آپ کا والہانا انداز قابل دید و شنید ہوتا۔ یہ کتاب سراجُ مُنیر ابھی اس امر کی آیینہ دار ہے۔ فی الحقیقت عشق رسول میں ایمان کی بنیاد اور کسوٹی ہے۔ بلکہ یوں کہنا بجا ہوگا اسلامی زندگی کے عِلم و عَمل میں عشق رسول ہی رُوح رَواں ہے۔ حضرت بھائی جان قبلہ کے انداز و بیان و تحریر سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے۔ اور یہ کتاب سراجُ مُنیر ابھی مُومنین و مسلمین کے لئے مشعل راہ اور منبع نور و ہدایت ہے۔

حضرت رَسُولُ اللہ ﷺ فرمایا۔

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ- (متفق عليه)

تم میں سے کوئی بھی اُسوقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میری محبت اس کے والدین سے اور بچوں سے بلکہ دنیا کے ہر شہ سے بڑھ کر نہ ہو

سید محمد نعمان برکتی (غفرلہ)

خطیب ثانی

مسجد مفتی اعظم



اور میلاد نامہ

﴿میلاد اور قیام کے دلائل سے پر نور اک نورانی کتاب﴾

مصنف

مفتی اعظم

سید محمد عمیم الاحسان برکتی

نقشبندی مجددی

کلکتہ ناخدا مسجد اور دارُل افتا کے سدر مفتی

ڈھاکا عالیا مدراسا کے سدرُل مدرس

بیت المکرم مسجد ڈھاکا کے خطیب الاول

ترجمہ

سید محمد نعیم الاحسان برکتی

ناظم

مفتی عمیم الاحسان اکاڈیمی

